দুর্গালীলাতরঙ্গিণী

দ্বিতীয় খণ্ড।

৺কৃষ্ণকিশোর রায় প্রণীত।
শ্রীসুবোধচন্দ্র রায় বি, এ,
প্রকাশিত।

কলিকাতা
২৭ নং হরিতকিবাগান লেন, কমার্শিয়াল যন্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আইচ দ্বারা মুদ্রিত।
১৩১৬।

মূল্য ॥০ আনা মাত্র

প্রকাশকের নিবেদন।

বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অনেক দিন পরে দুর্গালীলা-তরঙ্গিণীর দ্বিতীয় খণ্ড সম্পূর্ণ হইল। সহৃদয় পাঠকদিগের নিকট বিনীতভাবে এই প্রার্থনা তাঁহারা প্রকাশকের ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। গ্রন্থকার বহুকাল পরলোক গমন করিয়াছেন। ১২৩০ সালে তাঁহার ৫০ বৎসর বয়সে এই পুস্তক লেখা শেষ হয়। তাঁহার লিখিত অন্যান্য ছোট ছোট পুস্তকের মধ্যে সত্যনারায়ণের পাঁচালি, ব্রহ্মবিচার প্রভৃতি কতকগুলি পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত তিনি বহু পুরাতন গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে ডামর তন্ত্র, মহাভাগবতপুরাণ প্রভৃতিই প্রধান। তাঁহার হাতের লেখা অতি সুন্দর। তিনি একজন মহাসাধক ও জ্ঞানী ছিলেন। "দুর্গালীলাতরঙ্গিণী" কেন্দ্র স্বরূপ হইয়া তাঁহার উচ্চ সাধনার মহাভাবগুলি রক্ষা করিতেছে। ভক্তের পক্ষে ইহা যেমন আদরের জিনিষ কাব্যরসগ্রাহী লোকের পক্ষে, ইহা তেমনি যত্নের সামগ্রী। ইহা পাঠ করিলে হৃদয়ে ভক্তিভাব উথলিত হয়। ইহার ভিতরে যে জ্ঞানোপদেশ আছে তাহা অতি সহজেই স্ত্রী পুরুষ সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে।

এই গ্রন্থকে প্রাচীন কাব্যগ্রন্থাদির শেষ নিদর্শন বলা যাইতে পারে। ধারাবাহিকভাবে দুর্গালীলা যাঁহারা শুনিতে ভাল বাসেন তাঁহারা এই পুস্তক পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইবেন সন্দেহ নাই।

গোয়ালন্দের নিকটবর্ত্তী পানৈড় গ্রামে গ্রন্থকারের নিবাস ছিল। পদ্মা তাহার অস্তিত্ব লোপ করিয়াছে। তাঁহার বিষয় বহু অলৌকিক ঘটনা এখনও গ্রামবৃদ্ধদিগের নিকট শুনিতে পাই। সে সমস্ত পৃথকভাবে না প্রকাশ করিলে বিশেষ বিলম্ব হইয়া পড়ে। গ্রাম্য শব্দাদি স্থানে স্থানে থাকায় বুঝিবার পক্ষে অসুবিধা হয় কিন্তু সামান্য চেষ্টাতেই তাহা বোধগম্য হয় জন্য এ সংস্করণে তাহার অর্থ দিলাম না। তারপর সুধীবর্গের মতানুযায়ী যাহা ভাল হয় করা হইবে। 'যায়া' 'পায়া' 'দিছে' ইত্যাদি কতকগুলি শব্দ 'যাইয়া', 'পাইয়া' 'দিতেছে' ইত্যাদি স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। উহা জানিলে, সেই প্রকার অন্যান্য শব্দ বুঝিতে অসুবিধা হইবেনা। সম্পূর্ণ শুদ্ধ করিয়া এমন্ত প্রাচীন পুস্তক প্রকাশ করিতে হইলে একবারেই হইয়া উঠে না। হইলেও, বহু সময় সাপেক্ষ। তাই এই ভাবেই প্রকাশ করিলাম। পাঠকবর্গের নিকট এই পুস্তক আদৃত হইলে আমার শ্রম সার্থক মনে করিব। নিবেদন ইতি—

কলিকাতা
১৫ মাঘ ১৩১৬

শ্রীসুবোধচন্দ্র রায়।

সূচীপত্র।

একাদশতরঙ্গ—ভগবতীর তপস্যা।

দ্বাদশ তরঙ্গ—শিবের যোগভঙ্গ ও মোহ।

ত্রয়োদশ তরঙ্গ—শিবপার্ব্বতী-বিবাহ।

চতুর্দ্দশ তরঙ্গ—কার্ত্তিক গণেশের জন্ম।

পঞ্চদশ তরঙ্গ—শুম্ভনিশুম্ভবধ।

ষোড়শ তরঙ্গ—ব্রজলীলা।

সপ্তদশ তরঙ্গ—ভূভার হরণ।

—:o:—

দুর্গালীলা-তরঙ্গিণী।

দ্বিতীয় খণ্ড।

একাদশ তরঙ্গ।

—:o:—

তপস্যার উদ্যোগ।

(পয়ার)

একদিন পার্ব্বতী কহেন মেনকায়।
শুন মা যাইব আমি বনে তপস্যায়॥
পতি হেতু আরাধিব দেব পঞ্চাননে।
আমার কারণ তুমি না ভাবিহ মনে॥
বনে যায়া শঙ্কর করিব আরাধন।
দয়া হৈলে পুন আমি আসিব ভবন॥
শুনি মেনা চমকিয়া বলে ওমা একি।
আমাকে ছাড়িয়া বনে পার্ব্বতী যাবে কি॥
ননীর পুতলী তুমি দুগ্ধের ছাওয়াল।
বালিকা অবলা একি তপস্যার কাল॥

দেখি যত তপস্যা করয়ে মুনিগণে।
কত কষ্টে তাহারা বসতি করে বনে॥
বালিকা কোমলা তুমি ননীর পুতলি।
প্রচণ্ড তপন তাপে তনু যাবে গলি॥
তপের কঠোর ক্লেশ তোমারে কি সয়।
সিংহ ব্যাঘ্র বনে কত বন জন্তু ভয়॥
এমন নিষ্ঠুর বাছা না বল আমায়।
একথা শুনিলে মোর প্রাণ বাহিরায়॥
পরাণ পুতলি তুমি নয়নের তারা।
ক্ষণে ক্ষণে নয়ান নিমিষে বাসি হারা॥
ছাড়িয়া পার্ব্বতী যদি করিবে পয়াণ।
আগে বধ কর তবে জননীর প্রাণ॥
যে কপালে সিন্দুর চাঁদের হেন আলো।
সে কপালে বিভূতি সাজিবে কেন ভাল॥
যে দেহের আভরণ হীরা চুনী মণি।
সে দেহে রুদ্রাক্ষ-মালা সাজে কি সাজনী॥
রাজার নন্দিনী তুমি সুখ বিলাসিনী।
তোমারে কি সাজে হৈতে ভৈরবী যোগিনী॥
তপের সমান ক্লেশ নাহি বাছা আর।
সে কি দুঃখ সহে বাছা এ দেহে তোমার॥
অতএব তপস্যাতে নাহি প্রয়োজন।
ক্ষান্ত হও এ কথা না বলিহ কথন॥
বিবাহ কারণ কেন ভাবনা তোমার।
আনিব উত্তম বর ত্রিলোকের সার॥

উত্তম বরেতে বিহা হইবে তোমার।
সে কারণ কেন কিবা কাজ তপস্যার॥
মিছা কেন তপস্যা করিতে বনে যাবে।
ভুবন প্রধান পতি ঘরে বসি পাবে॥
পতির কারণ তপে নাহি প্রয়োজন।
কি ফল বিফল বনে হারাবে জীবন॥
মানা করি মা তুমি আমার মাথা খাও।
আমাকে বধিয়া প্রাণে বিপিনে না যাও॥
দ্বিজরায় বলে কথা শুন ভগবতী।
পুন মেনা সম্বোধনে কহেন পার্ব্বতী॥

গৌরী মায়েকে প্রবোধ করেন।

(ত্রিপদী)

হাসি কহে ব্রহ্মময়ী শুন মা তোমারে কই
আমি ব্রহ্ম সকল কারণ।
সর্ব্বত্র আমার স্থান সর্ব্বঘটে অধিষ্ঠান
তুল্য মোর অট্টালিকা বন॥
শ্মশানে আমার বাস সৃজন পালন নাশ
করি আমি আপন ইচ্ছায়॥
তপন তাপস যত মোর তেজ ধরে তত
যোগী যোগে আমাকে ধেয়ায়।
আমাকে কাহাকে ভয় রবি তাপে কিবা হয়
সিংহ ব্যাঘ্রে কি করিতে পারে।

ব্রহ্মাণ্ড উৎপত্তি লয় আমার ইচ্ছাতে হয়
আমি ভয় করিব কাহারে॥
তপস্যার ফল তরে জন্মিছি তোমার ঘরে
আমি কর্ম্মফল প্রদায়িনী।
আমাকে ভাবেন হর যোগী হৈয়া নিরন্তর
হব আমি হরের গৃহিণী॥
মোর শত্রু মিত্র নাই ফল কর্ম্ম অনুযায়ী
দেই আমি যাহারে যেমন।
ইচ্ছায়ে বেহার করি নানা কলেবর ধরি
মায়াতে মোহিয়া ত্রিভুবন॥
সবারি নিকটে থাকি না বুঝে আমার ফাঁকি
অহঙ্কারে ডুবয়ে সংসার।
আমার আমার কয় কেহ কিছু শক্ত নয়
সর্ব্ব দেহে আমার বেহার॥
আমি তোমা ছাড়া নই নিশ্চয় তোমারে কই
তব ভাবে হৈয়াছি বন্ধন।
বল তুমি যাই বন আরাধিব পঞ্চানন
অবিলম্বে আসিব ভবন॥
তুমি উমা যে বলিলা উমা নাম প্রকাশিলা
বশ আমি নিতান্ত তোমার।
দ্বিজরায় বলে সার তুল্য দিতে নাহি আর
কত ভাগ্য সুমেরু সুতার॥

—:*:—

মেনকা গৌরীতে কথা।

(পয়ার)

রাণী বলে মা কহিলা তুমি সারাৎসার।
শিব আরাধেন যোগে চরণ তোমার॥
তব দয়া হৈতে তপ করেন শঙ্কর।
তবে কেন যাবে তুমি আরাধিতে হর॥
কহেন পার্ব্বতী মাতা শুন কহি সার।
সংসার দেখহ শক্তি পুরুষ বিহার॥
ব্রহ্ম আদি করি কীট পতঙ্গ যাবত।
প্রকৃতি পুরুষময় দেখহ তাবত॥
উভয়ের ভেদ নাহি অভেদ সদায়।
সে ভেদ কেমন তাহা বলা নহে যায়॥
লীলার কারণ হয় উভয় আকার।
উভয়ে উভয়ে হয় আনন্দ বিহার॥
সত্ত্ব রজ তম তিন প্রকৃতির গুণ।
অচল অবল জ্ঞান পুরুষ নির্গুণ॥
প্রকৃতি আশ্রয় করি গুণযুক্ত হয়।
আত্মজ্ঞান করি সৃষ্টি স্থিতি করে লয়॥
তিন কর্ম্ম বিনে কর্ম্ম নাহিক সংসারে।
হয় তিন কর্ম্ম দেখ উভয় বিহারে॥
দ্বিবিধ আকার হয় করিতে বিহার।
শুন গো জননী কহি বিশেষ তাহার॥
পুরুষের মূল জ্ঞান শক্তি আরাধন।
সংসারবিহার কিবা নিস্তার কারণ॥

মহামায়া রূপে শক্তি মোহিছে সংসার।
বিদ্যারূপে শক্তি করে ভবার্ণবে পার॥
ব্রহ্মের জানিহ রূপ নিত্যানন্দময়।
প্রকৃতি সংযোগ বিনা আনন্দ না হয়॥
অতএব পুরুষের শক্তি সে প্রধান।
নিস্তার বিহার প্রেম আনন্দের স্থান॥
শক্তির পুরুষ বিনে নাহিক আশ্রয়।
বর্ত্তি না হইলে যেন দীপ না জ্বলয়॥
নিরাশ্রয়ে শক্তি কোথা রহিতে না পারে
পুরুষ আশ্রয়ে শক্তি আনন্দে বিহরে॥
অতএব প্রধান যে আশ্রয় যাহার।
করিতে উচিত হয় সেবন তাহার॥
পতি বিনে বনিতার নাহি অন্য গতি।
ধন ধ্যান গতি মুক্তি প্রাণাধিক পতি॥
জীবনে মরণে পতি গতি বনিতার।
পতি সেবা বিনা আরাধনা নাহি আর॥
আজ্ঞা অনুমতি বিনে কর্ম্ম না করিবে।
অনুগতা হৈয়া সদা নিকটে রহিবে॥
মাতা পিতা দেব ধর্ম্মে পতি সে প্রধান।
পতিপদে সমর্পিবে কায় মন প্রাণ॥
যজ্ঞ ব্রত তপ জপ ভজন পূজন।
সকলের সার সেবা পতির চরণ॥
প্রবঞ্চনা কপটতা হইয়া বিহীন।
পতিসেবা যতনে করিবে রাত্রদিন॥

পতিসেবা বিনে করে অন্য দেবার্চ্চন।
বিফল পাষাণে যেন বীজ আরোপণ॥
অতএব পতিসেবা সকলের সার।
হর আরাধন তরে বাসনা আমার॥
তপস্যাতে মিলে দেখ যে ধন যাহার।
প্রাণের অধিক হয় যতন তাহার॥
মহাদেব আমাকে করেন আরাধন।
আমি আরাধিব সেই শিবের চরণ॥
দোঁহ হব দুজনার তপস্যার ধন।
উভয়ের প্রাণাধিক হইবে যতন॥
আমার কারণ তুমি না ভাবিহ মনে।
হইলে শিবের দয়া আসিব ভবনে॥
গৌরীর কথাতে রাণী স্নেহে মোহ হয়।
তপস্যাতে যাবে উমা জানিল নিশ্চয়॥
প্রাণের অধিক কন্যা স্নেহ অতিশয়।
বারণ করিতে রাণী কহে হিমালয়॥
দ্বিজরায় বলে লীলা করে মহেশ্বরী।
শঙ্করী শঙ্কর জানে শঙ্কর শঙ্করী॥

উমার তপস্যাতে গমন।

(পয়ার)

মেনকা কহেন গিরি শুনহ বিশেষ।
বনে যাইতে চাহে গৌরী সেবিতে মহেশ।
কত মত কহিলাম নাহিয় বারণ।
তুমি নাকি পারহ করিতে নিবারণ॥
গিরি বলে তুমি কিছু না কর বারণ।
যেহি ইচ্ছা হয় তার করেন তেমন॥
দক্ষরাজা কন্যার অপ্রিয় করিছিল।
সেই হেতু তার মহা সর্ব্বনাশ হৈল॥
শুনি রাণী বলে তবে তুমি যাহ সনে।
ভাল দেখি রাখিয়া আসিবে এক বনে॥
এত শুনি গিরিরাজ আইলা আপনে।
পার্ব্বতীর ত্বরা হৈল তপস্যা গমনে॥
গৌরী বনে যাবে শুনি যত পুরবাসী।
ত্বরাত্বরি গিরিপুরে মিলিলেক আসি॥
মেনকা কাঁদিছে হেরি পার্ব্বতীর মুখ।
বাছা মোর বনে যায় বিদরয়ে বুক॥
গৌরী ছাড়া হৈয়া আমি রহিব কেমনে।
প্রাণের নন্দিনী ছাড়ি যায় ঘোর বনে॥
কাঁদিছে উমার শোকে যত পুরনারী।
ছাড়ি যাবে উমা প্রাণ ধরাইতে নারি॥
কাঁদিছে কুমারী সব ভূমে গড়ি যায়।
আমাদিগে ছাড়ি উমা যাইবে কোথায়॥

জনে জনে সান্ত্বনা করেন মহামায়।
স্থির হও ঘরে আমি আসিব ত্বরায়॥
না কাঁদ জননী তুমি আমার কারণ।
দূরে না যাইব আমি আসিব ভবন॥
বালাগণে জনে জনে করেন সান্ত্বনা।
ত্বরায়ে আসিব কেহ না কর ভাবনা॥
কহে জয়া বিজয়া যাইবা উমা বনে।
যাইব তোমার সঙ্গে আমরা দু'জনে॥
ভাল বলি পার্ব্বতী দিলেন অভিপ্রায়॥
সকলে সান্ত্বায় উমা যান তপস্যায়॥
হাতে ধরি জনে জনে হয়েন বিদায়।
কহেন সকলে সদা বুঝাইও মায়॥
মা যেন আমার তরে না করে রোদন।
সর্ব্বদা তোমরা মাকে করিও সান্ত্বন॥
প্রতি জনে সান্ত্বাইয়া করে করে ধরি।
আরাধিতে শঙ্করে গেলেন শঙ্করী॥
সঙ্গে গেলা সখী জয়া বিজয়া দুজন।
ছাড়ি গেলা ঘরে সব রত্ন আভরণ॥
গিরিরাজ চলিলেন পার্ব্বতীর সনে।
রাখিয়া আইলা গৌরী শিবের সদনে॥
কহে কৃষ্ণকিশোর পুরাণ অনুসার।
দয়া করি পূর তারা বাসনা এবার॥

—:•:—

পার্ব্বতীর তপস্যা।

(ত্রিপদী)

কিছু দিন ভগবতী ছিলা যথা পশুপতি
সখী সঙ্গে যান অন্য বন।
কায়মন নিষ্ঠ প্রাণ আরাধেন ত্রিনয়ন
সখীরা করয়ে আয়োজন॥
প্রত্যূষে করেন স্নান মানসে মহেশ ধ্যান
শিবলিঙ্গ করেন গঠন।
সখীরা তোলয়ে ফুল আনে বন ফল মূল
বিল্বদলে করেন পূজন॥
দিনান্তে আহার হয় ফল মূল বিনে নয়
উপবাস করেন কখন।
শঙ্কর ভাবিয়া মনে রাত্রি যায় জাগরণে
শিবমন্ত্র করিয়া জপন॥
মন্ত্র পঞ্চাক্ষর জপ অনেক কঠোর তপ
বাত পত্র করিয়া অশন।
শিশিরে জলেতে বাস বসন্তেতে উপবাস
করি হর করেন ভাবন॥
গ্রীষ্মে অগ্নি চারি পার্শ তার মধ্যে করি বাস
শিব ধ্যান মনন জপন।
বর্ষাকালে নিরাশ্রয় মেঘের বর্ষণ হয়
শরতে করেন অনশন॥
হেমন্তে সলিলাশন শিবনিষ্ঠ সদা মন
উদয়াস্তাবধি অনিবার।

মহা অগ্নিকুণ্ড করি তাহে ঊর্দ্ধবাহু করি
কঠোরের নাহি পারাপার ॥
সুস্থির মানস অতি বাসনা শঙ্কর পতি
আরাধনা দেব মহেশ্বর।
পঞ্চতপা চান্দ্রায়ণ বহুকষ্ট আরাধন
ক্রমাগত দ্বাদশবৎসর ॥
শিব পূজা মন্ত্র জপ অনেক কঠোর তপ
দেখি চমৎকার মানে জন।
ভবানীর তপ যেন কি সাধ্য কঠোর হেন
অন্যে করে হর আরাধন ॥
দ্বাদশ বৎসর পর পার্ব্বতীকে দিতে বর
দ্বিজরূপে দেব পঞ্চানন।
কৃষ্ণকান্তানুজে কয় শিব শিবা দেখা হয়
মায়াবী হইলা ত্রিনয়ন ॥

—:*:—

মহাদেব আগমন।

(ত্রিপদী)

বর দিতেআইলা হর হৈয়া বৃদ্ধ কলেবর
দণ্ড হাতে দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
দেবীর বুঝিতে মন ছলরূপী পঞ্চানন
ধীরে ধীরে করিলা গমন ॥

পাকা দাড়ি চুল ভুরু বক্ষের নিকটে উরু
কুব্জ পৃষ্ঠ মলিন বসন॥
ভগ্নবস্ত্র পরিধান শিরে করি আচ্ছাদন
বামবাহু পৃষ্ঠের উপর।
ঘন অঙ্গ শির কাঁপে করে দণ্ড শির চাপে
তাহে আরো ঘন কাঁপে কর॥
দণ্ডে দশ বার বৈসে কটির বসন খৈসে
টানি টানি পরে বার বার।
ক্ষণে ক্ষণে উঠে কাশ ঘন ঘন বহে শ্বাস
পথে বসি করে হাহাকার॥
ক্ষণে ক্ষণে ধীরে হাঁটে ক্ষণে বা বৈসয়ে বাটে,
মস্তকে আরোপি দুই কর।
ক্ষণে ধীরে চলি যায়, ক্ষণে বা দাঁড়ায়া যায়
কষ্টে শির তুলিতে দুষ্কর॥
ঘন ঘন নাড়ে মুখ আঁঠুর নিকটে বুক
দুই আঁঠু দাড়িতে ঢাকয়।
ধীরে ধীরে দ্বিজবর জরাতুর দণ্ডধর
উপনীত পার্ব্বতী আলয়॥
দ্বিজে দেবী প্রণমিলা বসিতে আসন দিলা
জয়া আসি ধোয়াইল চরণ।
বসি দ্বিজ কুশাসনে টানি ধরি দুনয়নে
মাথাতুলি করে নিরীক্ষণ॥
অতি বৃদ্ধ জরাকায় শ্লথ চর্ম্ম ঝুলে গায়
ভুরুতে ঢাকিছে দুনয়ন।

ক্ষণেক বিশ্রাম পরে, পুছেন পার্ব্বতী তারে
ছলে দেবদেব পশুপতি।
দ্বিজরায় বিরচয়, দুর্গা কথা সুধাময়
কথা হয় মহেশ পার্ব্বতী॥

শিব শিবাতে কথা।

(পয়ার)

আসনে বসিয়া দ্বিজবেশ পশুপতি।
জিজ্ঞাসেন কে তুমি এমন রূপবতী॥
পরম সুন্দরী বুঝি রাজার নন্দিনী।
তিন লোকে নাহি দেখি এমন মোহিনী॥
যুবতী ভুবনধন্যা বনে কি কারণ।
তপস্বিনী হইয়া কর কিবা আরাধন॥
তোমাকে দেখিয়া মোর হইল বিস্ময়।
একালে তোমাকে বনে বাস যোগ্য নয়॥
দ্বিজবাণী শুনি উমা কহেন বিনয়।
ভুবনে গিরীশ মোর পিতা হিমালয়॥
পার্ব্বতী আমার নাম আরাধি শঙ্কর।
দয়া করি বিবাহ করেন মহেশ্বর॥
গালে হাত দিয়া দ্বিজ দেবী পানে চায়।
বলে এ কুবুদ্ধি বল দিল কে তোমায়॥
কি দেখিয়া শিবকে প্রার্থনা কর বর।
সর্ব্বমূল যাহার নাহিক বাড়ীঘর॥

অন্ত নাহি হয় যার কত বা বয়েস।
মহা বৃদ্ধ জরা আরো পাগলের বেশ॥
শ্মশানে বসতি ভূত প্রেত সহচর।
সম্পদ কি কবো আর সদা দিগম্বর॥
ভিক্ষায় আহার ভাঙ্গ ধুতুরা ভক্ষণ।
শিবেতে দেখিছ কোথা বরের লক্ষণ॥
নারীর জীবন মন পতি প্রাণধন।
সুখরস আনন্দ ভোগের সে কারণ॥
ধুতুরা ঠেকিয়া শিব যদি মরি যায়।
তবে বলো তোমার কি হইবে উপায়॥
ছি ছি কি দেখিয়া তুমি চাহ শিব বর।
মোর কথা মানো যাহ জনকের ঘর॥
তুমি হেন রূপবতী নাহিক সংসারে।
শিব পতি হইলে কেন সাজিবে তোমারে
রাজার নন্দিনী তুমি পরমা সুন্দরী॥
উত্তম পাত্রেতে বিহা দিবে যত্ন করি॥
শিবনিন্দা শুনি দেবী ক্রোধ উপজিল।
কাঁপে ওষ্ঠাধর অঙ্গ বিমুখ হইল॥
সখীরে কহেন দূর কর দ্বিজবর।
পাষণ্ড পাপিষ্ঠ মূর্খ না জানে শঙ্কর॥
পুন শিবনিন্দা হেন হয় অনুমান।
কহ কহ দ্বিজে উঠি যায় অন্যস্থান॥
শিবনিন্দা করে যাহ যে করে শ্রবণ
উভয়ে পাপের ভাগী জানিহ কারণ॥

দেবীর দেখিয়া কোপ শুনিয়া বচন।
হাসিয়া স্বরূপ রূপ হইলা পঞ্চানন॥
দ্বিজ কৃষ্ণকিশোর ভাবিয়া নিস্তারিণী।
রচিল পুস্তক দুর্গালীলাতরঙ্গিণী॥

শিব পার্ব্বতীর বরদান।

(পয়ার)

প্রসন্ন মহেশরূপ রাজরাজেশ্বর।
বলেন পার্ব্বতী লহ যেহি ইচ্ছা বর॥
মহাদেব দেখি দেবী প্রণমিয়া কন।
এহি বর বিবাহ করহ পঞ্চানন॥
তথাস্তু বলেন হর কি বর তোমার।
তোমাকে পাইতে যোগ তপস্যা আমার॥
তব বিরহেতে মোর নাহি অন্যজ্ঞান।
তুমি মোর তপ জপ ক্রিয়া কর্ম্ম ধ্যান॥
তব দয়া হৈতে সদা তপস্যা আমার।
দয়া করি বিরহ সাগরে কর পার॥
অপরাধ ক্ষমা করি পূরাও বাসনা।
আর না সঁপিবে মোরে বিরহযাতনা॥
শিবের কাতর ভাবে কহেন পার্ব্বতী।
আমি তব কান্তা তুমি প্রাণাধিক পতি॥
তোমাকে পাইতে পতি হেমন্তের ঘরে।
কন্যা হইয়া জন্মিছি বিবাহ কর মোরে॥

তোমা আমা বিচ্ছেদ না হইবে কখন।
উভয়ে উভয় অঙ্গে হইব মিলন॥
করিব অশেষ ভোগ আনন্দ বিহার।
ভুবন প্রধান সুখ সম্পদ অপার॥
উভয়ে উভয়ে বর নেয়া দেয়া পর।
পুনরপি যোগেতে বসিলা মহেশ্বর॥
করিলা সমাধি পুন হরিল চেতন।
স্থির হৈল কায়মন মুদ্রিত নয়ন॥
পার্ব্বতীর মনে হৈল ব্রহ্মার সাধন।
স্বীকার কৈরাছি হর করিব মোহন॥
যে কালেতে বেদবতী বিধাতার সুতা।
জন্মিছিল সুন্দরী পরম রূপযুতা॥
কামবাণে প্রজাপতি হইয়া মোহন।
ইচ্ছা কৈলা বেদবতী করিতে রমণ॥
কামাতুর দেখি পলাইল বেদবতী।
মৃগী হৈয়া পাছে মৃগরূপে প্রজাপতি॥
তাহাদেখি মহেশ করেন তিরস্কার।
পঞ্চমবদনচ্ছেদ তাহাতে ব্রহ্মার॥
স্থির হৈয়া প্রজাপতি শাঁপিলা মদনে।
লজ্জায়ে সাধিলা মোরে মহেশ মোহনে॥
সেহিকাল প্রতিক্ষণ ভাবি মনে মনে।
সখীসঙ্গে গেলা উমা শিবতপোবনে॥
ইচ্ছা মনে মহেশকে করিতে মোহন।
সখী সঙ্গে রহিলেন শিবের সদন॥

দেবগণে চেষ্টাপায় শিবের চেতন।
বিশেষ শুনহ সবে তাহার কারণ॥
দ্বিজকৃষ্ণ কিশোর ভাবিয়া নিস্তারিণী।
রচিল পুস্তক দুর্গালীলা-তরঙ্গিণী॥

ইতি শ্রীদুর্গালীলা তরঙ্গিণ্যাং পার্ব্বতী-শিব—
আরাধন বিবরণে একাদশঃ তরঙ্গঃ সমাপ্তঃ।

——:০:——

দ্বাদশ তরঙ্গ।

——:০:——

তারকের তপস্যা।

(পয়ার)

তারক অসুর হৈল মহাবলবান।
যতেক অসুর কুল সভাতে প্রধান॥
বিবেচনা করিলেক অসুর দুর্ব্বার।
তপস্যাতে খণ্ডাইব মৃত্যু আপনার॥
উত্তর সাগরতীরে করিল গমন।
মহাকষ্টে করিছে ব্রহ্মার আরাধন॥
ক্রমাগত করে তপ শতেক বৎসর।
তুষ্ট হৈয়া প্রজাপতি দিতে আইলা বর॥
বর লহ তারক ডাকেন পদ্মাসন।
ধ্যান ভঙ্গ হৈল বীর মেলিল নয়ন॥
ব্রহ্মা দেখি প্রণমিয়া করিয়া স্তবন।
প্রার্থনা করয়ে বর অসুর দুর্জ্জন॥
যদি তুষ্ট হৈয়া বর দিবে পদ্মাসন।
বর দেহ মোরে যেন না হয় মরণ॥
হাসিয়া বলেন ব্রহ্মা একি বর হয়।
শরীর ধারণে নহে মৃত্যুর বিজয়॥

জন্ম হৈলে হয় তার অবশ্য মরণ।
শরীরীর নহে হয় মৃত্যুর বারণ॥
উচিত মানিয়া লহ শত্রু একজন।
সে বিনে অন্যের হাতে না হবে মরণ॥
কোনরূপে তারে যদি পারো বধিবার।
সহজে জিনিবে মৃত্যু কে বধিবে আর॥
শুনিয়া তারক মনে করে বিবেচনা।
বুঝা নহে যায় কিছু দেবের মন্ত্রণা॥
অতএব একভার্য্যাব্রত মহেশ্বরে।
বনিতা বিয়োগ তার ভার্য্যা নাহি ঘরে॥
অন্য ভার্য্যা মহেশ না করিবে গ্রহণ।
সমাধি নিপুণ আরো নাহিক চেতন॥
শিবের সন্তান হবে হেন যোত্র নাই।
শিবসুত শত্রু মোর এহি বর চাই॥
পাণিপুটে বিধাতাকে করে নিবেদন।
পত্নীযোগে হয় যদি শিবের নন্দন॥
তাহার বাণেতে হবে আমার মরণ।
তথাস্তু বলিয়া বর দিলা পদ্মাসন॥
বর দিয়া বিধাতা হইলা অন্তর্ধান।
তুষ্ট হৈয়া তারকাক্ষ গেল নিজস্থান॥
মৃত্যুবরে অমর হইল ভাবে মনে।
ক্রমে ক্রমে বিজয় করিল দেবগণে॥
অমরাতে বসতি করিতে করি মন।
সসৈন্যে অমরাবতী করিল গমন॥

ভয়ে দেব সবাসবে কহেন ব্রহ্মায়
সুধাময় দুর্গা কথা কহে দ্বিজরায়।

তারক বধের মন্ত্রণা।

(পয়ার)

সর্ব্ব সৈন্যে তারকের স্বর্গে আগমন।
সবাসবে দেবসবে করে পলায়ন॥
ব্রহ্মলোকে যায় কহে ব্রহ্মার সদন।
আইল তারকাসুর অমরাভুবন॥
তোমার বরেতে প্রভু তার অহঙ্কার।
দেবগণ এসঙ্কটে কিসে হবে পার॥
সৃষ্টিকর্ত্তা তুমি সব সৃজন তোমার।
বিবেচনা করি স্থান দেহ থাকিবার॥
অসুরেক দেহ যদি স্বর্গ অধিকার।
দেবতা থাকিবে কোথা স্থান দেহ তার
অথবা তারকাসুর করহ বিনাশ।
অকণ্টকে দেবতা স্বর্গেতে করে বাস॥
দেবের বিনয় শুনি কহে পদ্মাসন।
তারকবধের হেতু শুন দেবগণ॥
আমি কি শঙ্কর বিষ্ণু কারো বধ্য নয়।
বধিবে তারক হৈলে শিবের তনয়॥
একভার্য্যাব্রতনিষ্ঠ দেব পশুপতি।
হেমন্তের কন্যা হইয়া জন্মিছেন সতী॥

অথনো আছেন তিনি শিবের সদন।
যোগাবলম্বিত শিব করহ চেতন॥
শিবের চেতন হৈলে গৌরী বিহা হয়।
অবশ্য হইবে তবে শিবের তনয়॥
সেহি বীর হইবেক তারকসূদন।
চেতন করিতে হর করহ যতন॥
ইন্দ্র বলে মহাযোগী সমাধিতে মন।
কার সাধ্য আছে করে শিবের চেতন॥
বৃহস্পতি বলে হেতু শুন দেবরাজ।
কামদেব হৈতে সিদ্ধি হবে এই কাজ॥
বিধাতা বলেন ইথে নাহিক সংশয়।
মদন পাইলে চেষ্টা যোগ ভঙ্গ হয়॥
পুন ইন্দ্র বলে চেষ্টা পাইব কেমনে।
অসুর করিল বাস অমরভুবনে॥
সে জানিলে এ কর্ম্ম না হবে কদাচিত।
তাহার উপায় বল যে হয় বিহিত॥
বিধাতা বলেন তাকে পাঠাই ভূতল।
তথাপি হিংসিবে সদা দৈবতা সকল॥
মুচকন্দ মহারাজা অযোধ্যার পতি।
তাকে আনো যুদ্ধ করে অসুর সংহতি॥
দেবকার্য্যে অন্যথা না করিবে রাজন।
বিশেষ ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম করিতে পালন॥
যাবত উৎপত্তি হয় শিবের তনয়।
তাবত করিবে রাজা সমর দুর্জ্জয়॥

যুদ্ধরত থাকিলে না জানিবে কারণ।
তোমরা যতনে কর হরের চেতন॥
ব্রহ্মলোকে রহে দেব ব্রহ্মার কথায়।
অশ্বিনীকুমারে পাঠাইলা অযোধ্যায়॥
প্রজাপতি চলি গেলা তারক সদন।
দুর্গালীলাতরঙ্গিণী কিশোররচন।

——:০:——

তারক পৃথিবীতে যায়।

(পয়ার)

প্রজাপতি অমরাতে করিলা গমন।
উপনীত হইলেন তারক সদন॥
ব্রহ্মাকে তারক দেখি সম্ভ্রমে উঠিল।
দণ্ডবতে বিধাতাকে প্রণাম করিল॥
বসিতে দিলেক দিব্য হেম সিংহাসন।
পাণিপুটে পুছে প্রভু কেন আগমন॥
বসিয়া কহেন বিধি শুনহ তারক।
আমার সৃজন দেখ যত সব লোক॥
স্বর্গপুর দেবতার বসতির স্থান।
তুমি তাহে বাস করো এ কোন বিধান।
মহাবলবান্ তুমি সকল হইতে॥
উচিত শাসন কর থাকি পৃথিবীতে।
যার যেই স্থানে সেই করিয়া বসতি॥

শাসন প্রধান যার যেমন শকতি ॥
বিধাতার বাক্যে বীর সম্মত হইল।
সসৈন্যে অমরা ছাড়ি ভূতলে চলিল ॥
প্রজাপতি আইলেন আপন ভুবন ॥
তারক ভূতলে থাকি হিংসে দেবগণ ॥
প্রত্যহ যোগায় দেবে নানা উপহার।
তারকের ভয়ে চিত্ত কম্পিত সবার ॥
অসংখ্য সেনার পতি তারক দুর্ব্বার।
মহাসুখে রাজ্য করে বৈরী দেবতার
ইতঃপর অযোধ্যার শুন বিবরণ।
কৃষ্ণ কিশোরের মন ভজ পঞ্চানন ॥

অশ্বিনী কুমারের অযোধ্যাগমন।

(পয়ার)

ভূতলে অযোধ্যাপুরী অমরা সমান।
সূর্য্যবংশীরাজাগণ বসতির স্থান ॥
সূর্য্যবংশ মহাবংশ ক্ষত্রিয় প্রধান।
দেবলোকে যে কুলের করেন সম্মান ॥
সূর্য্যবংশ সম কীর্ত্তি নাহিক কাহার।
সঙ্কটে দেবতাগণে করয়ে উদ্ধার ॥
মান্ধাতা রাজার পুত্র মুচকন্দরাজ
কর দেয় পৃথিবীর নৃপতি সমাজ ॥

সাগরান্ত মহীতল করিয়া শাসন।
মহাসুখে রাজ্য করে অযোধ্যা ভুবন॥
অশ্বিনীকুমার হৈয়া দ্বারে অধিষ্ঠান।
দ্বারীকে কহেন কহ ভূপতির স্থান॥
দ্বারী বার্ত্তা জানাইল ভূপতির স্থান।
দেবদূত দ্বারে মহারাজ অবধান॥
শুনি রাজা ত্বরা করি মন্ত্রী পাঠাইলা।
মন্ত্রী সঙ্গে দেবদূত সভাতে আইলা॥
দেখিয়া সম্ভ্রমে রাজা সমাদর কৈলা।
রাজার নিকটে দূত সভাতে বসিলা॥
আদরে পুছেন রাজা আগমন কারণ।
দূত কহে মহারাজ শুন বিবরণ॥
তারক অসুর হৈল দেবের কণ্টক।
দুষ্টতা করয়ে সদা দেবতা হিংসক॥
তুমি কর মহারাজ দেবের রক্ষণ।
তারক সহিত রণে দেব নিমন্ত্রণ॥
শুনি রাজা ভাল বলি করে অঙ্গীকার
প্রাণপণে করিব দেবের উপকার॥
দেব দ্বিজ গো নারী রক্ষণে যদি মরে।
ভুবনে প্রধান সেই ভবার্ণবে তরে॥
দূতে কহে মহারাজ বিশেষ তাহার।
কারো বধ্য নহে দুষ্ট তারক দুর্ব্বার॥
শিবের সন্তানে তারে করিবে সংহার।
আরাধিয়া এইবর লৈয়াছে ব্রহ্মার॥

যোগাবলম্বিত হর নাহিক চেতন।
হেমন্তনন্দিনী আছে শিবের সদন॥
চেতন হইলে হর গৌরী বিহা হয়।
তবে সে উৎপত্তি হবে শিবের তনয়॥
যাবত ইহার চেষ্টা করে দেবগণ।
তাবত তারক সঙ্গে তুমি কর রণ॥
শীঘ্রগতি ব্রহ্মলোকে চলহ রাজন।
তোমাপথ চাহিয়া আছেন দেবগণ॥
অশ্বিনীকুমার বাণী শুনিয়া রাজন।
স্বর্গপুরে চলিষ্ণু হইল ততক্ষণ॥
কৃষ্ণকান্তানুজে কহে ভাবিয়া শঙ্কর।
দুর্গাকথা শ্রবণে যমের নাহি ডর॥

মুচকুন্দ রাজা স্বর্গে যান।

(পয়ার)

স্বর্গে যায় মুচকুন্দ ব্রহ্মার সদন।
পুত্রেতে করিলা নিজ রাজ্য সমর্পণ॥
সুমন্ত্র সারথি ডাকি কহে নৃপবর।
অস্ত্রশস্ত্রে সাজি রথ আনো শীঘ্রতর॥
আজ্ঞায় সারথি আনে রথ সাজাইয়া।
ধনু তূণ অস্ত্র শস্ত্র অনেক তুলিয়া॥
যুদ্ধবেশে করে রাজা রথে আরোহণ।
অশ্বিনীকুমার সঙ্গে স্বর্গে[illegible]ন॥

সারথি চালায় রথ উড়িল গগনে।
উতরিল মুচকন্দ ব্রহ্মার সদনে॥
রথে হৈতে নামি রাজা বন্দে দেবগণ।
সমাদরে দিলা দেবে বসিতে আসন॥
দেবসভা মাঝে রাজা আসনে বসিলা।
রাজা সম্বোধনে বিধি কহিতে লাগিলা॥
শুন রাজা কর এহি দেবউপকার।
যুদ্ধেতে বারণ কর তারক দুর্ব্বার॥
শিবের সন্তানে তাকে করিবে সংহার।
দেবগণে আচরিবে উদ্যোগ তাহার॥
যাবত চেতন পান দেব পঞ্চানন।
যাবত পর্ব্বতসুতা করেন গ্রহণ॥
যাবত উৎপত্তি হয় মহেশতনয়।
তাবত করহ তুমি সমর দুর্জ্জয়॥
শিবসুত হৈতে চেষ্টা জানিলে অসুর।
ক্ষণেকে উদ্যোগ পথ করিবেক চূর॥
গুপ্তমনে থাকিলে না জানিবে কারণ।
নির্ভয় হইয়া দেবে করিবে যতন॥
অসুর অনেক রাজা তুমি একেশ্বর।
কিরূপে করিবে তুমি দুর্ব্বার সমর॥
অতএব দেবগণে দেই এই বর॥
অসুরের রণে তুমি না হবে কাতর॥
ভাল বলি স্বীকার করিয়া রাজা কয়।

দেবশ্রিয়া যারে হয় সহজে বিজয়॥
দেবে প্রণমিয়া রাজা রথে আরোহিলা।
যুঝিতে তারকপুরে গমন করিলা॥
অমরাতে সবাসবে গেলা দেবগণ।
দুর্গালীলাতরঙ্গিণী কিশোর রচন॥

মুচকুন্দে তারকে যুদ্ধ।

(ত্রিপদী)

মুচকুন্দ মহারাজ সরথে যুদ্ধের সাজ
উপনীত তারক ভুবন।
ধনুর টঙ্কার করে শুনয়ে অসুরবরে
মেঘ হেন গর্জ্জে শরাসন॥
শুনিয়া অসুর ধায় রাজাকে দেখিতে পায়
অহঙ্কারে কহে কটুভাষ।
কি শক্তি মানব ছার কেন আলি মরিবার
ধরিয়া লইস্ কালপাশ॥
দেবাসুরে বাদ করে কি কাজ মনুষ্যতরে
প্রজাবিনে রণে যোগ্য নয়।
কার কথা অনুসারে আলি প্রাণ হারাবারে
ফিরি ঘরে যাহ দুরাশয়॥
শুনি রাজা কোপে কয় শুন দুষ্ট দুরাশয়
কুবুদ্ধিতে হিংস দেবগণ।

আসি মোরে দেহ রণ বিনাশিব জনেজন
দূর হবে দেবের হিংসন ॥
অসুর করিব নাশ যদি মনে বাস ত্রাস
দেবগণে লহগা শরণ।
অথবা নাশিব আমি সসৈন্যে অসুরস্বামী
পাঠাইব শমন সদন ॥
শুনিয়া অসুরবর কোপে অতি খরতর
করে সিংহনাদ ঘোরতর।
কোটি কোটি রথ রথী অতিরথী মহারথী
ক্ষণেকে ঘিরিল নরবর ॥
হস্তী ঘোড়া নাহি পার সংখ্যা কে করয়ে তার
পদাতির না হয় গণন।
দৃষ্টিপথ আচ্ছাদন সেনাপূর্ণ অগণন
সাজিয়া তারক দিল রণ ॥
মধ্যে রাজা রথপর মহাবল একেশ্বর
বন মাঝে পর্ব্বত যেমন।
ধনু ধরি হানে বাণ ক্ষণ নাহি অবসান
বিন্ধিয়া পাড়য়ে সেনাগণ ॥
অসুরে হানয়ে শর বর্ষে যেন জলধর
চারিদিক হইতে বরিষণ।
রাজা করি নিবারণ মারয়ে অসুরগণ
কত শত তেজয়ে জীবন ॥
রাজা নহে পরাজয় অসুর নিপাত হয়
দিবানিশি ভঙ্গ নহে রণ।

সসৈন্যে তারক সনে মুচকুন্দ রহে রণে
নিশ্চিন্ত হইলা দেবগণ ॥
নৃপতি দেবের বরে অকাতরে রণ করে
দিবস রজনী কত যায়।
শিবের চেতন তরে দেবে উত্তযোগ করে
রচিল কিশোর দ্বিজরায় ॥

ইন্দ্রালয়ে কামাগমন।

(পয়ার)

পবন পাঠায়ে ইন্দ্র ডাকিলা মদন।
শুনিয়া মকরধ্বজ আইলা ততক্ষণ ॥
কাম দেখি আদর করিয়া মঘবান।
বসিতে আসন দিয়া করিলা সম্মান ॥
বসিয়া কহিছে কাম কহ দেবরাজ।
আজ্ঞাকর সাধন করিব কোন কাজ ॥
ইন্দ্রবলে কাম তুমি প্রধান সবার।
যতনে করহ এক দেব উপকার ॥
বিষম সঙ্কটে পড়িয়াছে দেবগণ।
রক্ষা পাই সবে যদি তুমি কর মন ॥
কাম বলে আজ্ঞা কর করিব সাধন।
আমার অসাধ্য কিবা আছে ত্রিভুবন ॥
মোর ফুলবাণে কেবা হৈতে পারে স্থির।
অনাসে ভেদিতে পারি পাষাণ শরীর ॥

তব বজ্র যে শরীরে ভেদ নহে হয়।
যে দেহে চক্রীর চক্র নহে প্রবেশয়॥
যে দেহে প্রবেশ নহে মহেশের শূল।
সে দেহ ভেদিতে পারি হানি বাণ ফুল॥
ফুলধনু ফুলগুণ ফুল পঞ্চবাণ।
কার সাধ্য সহিবেক আমার সন্ধান॥
মোহিনী বনিতা রতি সখা শশধর।
বসন্ত সামন্ত সেনা কোকিল ভ্রমর॥
মলয় মারুত জান আমার বাহন।
এ সব সম্পদ মোর বিজয় ভুবন॥
বিধি বিষ্ণু মোর বাণ না পারে সহিতে।
আজ্ঞা হৈলে ত্রিভুবন পারি বিমোহিতে॥
অধিক কি কব আর শুন দেবেশ্বর।
মহাযোগী যোগাবলম্বিত মহেশ্বর॥
সমাধি নিপুণ যার নাহিক চেতন।
তাঁহাকে মোহিতে পারি যদি করি মন॥
শুনি ইন্দ্র বলে ধন্য শুন হে মদন।
দেব হিতে এহি কর্ম্ম করহ সাধন॥
তারকের ভয়ে দেবে নাহিক নিস্তার।
রক্ষা পায় হয় যদি শিবের কুমার॥
সতী হেমন্তের কন্যা হৈয়া জন্ম নিয়া।
শিবের নিকটে বাস যোগ প্রতীক্ষিয়া॥
তুমি যদি মহাদেব করহ চেতন।
পার্ব্বতীকে বিবাহ করেন পঞ্চানন॥

তাহাতে উৎপত্তি হবে শিবের তনয়।
তবে সে তারক মরে দেবে ঘুচে ভয়॥
শুনি কাম চমকিল শাঁপ মনে হয়।
বুঝি হৈল ব্রহ্মশাঁপ ফলিতে সময়॥
কহে কাম দেবরাজ শুনহ বিশেষ।
স্বীকার করেছি আমি মোহিব মহেশ॥
কিন্তু বিধাতার শাঁপ আছয়ে আমার।
হর কোপে ভস্ম হব তার কি উপায়॥
বুঝি সেই কাল এই হইল উপস্থিত।
কি করিব অবশ্য করিব দেবহিত॥
ইন্দ্র বলে তব সঙ্গে যাব দেবগণ।
হরকোপে তোমাতরে করিব যতন॥
কামকে আশ্বাস করি ব্রহ্মাকে আনিলা।
সকল বৃত্তান্ত ইন্দ্র বিশেষ কহিলা॥
শুনি বিধি কহে কাম না কর ভাবনা।
তোমাতরে সবে হরে করিব প্রার্থনা॥
আশ্বাসিয়া পুষ্পকেতু করিলা বিদায়।
পরিবারে কাম হর মোহিবারে যায়॥
পশ্চাতে বিধাতা সবাসব দেবগনে।
অন্তরীক্ষে রহিলা শিবের তপোবনে॥
দ্বিজ কৃষ্ণকিশোর ভাবিয়া নিস্তারিণী।
রচিল পুস্তক দুর্গালীলা তরঙ্গিণী॥

———:•:———

শিবের তপোবনে কামাধিষ্ঠান।

(পয়ার)

আইল বসন্ত ঋতু মদনের সনে।
উপনীত হইল মহেশ তপোবনে॥
উদয় হইলা আসি পূর্ণ শশধর।
পরিবারে কাম হাতে ফুল ধনু শর॥
তরু লতা নব নব পল্লবিত হৈল।
পুষ্পিত হইল কত কত মুকুলিল॥
আম্র আম্রাতক আদি হইল মুকুল।
শ্বেত রক্ত নীল পীত ফুটে নানা ফুল॥
কিংশুক কেতকী চাঁপা বকুল কাঞ্চন।
নানাবর্ণে ফুটে রক্ত মল্লিকা রঙ্গণ॥
তপোবনে সরোবরে কুমুদ উৎপল।
ফুটে পদ্ম শ্বেত রক্ত নীল শতদল॥
মলয়া মারুত সুশীতল মন্দ মন্দ।
দশদিক্ আমোদ করিছে পুষ্পগন্ধ॥
লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িছে পতঙ্গ।
উপজিল তপোবনে মদনতরঙ্গ॥
ডাহুকা ডাহুকী খেলে মদনে মাতিয়া।
খঞ্জনী খঞ্জন কত বেড়ায় নাচিয়া॥
রাজহংস হংসী সনে খেলে অনিবার।
জল স্থল ব্যাপী হৈল রমণ বিহার॥

স্থানে স্থানে ময়ূর ময়ূরী ঝাঁকে ঝাঁকে।
পেখন ধরিয়া নাচে কেতু কেতু ডাকে॥
কত শত উড়িফিরে কোকিল কোকিলী।
কুহু কুহু কুহরয়ে মুখে মুখে মিলি॥
নানা ফুলে মধু পিয়ে ভ্রমরী ভ্রমর।
গুন্ গুন্ গুঞ্জরিয়া ফিরে নিরন্তর॥
কত রব পতঙ্গের করি মধুপান।
নানা যন্ত্র বাজে হেন হয় অনুমান॥
লাজ ভয় ঘুচে সব মাতিল মদনে।
স্ত্রী পুরুষে রতি করে আনন্দ মগনে॥
ভাল মন্দ ভদ্রাভদ্র ঘুচিল বিচার।
করে কাম কেলি সবে যে বাসনা যার॥
পশু পক্ষী পতঙ্গ যাবত বৈসে বনে।
মনঃসুখে করে রতি মাতিয়া মদনে॥
দশদিক রতি বিনে নাহিক বিহার।
শুষ্ক কায়ে উপজয় কামের সঞ্চার॥
যে দিকে চলয়ে দৃষ্টি রতি যুক্ত সব।
শিবতপোবনে হয় রতি মহোৎসব॥
সাক্ষাতে মন্মথ রতি পরিবার সনে।
কার সাধ্য স্থির হয় রতি বিহারণে॥
মহেশের কিঞ্চিৎ নাহিক বাহ্যজ্ঞান।
স্থির কায় মন প্রাণ মুদ্রিত নয়ান॥
এতমতে চেতন না হৈল শূলপানি।
জয়া বিজয়ার সঙ্গে হাসেন ভবানী॥

হরের চেতন নহে দেখিয়া মদন।
আগু হৈল হাতে ধরি ফুল শরাসন॥
বিনাশ সময়ে বিপরীত বুদ্ধি হয়।
পতঙ্গ পাবকে পড়ে দ্বিজ রায় কয়॥

——:০:——

শিবের যোগ ভঙ্গ।

(পয়ার)

চেতন না হৈলা হর দেখিয়া মদন।
হাতে ফুল বাণ গুণ ফুল শরাসন॥
আগু হৈতে নিষেধ করিয়া রতি কয়।
এ হেন দুষ্কর প্রভু করিতে না হয়॥
মহাযোগী যোগেশ্বর দেব পঞ্চানন।
দেখ যেন তেজপুঞ্জ প্রচণ্ডতপন॥
ইহাকে মারিলে বাণ ভাল না হইবে।
মোর মনে হয় ইথে প্রমাদ ফলিবে॥
কাম বলে তাহাতে কি ভাবনা তোমার।
করিব দেবের কার্য্য করেছি স্বীকার॥
এত বলি গেল কাম শিব সন্নিধান॥
উরু চাহি হানে বাণ পূরিয়া সন্ধান॥
বাণাঘাতে কিঞ্চিত সরস জ্ঞান হয়।
আর বাণ কাম শিব কটিতে মারয়॥
সে বাণে হইল মন অধিক চালন।
বাহুমূলে দুইবাণ করিল ক্ষেপন॥

বাণাঘাতে রোমাঞ্চ হইল কলেবর।
প্রফুল্লমানস হৈলা শিব যোগেশ্বর॥
আর বাণ হৃদয়ে হানিল ফুলশর।
ইন্দ্রিয় উদ্গাম হৈল ভাবেন শঙ্কর॥
কি কারণে এমন হইল মোর মন।
নয়ন মেলিয়া করিছেন নিরীক্ষণ॥
দেখিলা সমুখে কাম হাতে ফুলশর।
কাণ দেখি কোপ হৈল ত্রিদেশ ঈশ্বর॥
ললাট নয়নে উপজিল হুতাশন।
প্রজ্বলিত অগ্নি ক্ষণে ঘিরিল মদন॥
রক্ষ রক্ষ বলি দেবে করে হাহাকার।
না কর না কর হর কামকে সংহার॥
বিনা কামে সৃষ্টি নাহি জানি পদ্মাসন।
ধনু গুণ বাণ জীব করিল হরণ॥
বায়ুতে কামের জীব করিলা স্থাপন।
এই হৈতে হইলেক অনঙ্গ মদন॥
বায়ুদেহে কামদেব করেন ভ্রমণ।
যেখানে বায়ুর গতি সেখানে মদন॥
শিব কোপানল মহাপ্রচণ্ড জ্বলিল।
কামের শরীর পুড়ি ভস্মরাশি হৈল॥
কাম দহি জ্বলে অগ্নি মহাচমৎকার।
ব্রহ্মা দেখিছেন সৃষ্টি করে ছারখার॥
শিবে প্রণমিয়া বিধি নিয়া হুতাশন।
দক্ষিণ সমুদ্র জলে করিলা স্থাপন॥

সেহিত বাড়বানল আছয়ে সাগরে।
অদ্যাপি উঠিছে শিখা শ্রীচন্দ্রশিখরে॥
জলেতে জলয়ে অগ্নি আছে বিদ্যমান।
আহুতি দহিছে অগ্নি যাহা কর দান॥
না দিলে না দহে অগ্নি রাখ যদি জলে।
নির্ব্বাণ না হয় কভু দিবানিশি জ্বলে॥
দ্বিজ কৃষ্ণ কিশোর করিল বিরচন।
পতির মরণে রতি করিছে রোদন॥

রতির করুণা।

(ত্রিপদী)

কামশোকে কাঁদে রতি কোথা গেলা প্রাণপতি
দুঃখিনীরে করি একাকিনী।
সাধিলা দেবের কাম আমাকে হইলা বাম
ছাড়ি গেলা করি অনাথিনী॥
নারীর জীবন পতি বিনে নাহি অন্য গতি
হায় প্রাণ বিদরে আমার।
পতিবিনে কেবা আছে দাঁড়াইব কার কাছে
ভুবনে নাহিকো কেহ আর॥
যথা গেলা প্রাণনাথ আমাকে করহ সাথ
এ অধিনী চাহ একবার।
কিবা মনোহর রূপ ভুবন মোহন রূপ
হেন রূপ কে দেখিছে আর॥

কি হইল হায় হায় বুক মোর ফাটি যায়
নহে সহে এ শোক দারুণ।
একের কপালে রহে আরের কপাল দহে
আগুনের কপালে আগুন॥
শুন ওহে দেবরাজ সাধিলা আপন কাজ
আমার করিলা সর্ব্বনাশ।
এহি কি দেবের ধর্ম্ম যাহাতে সাধয়ে কর্ম্ম
তার করে জীবন বিনাশ॥
আহা ও মুখের হাসি অমিয়া সাগরে ভাসি
আর না হেরিব এ নয়নে।
পতি বিনে মিছানারী এ শোক সহিতে নারি
কিবা কাজ এছার পরাণে॥
শুন অহে দেবনাথ আমাকে পতির সাথ
পাঠাও দহিয়া হুতাশনে॥
দেহ অগ্নিকুণ্ড করি প্রবেশিয়া আমি মরি
বৃথা প্রাণ পতির বিহনে॥
রতি ভূমিতলে পড়ি কান্দে করি গড়াগড়ি
জলধারা বহে দুনয়নে॥
আউলাইলা কেশপাশ, আলু থালু হৈল বাস
দুই হাতে বুক শির হানে॥
রতির দেখিয়া শোক বাক্যহীন দেবলোক
অবাক্ হইলা শচীপতি।
রত্নমণিপতি ভাষে বিধাতা আসিয়া পাশে
আশ্বাসিয়া সান্ত্বায়েন রতি॥

রতিকে সান্ত্বনা।

(পয়ার)

প্রজাপতি বলে রতি না কান্দিহ আর।
স্থির হও পুন পতি মিলিবে তোমার॥
বিনা কামে কোনরূপে সৃজন না হয়।
এখন রহিল কাম বায়ুর আশ্রয়॥
এই দেখ মোর স্থানে ফুলধনু বাণ।
অনঙ্গ হইয়া আছে মদনের প্রাণ॥
সম্প্রতি থাকহ তুমি ইন্দ্রের ভবন।
অবশ্য তোমার পতি পাইবে জীবন॥
পার্ব্বতী শঙ্করে বিহা হইবে যখন।
বিবাহে যাইবে সবাসবে দেবগণ॥
তুমিহ যাইহ তথা ইন্দ্রের সহিত।
আমিহ যাইব শিবে কহিব বিহিত॥
বিবাহআনন্দ শিবে হইবে যখন।
তোমাকে সহিতে সবে করিব স্তবন॥
আশুতোষ মহাদেব দেব দয়াময়।
পুনরপি মদন হইবে দেহাশ্রয়॥
সন্দেহ না কর রতি স্থির কর মন।
ইন্দ্রসঙ্গে যাহ রহ অমরা ভুবন॥
বিধিবাণী শুনি রতি শান্ত করি মন।
অমরাতে রহে পতি করিয়া চিন্তন॥
রতি সনে অমরাতে গেলা মঘবান।
ব্রহ্মা আদি দেব গেলা যথা যার স্থান॥

ইতঃপর কামেতে মোহিত পঞ্চানন।
দুর্গালীলা তরঙ্গিণী কিশোর রচন॥

শিব মোহন।

(পয়ার)

কামদেহ পুড়িয়া হইল ভস্মময়।
চিতাভস্ম দেখি শিব আনন্দ হৃদয়॥
দুই হাতে তুলি ভস্ম করেন লেপন।
অখণ্ড বিভূতিতে ভূষিত পঞ্চানন॥
কামদেহভস্মে শিব লেপিয়া শরীর।
কামবাণবিষজালে হইলা অস্থির॥
কামেতে মোহিত চিত্ত চারিদিকে চান।
সমুখে হেমন্তসুতা দেখিবারে পান॥
আকুল হইয়া কহিছেন পঞ্চানন।
কে তুমি সুন্দরী মোরে দেহ আলিঙ্গন॥
কামানলে দহে প্রাণ বিকল শরীর।
আলিঙ্গন দিয়া মোর প্রাণ কর স্থির॥
শুনি উমা কহেন কি কহ অনুচিত।
দেবের দেবতা তুমি ত্রিলোক পূজিত॥
তাহে হেন অবিহিত কহ কি কারণ।
বিবাহরহিতা আমি চাহ আলিঙ্গন॥
একি কালে জ্ঞান না কি হরিল তোমার।
গম্যাগম্য কিছু মনে না কর বিচার॥

একভার্য্যাব্রত কর ভুবনে প্রকাশ।
তাহে হেন কহ কি হইল বুদ্ধিনাশ॥
দারা গ্রহণেতে যদি ছিল তব মন।
তবে কেন কাম অঙ্গ করিলে দহন॥
বিনা কামে বনিতাতে কোন প্রয়োজন।
শুনিয়া লজ্জিত হৈলা দেব পঞ্চানন॥
জানিলেন এবেনো সামান্য মেয়ে নয়।
জিজ্ঞাসেন কেবা তুমি দেহ পরিচয়॥
কি কারণে বনে বাস কি করিয়া মন।
শুনিয়া কহেন উমা শুন পঞ্চানন॥
আমি সতী দক্ষালয়ে তেজি কলেবর।
কন্যা হইয়া জন্মিয়াছি হেমন্তের ঘর॥
তোমার তপের ফল পূরিতে কারণ।
বিবাহ করিয়া মোরে করহ গ্রহণ॥
আমি আরাধিতে তুমি মায়া কৈরাছিলা।
তাহার বিহিত ফল বুঝিয়া পাইলা॥
শুনিয়া কহেন হর তুমি যদি সতী।
পূর্ব্বরূপ হও দেখি স্থির হৌক মতি।
যেরূপে করিলা দক্ষযজ্ঞ বিনাশন।
দয়া করি সেইরূপে দেহ দরশন॥
শুনি দেবী সেইরূপ হৈলা ততক্ষণ॥
নবজলধরতনু দলিত অঞ্জন॥
চতুর্ভুজ খড়্গ মুণ্ড বরাভয় কর।
আপাদলম্বিত কেশ নিন্দিত চামর॥

মুণ্ডমালা গলে কটীতটে করজাল।
দিগম্বরী রক্ত তিন নয়ন বিশাল॥
শবে গাঁথা শব দুই কর্ণের কুণ্ডল।
কিরিটী মুকুট ঠেকে গগনমণ্ডল॥
করালবদনা লোলরসনা বদনে।
প্রকাশ দশনপাতি ঈষদ হসনে॥
মহাভয়ঙ্করী ভীমা দেখিয়া নয়নে।
শবরূপ হৈয়া শিব পড়িলা চরণে॥
হৃদয় উপরে পদ করিয়া ধারণ।
অচল নয়নে রূপ করে দরশন॥
অন্যরূপ হৈয়া শিব সমুখে দাঁড়ায়া।
বিনয় করিয়া স্তুতি করেন অভয়া॥
দ্বিজকৃষ্ণ কিশোর ভাবিয়া নিস্তারিণী।
রচিল পুস্তক দুর্গালীলা তরঙ্গিণী॥

মহাদেব স্তব করেন।

(চামর ছন্দ)

নমামি নীল নবীন নীরদকান্তি রূপিনী।
অপার পার ভার যারে তার সারদায়িনী॥
ত্রিপুরা তারা সারাসার আর কার মহিমা।
রূপের সীমা নাহি ভীমানন্তানন্ততে সীমা॥
কে জানে মর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্ম কারিণী।
অশেষ ভোগ যোগাযোগ রোগ শোক হারিণী॥

তুমি সে মোক্ষ নাগুলক্ষ শত্রুপক্ষমর্দ্দিনী।
ত্রিগুণা গুণনিপুন সগুণাগুণবর্দ্ধিনী॥
কৃতান্ত ভ্রান্ত শান্তকর্ত্তা হর্ত্তা ভর্ত্তা আপনি।
জনক লোক জন্ম জরা মৃত্যুহরা জননী॥
মোহিনী-মোহপাশনাশ গর্ভবাসহারিণী।
করুণা কর ভ্রান্তি হর পরাপর পাবনী॥
করালী কালী মুণ্ডমালী শশীভালী কালিকা
নৃমুণ্ড মুণ্ডমাল ভাল করজাল ধারিকা॥
পরমা শক্তি ভুক্তি মুক্তি জ্ঞানভক্তিদায়িনী।
কৃপাণ বাণ খরশান পানপাত্র ধারিণী॥
জননী জয়া জায়া মায়া মহামায়া রূপিনী।
অবিদ্যা বিদ্যা সাধ্যাসাধ্য সর্ব্বারাধ্য সাধিনী
কুসঙ্গ সঙ্গ ভঙ্গকর্ত্রী সাধুসঙ্গসঙ্গিনী।
অনঙ্গ অঙ্গ ভঙ্গী রঙ্গী রাগরঙ্গ রঙ্গিনী॥
সকল মূল স্থূল সূক্ষ্ম তুমি দিন যামিনী।
করুণা কর কাতর কিঙ্করে কাল কামিনী॥
স্তবনে তুষ্ট কহেন শঙ্করে দেবী ভবানী।
যাচহ বর লহ হর ইচ্ছা কর যে মানিণ॥
কহেন হর যদি বর দিবে কৃপালয়নে।
করিয়া দয়া হৈয়া জায়া স্থির কর এজনে॥
তথাস্তু বলি ক্ষনেকে হরিয়া রূপ কালিকা।
হইলা রূপ অপরূপ-রূপা গিরি বালিকা॥
মহেশ কায় শবকায় মিলিলেক আসিয়া
বিনয়বাণী শূলপানি কন বর পাইয়া॥

কহিছে কৃষ্ণ-কিশোর করুণা কর অভয়া।
মোহের পাশ কর নাশ হৈয়া দীনে সদয়া॥

শিবাশিবে কথা।

(পয়ার)

কহেন মহেশ শুন হেমন্তনন্দিনী।
তুমি দক্ষসুতা সতী গুণপ্রকাশিনী॥
তোমার কারণ আমি করি যোগ ধ্যান॥
যজন মনন মোর তুমি ধ্যান জ্ঞান॥
দেহ তেজি যদবধি তোমার গমন।
তদবধি করি আমি তোমা আরাধন॥
পুন যদি তুমি হিমালয়ে জন্ম নিলা।
কৃপা করি হও তবে আমার মহিলা॥
কামভস্ম অঙ্গ মোর করিছে দাহন।
শীতল করহ মোরে দিয়া আলিঙ্গন॥
কহেন পার্ব্বতী প্রভু স্থির কর মন।
জন্মিয়াছি হিমালয়ে তোমার কারণ॥
কিন্তু রাজসুতা আমি বিবাহ রহিত।
শরীর ধারণে হয় বিবাহ উচিত॥
তোমাকে পাইতে পতি তপস্যা আমার।
না পারি তোমার আমি আজ্ঞা লঙ্ঘিবার॥
বিবাহ করিয়া মোরে করহ গ্রহণ।
সর্ব্বভাবে তব পদ করিব সেবন॥

বিচ্ছেদ না হবে আর তোমার সহিত।
তোমার অধিনী আমি জানিহ নিশ্চিত ॥
পিতাকে সম্বাদ দেহ উচিত বিধান।
পিতা মোরে তোমাকে করিবে সম্প্রদান
শুনি মানি শূলপানি স্থির করি মন।
পার্ব্বতী ভাবিয়া কৈল কৈলাশে গমন ॥
জয়া বিজয়ার সঙ্গে নগেন্দ্রনন্দিনী।
চলিলা হেমন্তপুরে মহেশভাবিনী ॥
সর্ব্বেশ্বরীসুতে কহে দুর্গার বিহার।
শুনিলে অনাসে হয় ভবার্ণবে পার ॥

পার্ব্বতী হিমালয় যান।

(পয়ার)

তপোবন হৈতে ঘরে পার্ব্বতী আইলা।
জনকজননীপদে প্রণাম করিলা ॥
হিমালয় কন্যা দেখি আনন্দিত মন।
মেনকা পাইল যেন অন্ধের নয়ন ॥
যতনে মেনকা উমা তুলি নিল কোলে।
শত শত চুম্ব দিছে বদন কমলে ॥
পরায় যতনে দিব্য বস্ত্র আভরণ।
বিভূতি মুছিয়া দিল সিন্দূর চন্দন ॥
দূর কৈল যত ছিল তপস্বিনীবেশ।
তৈল আমলকী দিয়া মুক্ত কৈল কেশ ॥
নানা উপহারে রাণী করায় ভোজন।
অচল নয়নে করে অঙ্গ নিরীক্ষণ ॥

জয়া বিজয়ারে দিলা বস্ত্র আভরণ।
যতনে দিছেন রাণী প্রেম আলিঙ্গন॥
তোমরা বাছার মোর করিছ পালন।
তোমাদের গুণ যত না যায় শোধন॥
গিরি গিরিরাণী দোঁহে প্রণাম করিলা।
বনের বৃত্তান্ত সব বিশেষ কহিলা॥
শুনি গিরিরাজা রাণী আনন্দ অপার।
অশেষ বিশেষ দোঁহে কৈল পুরস্কার॥
পুরবাসী শুনিল পার্ব্বতী আইলা ঘরে।
নিজ নিজ কর্ম্ম ছাড়ি চলিলা সত্বরে॥
বালিকা যুবতী বৃদ্ধা যত নারীগণ।
রাজপুরে আসিলা মিলিয়া সর্ব্বজন॥
পার্ব্বতী দেখিয়া সবে আনন্দ অপার।
আশীর্ব্বাদ করে কেহ করে নমস্কার॥
কেহ কোলে নিয়া করে বদন চুম্বন।
আনন্দে করয়ে কেহ অঙ্গ নিরীক্ষণ॥
পার্ব্বতী করেন কারো চরণ বন্দন।
চারিদিকে ঘিরিল যতেক সখীগণ॥
কেহ হাত ধরে কেহ প্রণমে চরণে।
সন্তোষ করেন উমা মিষ্ট আলাপনে॥
সবে বলে উমা তুমি গেলা যে হইতে।
সেই হৈতে আমাদের সুখ নাহি চিতে।
গিরিরাণী সকলকে করয়ে আদর।
পুন গিরিপুর হৈল আনন্দ নগর॥

ঘর হৈলে গৃহ নয় গৃহিণী যে গৃহ হয়
পুরুষার্থ যাহার আশ্রয়।
আমার গৃহিণী নাই বল কার মুখ চাই
ভবন লাগয়ে শূন্যময়॥
মোর সঙ্গে সঙ্গী যত সকলি আমারি মত
তুল্য মোর ভবন কানন।
বহু ধন জন থাকে গৃহিণী না থাকে যাকে
গৃহশূন্য বলে সর্ব্বজন॥
জায়া আছে যার ঘরে অশেষ সেবন করে
সতত আনন্দ তার মন।
মাতা পিতা বন্ধু ভাই দেখ মোর কেহ নাই
বিবাহের কে করে যতন॥
বিশেষ কামের কায় এহি দেখ মোর গায়
ভস্মগুলি দহিছে দারুণ।
তোমরা করিলে মন এ দুঃখের নিবারণ
হৈতে পারে হইলে নিপুণ॥
হেমন্তশিখরসুতা সর্ব্বরূপগুণযুতা
তেমন না দেখি কোন স্থানে।
সবে কহ হিমালয় যদি সে সম্মত হয়
কন্যাটী আমারে দেয় দানে॥
বুঝায়া কহিবে তারে যে মতে ঘটিতে পারে
মোর হিতে কর এহি কাম।
মোর ঘুচে গৃহশূন্য তোমাদের হয় পুণ্য
ভুবনে ঘুষিবে যশোনাম॥

শিববাণী শুনি সবে বলেন এ কার্য্য হবে
আমরা হেমন্তপুরে যাই।
হিমালয় মেনকারে কহিলে হইতে পারে
এটা যেন অনুমানে পাই॥
চলিলেন মুনিগণ প্রণমিয়া পঞ্চানন
দুর্গা বলি হেমন্ত ভবন।
বিরচিল দ্বিজ রায় মুনিরা হেমন্তে যায়
দাঁড়ায়া দেখেন পঞ্চানন॥

সপ্ত ঋষি হেমন্তে যান।

(পয়ার)

সভাঘরে সভাতে বসিয়া গিরিরাজ।
সারি সারি বসিয়াছে মন্ত্রী সমাজ॥
শিখরনিবাসী যত প্রজাগণ আসি।
বাহিরে প্রণাম করে মনে ভয় বাসি॥
করপুটে সকলে রাজার মুখ চায়।
কার্য্যকরে রাজার বুঝিয়া অভিপ্রায়॥
কত শত দাঁড়ায়াছে সেবক কিঙ্কর।
আজ্ঞা বিনে কারো মুখে না সরে উত্তর॥
বিভব বিস্তার করি বসিছে রাজন।
হেন কালে সভাতে আইলা মুনিগণ॥
মুনি দেখি সভাসনে উঠিয়া দাঁড়ায়।
ভক্তি করি প্রণমিলা মুনিগণ পায়॥

যথাযোগ্য আসনে বসিলা মুনিগণ ।
বিনয়ে গিরীশ পুছে গমন কারণ ॥
কহেন নারদ মুনি শুন মহারাজ ।
পূর্ব্বে কহিয়াছি আমি কর সেই কাজ ॥
দেবগণে মহাদেব করিল চেতন ।
অথন করহ শিবে কন্যা সমর্পণ ॥
ও শক্তি শিবের বিনে আর কারো নয় ।
জগতজননী জয়া জানিহ নিশ্চয় ॥
জগন্মাতা জগৎপিতা স্থানে কর দান ।
তিন লোকে কে তোমা সমান ভাগ্যমান ॥
সর্ব্বতত্ত্ব জান তুমি কি আর কহিব ।
বিবাহের অভিপ্রায় করিছেন শিব ॥
গিরিবলে ইতোধিক কি ভাগ্য আমার ।
দেবের দেবতা শিব ত্রিলোকের সার ॥
তাঁহাকে অর্পণ কন্যা বড় ভাগ্যোদয় ।
মূল ভবিতব্য যদি ঘটিয়া উঠয় ॥
কিন্তু এক নিবেদন শুন মহাশয় ।
বিবাহবিহিত কথা কহিবার হয় ॥
মহাযোগী মহেশ্বর দেব পঞ্চানন ।
যোগাবলম্বিত হৈলে না থাকে চেতন ॥
তারকের ভয়ে ভীত হৈয়া দেবগণ ।
করিল চেতন করি অনেক যতন ॥
আর বার যোগে যদি মন হয় শিবে ।
তবে এত যত্নে কেবা চেতন করিবে ॥

মুনি বলে মিছা কেন ভাবহ রাজন।
ত্রিলোক সাধন করে যাহার চরণ॥
তাহার সাধন ধন বল কোন জন।
সতীর কারণ শিবে যোগাবলম্বন॥
সেই সতী তব সুতা শিব যদি পান।
তবে আর কার তরে করিবেন ধ্যান॥
রাজা বলে কন্যাকর্ত্তা জনক জননী।
রাণীকে বুঝায়া কথা বলহ আপনি॥
শুনিয়া নারদ গেলা রাণীর সদন।
মুনি দেখি আসি রাণী বন্দিলা চরণ॥
বসিতে আসন দিয়া দাঁড়ায়া সমুখে।
বামহাতে বসন ঝাঁপিয়া অধোমুখে॥
মুনি বলে মহারাণী শুনহ বিশেষ।
উমার সম্বন্ধ করি সহিতে মহেশ॥
মহারাজে কহিলাম হৈল অভিপ্রায়।
জিজ্ঞাসিতে পাঠাইলা কি মত তোমায়॥
রাণী বলে কন্যা হৈলে বিহা দিতে হয়।
রাজার যে মত হয় সে কি মোর নয়॥
কিন্তু মোর কন্যাটী পরম রূপবতী।
তার মত রূপ গুণ যুক্ত হয় পতি॥
শ্বশুর শাশুড়ী থাকে ননদী দেবর।
সম্পদ সম্মানবান ভরাপূরা ঘর॥
মুনি বলে তিন লোকে করিছি বিচার।
শিব বিনে যোগ্য বর না মিলে উমার॥

নিশ্চয় জানিহ রাণী কন্যাটী যেমন ।
তাহার উচিত পতি মহেশ তেমন ॥
জামাতা দেখিয়া পাছে ভুলে তব মন ।
হাসিলা মেনকা মুনি করিলা গমন ॥
রাজাকে আসিয়া সব বিশেষ কহিলা ।
দিবস সুস্থির কর হেমন্ত বলিলা ॥
আমার সকল কথা কহ পঞ্চাননে ।
দিবস সুস্থির তত্ত্ব দিবেন আপনে ॥
কহিলাম শিবে কন্যা করিব অর্পণ ।
মূল ভবিতব্য ভবে থাকয়ে যেমন ॥
গিরিতে বিদায় নিয়া চলে মুনিগণ ।
দুর্গালীলাতরঙ্গিণী কিশোর রচন ॥

শিব বিবাহের সম্বন্ধ ।

(পয়ার)

কৈলাসেতে পঞ্চানন কামপূর্ণকায় ।
চঞ্চল নিতান্ত সদা বিবাহ ইচ্ছায় ॥
ক্ষণে উঠি ক্ষণে বসি ক্ষণে পথ চান ।
হিমালয়ে মুনিগণ যে পথে পয়াণ ॥
হেন কালে নিকটে আইলা মুনিগণ ।
সত্বরে প্রণমে আসি শিবের চরণ ॥
আইস আইস বৈস বৈস জিজ্ঞাসেন হর
কি বলিল গিরিরাজ কহ শীঘ্রতর ॥

মুনিগণে কহে গিরি করিছে স্বীকার।
বিবাহ দিবেক কন্যা সন্দে নাহি তার॥
দিবস সুস্থির করি দেহ সমাচার।
বরবেশে চল তথা বিহা করিবার॥
মহেশ বলেন দিন করহ বিচার।
মুনি বলে বৈশাখে উত্তম গুরুবার॥
শুক্লপক্ষ পঞ্চমী রোহিণী দোষহীন।
বিবাহ উচিত প্রভু উত্তম এদিন॥
মহেশ বলেন ভাল কহগা রাজনে।
সমর্পণ করে কন্যা লগ্ন শুভক্ষণে॥
শুনি মুনি নারদ গেলেন হিমালয়।
হেমন্তে কহিলা বিহা দিবস নির্ণয়॥
গিরি বলে পূর্ব্বদিন এথা অধিষ্ঠান।
হইলে উত্তম হয় বিবাহ বিধান॥
মুনি বলে সেই হবে কর আয়োজন।
পুন মুনি উপনীত মহেশ সদন॥
গিরিবাণী মহেশে কহিলা নিবেদন।
বিহা পূর্ব্বদিন অধিষ্ঠান বিবরণ॥
কিন্তু প্রভু আর এক করি নিবেদন।
ত্রিলোকে আরাধে প্রভু তোমার চরণ॥
তব পরিবার সব ভৈরব বেতাল।
মহা ভয়ঙ্কর সঙ্গ কঠিন করাল॥
এই সঙ্গ সঙ্গে যদি যাবেন আপনে।
দেখিয়া পাইবে ভয় গিরিপুরজনে॥

অতএব সর্ব্বদেব কর নিমন্ত্রণ।
সমারোহ করি যাহ উচিত যেমন॥
মহেশ কহেন কহ ব্রহ্মা নারায়ণে।
বরযাত্র হৈতে সর্ব্ব দেবগণ সনে॥
শিবে প্রণমিয়া গেলা ব্রহ্মার সদন।
প্রণমিয়া নারদ করেন নিমন্ত্রণ॥
শুন পিতা বৈশাখে পঞ্চমী গুরুবার।
নিমন্ত্রণ হিমসুতা শিবের বিহার॥
শুনি তুষ্ট প্রজাপতি নারদে কহিলা।
ভাল ভাল বাছা সুমঙ্গল তত্ত্ব দিলা॥
অব্যাহতগতি তুমি কহ দেবগণে।
ইন্দ্র আদি নারায়ণ দেব জনে জনে॥
যে শুনিবে সেই দেবে মহানন্দ পাবে।
বিবাহে শিবের সঙ্গে সর্ব্বদেব যাবে॥
ব্রহ্মার আজ্ঞায়ে মুনি নারদ চলিলা।
সর্ব্বদেবে শিবের বিবাহ তত্ত্ব দিলা॥
বিবাহে যাইতে সবে আনন্দিত মন।
সসম্পদে পরিবারে যত দেবগণ॥
দ্বিজ কৃষ্ণকান্তানুজে করিল রচন।
হিমালয়ে হইয়াছে বিবাহ আয়োজন॥

পার্ব্বতীবিবাহের নিমন্ত্রণ।

(পয়ার)

পঞ্চপুত্র ডাকিলেন পর্ব্বত রাজন।
আসিয়া প্রণমে সবে পিতার চরণ॥
রাজা বলে শুন বাছা মৈনাক সুনাক।
পিনাক বিনাক আর শুনরে ধিনাক॥
পার্ব্বতীর বিবাহের কর আয়োজন।
গিরি গিরিবাসী সব কর নিমন্ত্রণ॥
যে আজ্ঞা বলিয়া চলে পঞ্চ সহোদর।
মন্ত্রী পরিবার ডাকি কহিলা সত্বর॥
যতনে সকলে মিলি হইয়া তৎপর।
বিবাহের আয়োজন কর শীঘ্রতর॥
বহু সমারোহ হবে বহু আগমন।
বিবেচনা পূর্ব্বক করিবে আয়োজন॥
কোন মতে কোনো বিধে ত্রুটি যদি হয়।
দণ্ড্য বধ্য যোগ্য তবে হবে সুনিশ্চয়॥
সর্ব্বকার্য্যে জনপদ করি নিয়োজন।
গিরিগণে নিমন্ত্রিতে গেলা চারিজন॥
মৈনাক আপনে গেলা মাতামহালয়।
মাতামহ মাতামহী আনিবারে হয়॥
সুমেরুকে মৈনাক প্রণমে ভূমিগত।
সুমেরু জিজ্ঞাসে কহ কেন সমাগত॥
কুশল মঙ্গল কহ কন্যা জামাতার।
ভাল আছ পাঁচভাই ভগিনী তোমার॥

মৈনাক কহেন সব তোমার চরণ।
আশীর্ব্বাদে কল্যাণে আছেন সর্ব্বজন॥
পার্ব্বতীবিবাহ হবে শিবে সমর্পণ।
দৌহিত্রীর বিবাহেতে করেন গমন॥
সুমেরু কহেন এতো আহ্লাদ আমার।
এহি ক্ষণে আমাকে উচিত যাইবার॥
কিন্তু ঠেকিয়াছি আমি বিষম বিবাদে।
গেলে এথা কি জানি বৈরীতে বাদ সাধে॥
প্রবল প্রচণ্ড বাদী দেবতা পবন।
ভাঙ্গিতে আমার শৃঙ্গ তার প্রাণপণ॥
অনেক বৎসর হৈল পাইতেছে শ্রম।
তৃণ উৎপাটনে না হইল পরাক্রম॥
বিবাহেতে গেলে শৃঙ্গ সে যদি ভাঙ্গয়।
তবেত আমার মৃত্যুতুল্য লজ্জা হয়॥
অতএব এহিক্ষণে আমি যাইতে নারি।
বিবাহ দিবসে যাব যদি যাইতে পারি॥
মাতামহী তোমার লইয়া চল ঘর।
আমার যাওয়ার কথা নহে স্থিরতর॥
মৈনাক কহিছে আমি পুনশ্চ আসিব।
আপনে না গেলে মনে দুঃখিত থাকিব॥
প্রণমিয়া মৈনাক গেলেন অন্তঃপুর।
মাতামহী প্রণমিলা ভকতি প্রচুর॥
কনকা সুমেরু জায়া মৈনাক দেখিয়া।
আইস আইস বলি নিলা কোলে আবরিয়া

মৈনাক সকল কথা কহি বিশেষিয়া।
রথে চড়ি ঘরে আইলা মাতামহী নিয়া॥
মেনকা জননী দেখি প্রণাম করিলা।
পার্ব্বতী আসিয়া মাতামহী প্রণমিলা॥
কনকা গৌরীকে কোলে নিলা কুতূহলে।
আনন্দে চুম্বন দিছে বদন কমলে॥
নিমন্ত্রণ করিয়া আইলা সর্ব্বজন।
কিশোর কহিছে সবে করে আয়োজন॥

বিবাহের আয়োজন।

(ত্রিপদী)

সবে সচকিত মন করে নানা আয়োজন
সুখ্যাতি কামনা সবাকার।
ধন প্রাণ দণ্ড ভয় কিঞ্চিত অন্যথা নয়
কার্য্য করে আজ্ঞায় রাজার॥
শত কোটি করে ঘর রত্নময় মনোহর
স্থানে স্থানে অনেক ভাণ্ডার।
হেম হীরা মণি যত সংখ্যা কে করয়ে কত
নানাবিধ বস্ত্র অলঙ্কার॥
হয় গজ গাভী কত কাঞ্চন রচিত রথ
নানাবস্তু অসংখ্য অপার।
ভক্ষ্য দ্রব্য বহুতর দ্রব দ্রব্যে সরোবর
অন্য দ্রব্য পর্ব্বত আকার॥

শ্বেত রক্ত নীল পীত স্থানে স্থানে সুশোভিত
উড়ে ধ্বজ পতাকার জাল।
স্থানে স্থানে আলিপন রম্ভা কুম্ভ আরোপণ
শ্বেত বস্ত্র দধি পুষ্পমাল॥
আয়োজন বহুতর দেখি তুষ্ট গিরিবর
মৈনাক সুমেরু তরে যায়।
বলে চল মাতামহ প্রবঞ্চনা না করহ
এ বিবাহ দেখিতে জুয়ায়॥
সুমেরু ভাবিয়া মনে গরুড়েক ততক্ষণে
শিখর করিলা সমর্পণ।
সাবধান হৈয়া থাক আমার শিখর রাখ
শৃঙ্গ যেন না ভাঙ্গে পবন॥
শুনিয়া গরুড় কয় পবনের সাধ্য নয়
মোর এক পাখা নাড়িবার।
কহিছে কিশোর রায় হবে যে হইতে যায়
এহি সন্ধি শৃঙ্গ ভাঙ্গিবার॥
সমুদ্রে হইবে চর রত্নময় মনোহর
দুস ন্যূন লক্ষেক প্রহর।
ভবানীর সাধে তায় হবে পুরী তুল্য যায়
দিতে আর নহিক দোসর॥
ছাড়িবেন মহামায় রাক্ষস বসিবে তায়
আরাধিয়া পাইবে কুবির।
পুন শিব আরাধিয়া কুবিরের পরাজিয়া
লঙ্কাপতি হবে দশশির॥

শ্রীরাম রাবণ মারি সেহি দেশে অধিকারী
করিবে রাক্ষস বিভীষণ।
লিখিলে অনেক হয় সেহি হেতু লেখা নয়
সে কথায় নহে প্রয়োজন ॥
গরুড়ে শিখর দিয়া সুমেরু মৈনাক নিয়া
হিমালয়ে করিলা গমন।
মেরু দেখি গিরিপতি উঠিয়া করিলা নতি
প্রণাম করিলা সর্ব্বজন ॥
মেরু অন্তঃপুরে গেলা রাণী পিতা প্রণমিলা
পার্ব্বতী করিলা নমস্কার।
পুরবাসী রামাযত সকলে হইলা নত
দেখি মেরু আনন্দ অপার ॥
বিবাহের আয়োজন দেখি হৈলা তুষ্টমন
রহিলা হেমন্তরাজালয়।
নিমন্ত্রিত সমাগত গিরি গিরিবাসী যত
দ্বিজ কৃষ্ণ কিশোর রচয় ॥

নিমন্ত্রিত সমাগত।

(ললিত ছন্দ)

পাইয়া নিমন্ত্রণ আইলা গিরিগণ
রাজসুতা বিবাহেতে।
স্বগণ পরিবার সঙ্গেতে সবাকার
সবাহনে সুবেশেতে ॥

উদয় অস্তাচল কেদার কামাচল
লোকালোক হরিতাল।
ভৈরব চিত্রকূট মন্দার হেমকূট
সুবেল নীল দামাল॥
হিঙ্গুলা গিরিবর কৈলাশ গিরিবর
মলয় বিন্দু সুবল।
শ্রীশৈল বামগিরি মাদল বিষ্ণুগিরি
ভস্মকূট নীলাচল॥
সুকল কূর্ম্মাচল মহেন্দ্র ব্রহ্মাচল
ধবল গন্ধমাদন।
দোলঙ্গ ভীমভদ্র রূপক গিরিরুদ্র
ঋষ্যমূখ সুষ্টমন॥
পর্ব্বত তিনকূট করিয়া করপুট
প্রণমে গিরিরাজন।
উচিত করি যত্ন অনেক মণি রত্ন
ভেট দিয়া বহু ধন॥
আদরে গিরিপতি বসিতে অনুমতি
দিলেন বৈসে গিরিগণ।
কহেন গিরিরাজ সকলে কর কাজ
আপন কার্য্য যেমন॥
স্বীকার করি সবে কহিছে সব হবে
না হবে ত্রুটি কখন।
গিরীশ দিলা পান চলিলা বাসস্থান
যাহার যোগ্য যেমন॥

সকলে এক মন করিছে প্রয়োজন
তাবত জন সন্তোষণ।
পার্ব্বতী বিভা হবে আনন্দচিত সবে
কিশোর দ্বিজের রচন॥

——:০:——

সমারোহ সংস্থান।

(পয়ার)

গিরিগণ সঙ্গে আইল যত গিরিবাসী।
নিজ শিখরিণ যত মিলিলেক আসি॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর।
নৃত্য গীত বাদ্যযুক্ত অপ্সর কিন্নর॥
বিদ্যাধরী অপ্সরী কিন্নরী নর্ত্তকিনী।
আইল হেমন্তপুরে বহু সীমন্তিনী॥
ঋষি মুনি ব্রাহ্মণ অনেক রবাহুত।
বহুবিধ বাদ্যকর নানা যন্ত্রযুত॥
পরস্পরে সবে করে আদর সবার।
যথাযোগ্য স্থান দেয় ভক্ষ্য যে যাহার॥
বাহিরে যতন করে যত পুরজন।
অন্তঃপুরে গমন তাবত নারীগণ॥
রামাগণে আদর করিছে রামাগণ।
রাণীর আজ্ঞায় সবে হৈয়া একমন॥
পার্ব্বতীর বিবাহের আনন্দ অপার।
হরিদ্রা সিন্দুর তৈল ভূষণ সবার॥

পরমা সুন্দরী সব সুবেশভূষিতা।
নানা আভরণ বস্ত্রে বিচিত্রে চিত্রিতা॥
স্ত্রী পুরুষ সবাকার আনন্দিত মন।
বর আগমন পথ করে নিরীক্ষণ॥
এইরূপে হিমপুরে বিভা আয়োজন।
অপর শুনহ সবে বর আগমন॥
দ্বিজ কৃষ্ণকিশোর ভাবিয়া নিস্তারিণী।
রচিল পুস্তক দুর্গালীলা-তরঙ্গিণী॥

বর যাত্র সমারোহ।

(খর্ব্ব ত্রিপদী)

শিবের বিবাহ পরম উৎসাহ
আনন্দিত দেবগণে।
পরম উল্লাসে আইলা কৈলাশে
সবাহনে পরিজনে॥
ব্রহ্মা নারায়ণ সহস্র নয়ন
অনল শমন রক্ষ।
বরুণ পবন কুবির গমন
সঙ্গে লক্ষ লক্ষ যক্ষ॥
শশী দিনপতি স্বগণ সংহতি
বার তিথি তারাগণ।
রাশি গ্রহ যত সগণে আগত
আইলা যোগ করণ॥

শিব বিহা শুনি আইলা যত মুনি
পঞ্চশিখ সনাতন।
সনক সনন্দ ভৃগু শতানন্দ
জমদগ্নি তপোধন॥
পুলস্ত্য বশিষ্ঠ বুঢ় মুনি শিষ্ট
নারদ ক্রতু কপিল।
পুলহ আসুরি অঙ্গিরা অত্রিরি
বামদেব শুদ্ধশীল॥
দুর্ব্বাসা চ্যবন ঔর্ব্ব তপোধন
ভার্গব শাণ্ডিল্য ধীর।
তুণ্ডি আঙ্গিরস দধীচি লোমশ
কশ্যপ গৌতম স্থির॥
আইলা ভরদ্বাজ মুনির সমাজ
একলক্ষ আগমন।
দেব দেবী যত সব সমাগত
স্বর্গ বিদ্যাধরীগণ॥
ভৈরব বেতাল নন্দী মহাকাল
যাবত শিবের গণ।
সুসজ্জ সকলে মন কুতূহলে
সাজাইছে পঞ্চানন॥
শিরে জটাজূট ফণির মুকুট
শশী ফণি মণি তায়।
তাথে গঙ্গাজল করে কল কল
রঙ্গে তরঙ্গ খেলায়॥

পরি বাঘ ছাল গলে হাড় মাল
শ্রবণে ধুতুরা ফুল।
শশী হুতাশন রবি ত্রিনয়ন
সদা করে ঢুল ঢুল॥
বিভূতি ভুজঙ্গ সুশোভিত অঙ্গ
ডম্বরু করে বিষাণ।
যোগীর ভাবন বেশ পঞ্চানন
বিবাহ করিতে যান॥
নন্দী বৃষবর সাজায় সুন্দর
ঘাগর ঘুঙ্গুর দিয়া।
বিহা যাত্রা আশে আনে হরপাশে
করেতে ডুরি ধরিয়া॥
যত দেবাঙ্গনা বিচিত্র ভূষণা
সুন্দরী সুন্দরবেশ।
জয় জয় দিয়া বরণ করিয়া
করায় যাত্রা মহেশ॥
বিচিত্র আসনে আনন্দ মগনে
বসাইল ত্রিপুরারি।
স্থাপে হেমঘট তাহে শুক্লপট
পূরি সুবাসিত বারি॥
পল্লব দাপন দধিতে লেপন
সমুখে বসায় হর।
ঘট প্রদক্ষিণ করি পঞ্চানন
উঠিলা বৃষভ পর॥

যত বর যাত্র হইয়া একত্র
নানা বাদ্য কোলাহলে।
হর বর সনে সবে হৃষ্টমনে
হেমন্ত ভবনে চলে॥
সবে হরষিতে মহেশ সহিতে
বিবাহ দেখিতে যায়।
শঙ্কর চরণ করিয়া স্মরণ
রচিল কিশোর রায়॥

বর গমন।

(ত্রিপদী)

মহাদেব বরপাত্র দেব মুনি বরযাত্র
একত্র ভৈরব গণ ধায়।
নানা বাদ্য কোলাহল নৃত্য গীত সুমঙ্গল
হেমন্ত নগরে সবে যায়॥
হয় গজ রথে কত পদব্রজে শত শত
বাদ্য করি চলে বাদ্যকর।
ধু ধু ধু দামার বোল ঝম্ ঝম্ ঝাঁজরোল
দগ দগ দগড়ি বিস্তর॥
ধিধিয়োধি মৃদঙ্গ বাজে ভোঁ ভোঁ ভূবঙ্গ
কাড়া টং টং টিকাড়া বাজয়।
ঢাক ঢোল জগঝম্প বেণু বাঁশী বীণা ডম্ফ
স্বর্ণাচি মধুর রব হয়॥

গোমুখ থমক বেনি তুরি ভেরী নাগফেনি
তবল সারঙ্গ সুরসান।
করিলা সসপ্তস্বরা মোহিনী সুমনোহরা
তম্বুরা পিণাক করে গান॥
সুখঞ্জরি করতাল মন্দিরা বাজয়ে ভাল
সুজোড় মাদল ঘন ঘন।
ভৈরবের করতাল বম্বম্ বাজে গাল
ভম ভম সিঙ্গার বাজন॥
হর হর করে রব নাচিছে ভৈরব সব
পদভরে ক্ষিতি কম্পমান।
বিদ্যাধরী রথে নাচে কিঙ্কিনী কঙ্কন বাজে
চরণে ঘুঙ্গুর মানে গান॥
বেদধ্বনি মুনিগণে নানাকথা আলাপনে
বেদ চারি ভাই গান করে।
রথে রথে রামাগণ জয় ধ্বনি ঘন ঘন
ঝাঁকে ঝাঁকে দিছে ঘরে ঘরে॥
হয় গজ রব করে রথচক্র ঘর্ঘ ঘরে
সমুদ্র কল্লোল অনুমান।
মহানন্দ কোলাহলে বর বরযাত্র চলে
হিমালয় করিছে পয়াণ॥
পর্ব্বত নিবাসী যত দুই পাশে কত শত
বরযাত্র করে দরশন।
ভবনে নগেন্দ্র রায় সে রব শুনিতে পায়
আশু হয় কিশোর রচন॥

বর দর্শনে গমন।

(খর্ব্ব চৌপদী)

গিরি পুরে সব শুনে বাদ্য রব
সচকিত সব হংসিনী প্রায়
হৃদে সবাকার আনন্দ অপার
বর দেখিবার সত্বরে ধায়॥
রমণী সমাজ তেজি ভয় লাজ
ছাড়ি নিজ কাজ সত্বরে চলে।
কেহ আগে যায় কেহ পাছে চায়
কেহ ডাকে কায় আয়লো বলে॥
সবে সবাকারে বর দেখিবারে
এবলে উহারে আয়লো সই।
চল চল যাই ব্যাজে কাজ নাই
দেখিবারে চাই আইল ওই
কেহ ডাকে উমা অনতিলোত্তমা
হেমা রামা রমা কমলা রতি।
আয় শশীকলা বিজয়া বিমলা
অভয়া অমলা বিমলবতী॥
ডাকিছে কনকা মোহিনী মেনকা
অরুণা অলকা অপরা পরা।
সুশীলা শিবানী ব্রহ্মানী রুদ্রানী
চললো ইন্দ্রানী করিয়া ত্বরা॥
বর দরশন উলসিত মন
চলে রামাগণ চঞ্চল মতি।
যতেক নাগরী রূপের আগরি
হুলা হুলি করি খঞ্জন গতি॥

সবে মনোহরা দিব্য বেশকরা
চিত্র বাস পরা বিচিত্র ছটা।
অঙ্গের উজ্জ্বল করে ঝল মল
চপলা চঞ্চল চান্দের ঘটা॥
গিরিপুর নারী সবে সারি সারি
বাদ্য অনুসারি পথের পাশে।
বর আগমন পথ নিরীক্ষণ
করে রামাগণ দেখিতে আশে॥
গিরীন্দ্র আপনে পরিবার সনে
সহ গিরিগণে উঠিলা ত্বরা
পথ এক পাশে রহে বর আশে
আগমন আশে আদর করা॥
বর দরশন আশ রঙ্গ মন
গিরি পুরজন পুরুষ নারী।
বৃক্ষ আরোহণ করে কতজন
বর আগমন পথানুসারি॥
অট্টালিকা পরি কত ত্বরা ত্বরি
উঠে শীঘ্র করি চঞ্চল মন।
নারী এক পাশে দরশন আশে
রহে আর পাশে পুরুষ গণ॥
তৃষিত চাতকী যেন মেঘ দেখি
কায় মন একি করিয়া যায়।
সবাকার মন বর দরশন
কুরিল রচন কিশোর রায়॥

বরযাত্র আগমন।

(ত্রিপদী)

বরযাত্র সমাগত দেখে লোক শোভা যত
উপনীত হেমন্ত আলয়।
হয় গজ রথ পরে হেমদণ্ড করে ধরে
আগে ধ্বজ পতাকা চলয়॥
শ্বেত রক্ত নীল পীত বায়ুযোগে সচলিত
শোভিত করিছে তরতর।
তার পাছে চলে হয় নানা আভরণ ময়
সুন্দর সুবেশ বহুতর॥
পাছে চলে গজরাজ সিন্দূর মণ্ডিত সাজ
হেমঘণ্টা সাজে মনোহর।
তাহাতে বিচিত্র ঘর তার মাঝে কি সুন্দর
কত কত বসিয়া অমর॥
পশ্চাতে অপূর্ব্ব রথ সম্মুখেতে ঐরাবত
রথপরে সহস্র লোচন।
বামে শচী মনোরমা নৃত্য করে তিলোত্তমা
উর্ব্বসী মেনকা বেশ্যাগণ॥
অগ্রভাগে দেবরাজ অশেষ সুবেশ সাজ
নৃত্য গীত বাদ্য বহু সঙ্গে।
বসি দিব্য সিংহাসনে সমুখে কিঙ্করগণে
ভাসে মন আনন্দ তরঙ্গে॥

দেখি লোকে বলে ধন্য গিরীশ সমান অন্য
ভাগ্যবান নাহিক সংসারে।
যার ঘরে দেবগণ পরিবারে আগমন
হেন কার্য্য কে করিতে পারে॥
দেখি রামাগণে কয় সকলি সুন্দর হয়
মনোহর ভুবন মোহন।
কিন্তু এক দেখ আর রথ আরোহণ যার
তার কেন এতেক লোচন॥
কামপত্নী রতি সাথ অগ্রগামী দেবনাথ
পাছে সবাহনে দেবগণ।
পরিবারে শশোধর দিব্য রূপ মনোহর
সুবেশ বেষ্টিত তারাগণ॥
দিনপতি পরিবারে সঙ্গে যোগ তিথি বারে
করণ সহিতে রাশি যত।
অনল শমন রক্ষ বরুণ পবন যক্ষ
সুবেশ স্বগণে সমাগত॥
দেবের কিশোরবেশ ভূষিত ভূষণ শেষ
দেখি লোকে করে পুরস্কার।
সুবেশ সুন্দর ধীর সবে সুপণ্ডিত স্থির
আসিছে ব্রহ্মার পরিবার॥
পুষ্পক বিমান যান পদ্মাসনে অধিষ্ঠান
সাবিত্রী বিধির বাম পাশে।
সমুখেতে চারি বেদ গান করে বর্ণভেদ
ধর্ম্ম কর্ম্ম ক্রিয়াদি প্রকাশে॥

দেবঋষি মুনিগণ করে শাস্ত্র আলাপন,
সুবেশ পবিত্র কলেবর।
শুক্লবাস পরিধান শ্বেতগন্ধ বিলেপন
কুশমুষ্টি তুলসী সকর॥
দেখি সব লোকে কয় এই প্রজাপতি হয়
রামাগণে দেখি কহে সবে।
আহা কি দেখিতে সুখ একজনে চারিমুখ
মনে লয় ব্রহ্মা বুঝি হবে॥
সঙ্গে সব মুনিগণ প্রজাপতি আগমন
পাছে নারায়ণ পরিবার
দিব্য রথে চক্রপাণি বামদক্ষে রমা বাণী
পদ্মাসনে আনন্দ অপার॥
কিরীটি মুকুট মাল হীরামণি মতিজাল
পুষ্পমাল ভূষণ চন্দন।
মাঝে হরি নীল কায় শোভে দক্ষ বামে তায়
শ্বেতমণি দ্বিতীয়ে কাঞ্চন॥
সুস্বর সুতান মান করে হরি গুণ গান
সমুখেতে বৈষ্ণব সকল।
সবে সত্যপরায়ণ শান্ত হরিপদে মন
বিনয় বচন সুকোমল॥
তিলক শোভিত ভাল গলে তুলসীর মাল
বাজায় খঞ্জনি করতাল।
ভক্তিনম্র কলেবরে কেহ গায় স্তুতি করে
কেহ লয় মৃদঙ্গ রসাল॥

পরিবারে নারায়ণ দেখি ধন্য বলে জন
সফল হেমন্ত গিরিরাজ।
কেবা হেন কার্য্য করে কন্যা দেয় হেন বরে
যার সঙ্গে দেবতা সমাজ॥
রামাগণ পরস্পর বলে আহা মনোহর
বরযাত্র না দেখি এমন।
এহি দেখ নারায়ণ যারসঙ্গে আগমন
বরপাত্র না জানি কেমন॥
আনন্দ সবার মন দেখি বরযাত্রগণ
দেখা দিল বরের স্বগণ।
ভক্তিমুক্তি বিধায়িনী দুর্গালীলা তরঙ্গিণী
দ্বিজ কৃষ্ণ কিশোর রচন॥



বরাগমন।

(চামর ছন্দ)

দেবগণ আগেপাছে বরগণ চলিছে।
তুলি কর হর হর ঝাঁকে ঝাঁকে বলিছে॥
ভূত প্রেত ভৈরব বেতাল গাল সঘনে।
বাজে নাচে করতালি দিয়ানন্দ মগনে॥
একমুণ্ড দুই মুণ্ড তিন মুণ্ড কাহার।
নাহি মুণ্ড বুকে মুখ গজ গণ্ডা আহার॥
কেহ দুই চক্ষু কার তিন চারি নয়ন।
একচক্ষু চক্ষুহীন অনুমানে গমন॥

দুই চারি পাঁচ সাত বহু ভুজ কাহার।
কেহ বাহুহীন মহাগিরিবর আকার॥
এক পদ দুই পদ কেহ তিন চরণ।
অণ্ডাকার কুষ্মাণ্ডের লাফে লাফে গমন॥
নৃমুণ্ডমুণ্ডমাল কারো করে ধরে বারণ।
গজ গণ্ডা মহিষের মুণ্ড মালা ধারণ॥
গজ মহিষের মুণ্ড কারো হস্তি কুণ্ডল।
ভূতি অঙ্গে রঙ্গ ভঙ্গে নৃত্য রঙ্গে চঞ্চল॥
কেহ শব শবমুণ্ড করে ধরে কঙ্কাল।
হাতে মাথে গলে সর্প গর্জ্জে ঘোর বিশাল॥
রক্ত নেত্র করাল বিশাল নাভি গভীর।
ব্যক্ত দন্ত দেখি আহা কাঁপে ভয় শরীর॥
ফণি হাড়মাল কারো কঙ্কালাস্থি ধারণ।
উর্দ্ধকরে নৃত্য করে ঢুলু ঢুলু নয়ন॥
গণমাঝে বৃষভবাহন দেব শঙ্কর।
রূপ যোগীধ্যানগম্য সঙ্গে নন্দী কিঙ্কর॥
ভয়ঙ্কর ভৈরব বেতাল তাল নাচিছে।
পদভরে থর থর ধরাধর কাঁপিছে॥
ভৈরবের ভীমরব ভয়ঙ্কর দর্শন।
পলাইছে রামাগণ হুড় হুড়ী গমন॥
কেহ বলে ওমা ওমা ওমা একি একি লো।
চল চল যাই যাই মরি মরি মরিলো॥
বেগে ধায় আগে যায় পাছে চায় আইলো বা।
বাপ বাপ একি ভয় মনে লয় খাইল বা॥

শীঘ্র যায় মেনকায় রামাগণ কহিছে।
শুন রাণী ভাগ্যে জানি প্রাণ মেনো বাঁচিছে॥
বরযাত্র কি সুপাত্র কত কত আসিছে।
সে শোভা কি কব রূপে দশ দিক ভাসিছে॥
কোন কালে হেন শোভা কে দেখিছে কখন।
কি মোহন প্রতিজন ভুলি থাকে নয়ন॥
সর্ব্বপর ভয়ঙ্কর কিমাকার কিম্ভূত।
দেখি প্রাণ কম্পমান নানারূপ অদ্ভুত॥
বরযাত্র কি সুপাত্র এবা আর কে রাণী।
রাণী বলে দেখি আইলা আমি তার কি জানি॥
রত্নমণিপতিমন ভজ ভবে শঙ্কর।
আর বার যাইতে না হবে গেহ জঠর॥

বরাধিষ্ঠান।

(পয়ার)

বর আগমন বাদ্য শুনি গিরিপতি।
অগ্রগামী হইলেন স্বগণ সংহতি॥
গিরিগণ পুর জন বাদ্য ভাণ্ড সনে।
আগু হৈলা গিরিরাজ বর আনয়নে॥
দেবগণে প্রণমিলা পরম আদরে।
উভয় উভয় পক্ষ মিলামিলি করে॥
উভয় পক্ষের বাদ্য একত্র হইল।
জয় জয় দিছে ঘন বনিতা সকল॥

বর দেখিবারে লোক হুলাহুলি করে।
বহু সমারোহ না দেখিতে পারে বরে॥
জয়ধ্বনি বাদ্যরব জনকোলাহল।
প্রলয়ে কল্লোল যেন সমুদ্রের জল॥
তলাসিয়ে কেহ কারে দেখিতে না পায়।
উচ্চস্বরে ডাকিলে শুনিতে না পায়॥
জয় জয় কোলাহল আনন্দ সাগর।
তরঙ্গ উথলে গিরি হেমন্ত নগর॥
হেমঘটে পূরি বারি পল্লবদাপন।
শুক্লপট আচ্ছাদন দধি বিলেপন॥
বিচিত্র আসন স্থাপি ঘট বিদ্যমান।
নন্দী আনি আসনে বসায় ত্রিনয়ন॥
ধান্য দূর্ব্বা দেন শিরে বিধি নারায়ণ।
মুনি গণে স্তুতি করে বেদ উচ্চারণ॥
পুন নন্দী মহেশ তুলিয়া নিল ঘরে।
বসিলেন শঙ্কর কনকাসন পরে॥
দেবগণে জনে জনে পূজে গিরিরাজ।
যথাযোগ্য স্থানে রহে দেবতা সমাজ॥
দেবঋষি ব্রহ্মঋষি যত মুনিগণ।
বিনয়ে নগেন্দ্র রায় পূজিলা ব্রাহ্মণ॥
যার যেহি যোগ্যস্থান আহার বিহার।
জনে জনে গিরিরাজ দিলা যার যার॥
নানা দান বিতরণ নাহি পারাপার।
দেও নেও খাও বিনা কথা নাহি আর॥

স্থানে স্থানে আলিপোন কদলী রোপন।
তার মূলে হেমঘট পল্লবপাতন॥
স্থানে স্থানে নৃত্য গীত শাস্ত্র আলাপন।
বেদ বিধি বিধান বাচিছে মুনিগণ॥
থরে থরে বাদ্য করে নানাবাদ্য বায়॥
নানাবেশে স্ত্রী পুরুষে দেখিয়া বেড়ায়॥
উৎসবে পোহাইল রাতি হইল বিহান।
নিত্যকর্ম্ম করে সবে যে বিধি বিধান॥
হেমন্ত করেন নান্দিমুখ আয়োজন।
দুর্গালীলা তরঙ্গিণী কিশোর রচন॥

নান্দিমুখ গন্ধদান।

(ললিত)

হেমন্ত গিরিপতি পরমানন্দ মতি
করিয়া স্নান দেবার্চ্চন।
পরিধা শুক্লবাস মানস সুপ্রকাশ
উত্তরী ভূষণ চন্দন॥
বসিলা কুশাসনে পিতরি দেবার্চ্চনে
করিয়া পাদ প্রক্ষালন।
বিধাতা পুরোহিত বেদেরা অধিষ্ঠিত
সমুখে বসিলা নারায়ণ॥
দেবাদি মুনি যত সকলে সমাহিত
হেমন্ত কৈলা আচমন।
বসন আভরণে মাতৃকা জনে জনে
পূজিয়া ষষ্ঠীর পূজন॥

করিয়া কর্ম্মসারা দিয়াছে বসুধারা
পিতৃকে দিলা পিণ্ডদান।
যথোক্ত সমাপিয়া পিতৃকে প্রণমিয়া
দক্ষিণা যে বিধি বিধান॥
হেমন্ত মন সুখ সমাপি নান্দিমুখ
মহেশে দিলা গন্ধ দান।
সবিধি গিরিরাজ প্রবেশি পুরমাঝ
কন্যার করেন কল্যাণ॥
করিলা গন্ধদান কামিনী করে গান
দিয়াছে উলুলু জোকার।
বাহিরে গিরি গেলা রমণীগণ মেলা
আনন্দ নাহি পারাপার॥
মেনকা আয়োসনে পরমানন্দ মনে
পার্ব্বতী স্নান করায়।
বসায় হেমাসনে হরিষে রামাগণে
হরিদ্রা দিছে সর্ব্বগায়॥
বিবাহ মহোৎসবে রমণীগণ সবে
আনন্দে হরিদ্রা খেলায়।
সুগন্ধি জল দিয়া হরিদ্রা ধোয়াইয়া
বিচিত্র বসন পরায়॥
পার্ব্বতী গৃহগত রমণীগণ যত
মেনকা সঙ্গে সবে যায়।
সঙ্গেতে বাজে ঢোল কান্তার কোলাহল
সোহাগ সাধিয়া বেড়ায়॥

মঙ্গল কলরব করিছে রামা সব
মাদল সঙ্গেতে বাজয়।
নগর হৈতে সবে ঘরেতে আসি তবে
ধান্যের উপরে নাচয়॥
মাদল পূজা করি চলিলা ত্বরাত্বরি
করিতে বরকে বরণ।
কিশোর দ্বিজে কহে এমন সমারোহে
না হয় বিবাহ কখন॥

রতি বর পান।

(পয়ার)

রতি সঙ্গে প্রজাপতি সহস্র লোচন।
কামদেহ প্রার্থনাতে করিলা গমন॥
বিবাহ উৎসবে শিব আছেন বসিয়া।
হেনকালে রতি কান্দে চরণে পড়িয়া॥
কহ প্রভু কি হইবে আমার উপায়।
জগতে আনন্দ মোর শোকে প্রাণ যায়॥
এমন উৎসব না হইছে তিন লোকে।
সবে মাত্র একা আমি দগ্ধ হই শোকে॥
এ বিবাহ হৈতে প্রভু যে হইল কারণ।
দেবের উৎসব তার প্রাণ সমাপন॥
জগতের পিতা তুমি সকলের সার।
কোন দোষে ঘটে প্রভু এ দুখ আমার॥

শিব নাম মঙ্গল জগতে এহি কয়।
সে কেন আমার ভাগ্যে অমঙ্গল হয়॥
ব্রহ্মা কহিছেন প্রভু করুণা সাগর।
বারেক করুণা কর জগত উপর॥
কাম বি·ন · · · হয় কদাচন।
কিরূপে ক· · · র হবে শরীর ধারণ॥
জগত আনন্দ প্রভু তোমার বিহার।
কাম কায় পাইলে রতির শোক যায়॥
মহেশ কহেন রতি স্থির কর মন।
এহিক্ষণ থাকিবেক অনঙ্গ মদন॥
তুমি গিয়া রহ রতি সম্বরের ঘরে।
সেহিখানে কাম পতি পাইবা দ্বাপরে॥
জন্মিবে মকরধ্বজ রুক্মিণী উদরে।
মাংসপিণ্ড দেখি তারে ফেলিবে সাগরে॥
সেহি মাংসপিণ্ড জলে রাঘবে গিলিবে।
জাল ফেলে সেহি মৎস্য ধীবরে পাইবে॥
দেখিয়া প্রবীন মৎস্য সম্বরকে দিবে।
মৎস্য কাটিবার তরে সম্বর কহিবে॥
মৎস্যের গর্ব্ভেতে তুমি পাইবে মদন।
যতন করিয়া তাকে করিবে পালন॥
মা বলিলে হাত দিবে আপন শ্রবণে।
ষোল বর্ষে দিবে বাণ ধনু গুণ সনে॥
ফুল ধনু গুণ বাণ পাইলে মদন।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত সব হইবে স্মরণ॥

তোমার সহিত তবে হবে পরিচয়।
পূর্ব্বভাব দুজনাতে হইবে নিশ্চয়॥
শুনিয়া বন্দিলা রতি শিবের চরণ।
ধনু গুণ বাণ বিধি দিলা ততক্ষণ॥
কাম ভাবি গেলা রতি সম্বরের ঘরে।
হিমালয়ে রামাগণ স্ত্রী আচার করে॥
দ্বিজ কৃষ্ণকিশোর ভাবিয়া নিস্তারিণী
রচিল পুস্তক দুর্গালীলা তরঙ্গিণী॥

বর বরণানুষ্ঠান।

(পয়ার)

মেনকা বলেন শীঘ্র চল আয়োগণ।
ছেলেটী বরিয়া আসি কর আয়োজন॥
চলে সব আয়োগণ মেনকার সনে।
সবে মহা আনন্দিত হৃষ্ট তুষ্ট মনে॥
চলে রমা কলাবতী হেমা ক্ষেমা রতি।
ভবানী ভৈরবী ভীমা ভদ্রা ভদ্রবতী॥
অপর্ণা অন্নদা পরা অম্বিকা অপরা।
কমলা করুণা পূর্ণা রম্ভা মনোহরা॥
অভয়া অপরাজিতা শ্যামা কাত্যায়নী।
সুশীলা বিমলা উমা বিমলবদনী॥
মোহিনী মন্থরা তারা আদি আয়োগণ।
পরমসুন্দরী পরে বিচিত্র বসন॥

নানা মণিরত্নময় আভরণ গায়।
বিজুরী চমকে যেন রূপের ছটায়॥
কারো হাতে ালুনি কনক বিরচিত।
তাহাতে কনক বাতি অতি প্রজ্বলিত॥
ধান্য দূর্ব্বা নিছনি পিছনি পিষ্টময়।
করে করে সিমন্তিনী দিছে জয় জয়॥
আইসরা আইঘট নিল কোনো জন।
নালিসনে সূত্র নিল করিতে বেষ্টন॥
আয়োজন নিয়া সবে মেনকা সহিতে।
আনন্দে চলিল সবে বরকে বরিতে॥
বাজিছে মৃদঙ্গ ঢোল সঙ্গে তাসবার।
ঝাঁকে ঝাঁকে দিছে সবে উলুলু জোকার॥
আগে রাণী মেনকা পশ্চাতে রামাগণ।
বরিতে গৌরীর বর উল্লাসিত মন॥
লেপিত আঙ্গিনা তাতে চিত্র আলিপন।
তার মাঝে রাম রম্ভা করিছে রোপন॥
পূর্ণঘট স্থাপন বেষ্টিত পুষ্পমাল।
দধি লেপি দিছে তাহে পল্লব রসাল॥
সমুখে বিচিত্রাসন করিয়া স্থাপন।
চারিপাশে ঘিরিয়া দাঁড়ায় নারীগণ॥
বিধাতা নারদে ডাকি কহেন কারণ॥
হেমন্তের শিবাশিবা ব্রহ্ম নিষ্ঠ মন॥
শিবে শিবা দিলে গিরি মুক্ত হৈয়া যাবে।
হেমগর্ভ পৃথিবী গৌরব কিসে পাবে॥

কিঞ্চিত অন্যথা যদি মেনকার হয়।
তবে সে ভুবনে থাকে গিরি হিমালয়॥
নারদ বলেন তার না কর ভাবন।
চলিলাম আমি তার করিতে যতন॥
চলিলা নারদ মুনি স্ত্রী আচার কাছে।
আগে নন্দী কোলে শিব মুনি তার পাছে॥
নন্দী আনি আসনে বসায় পঞ্চানন।
বর দেখি দূরেতে দাঁড়ায় রামাগণ॥
সবে বলে এবর কেমনে বরা যায়।
সকল শরীরে দেখ ভুজঙ্গ ফোঁপায়॥
কোথা হৈতে আইল দেখি বাদীয়ার পো।
নিকটেতে গেলে কারো সাপে দিবে ছোঁ॥
নাকে হাত দিয়া রাণী দেখিতেছে বরে।
ভাল মন্দ নহে বলে বাক্য নহে সরে॥
হেন কালে আসিয়া কহেন মুনিবর।
দাঁড়ায়া রহিলা কেন বরো আসি বর॥
নারীগণে বলে কার সাধ্য কাছে যাবে।
কার প্রাণ যাবে কারে সাপে ধরি খাবে॥
নারদ বলেন কেন সাপের ডরাও।
এই লহ ঔষধি স্বচ্ছন্দে কাছে যাও॥
সর্পের ঔষধি মুনি জনে জনে দেয়।
যার গন্ধে মাথা পাতি বাসুকি পলায়॥
ঔষধের গন্ধে সব পলায় ভুজঙ্গ।
বাঘাম্বর খসি শিব হইলা উলঙ্গ॥

সমুখে শাশুড়ী শিব হইলা দিগম্বর।
লজ্জায়ে বিকল রামাগণ গেল ঘর ॥
হুড়াহুড়ি দুড়াদুড়ি রমণী পয়াণ।
সবে বলে বাঁচিলাম রহিল পরাণ ॥
ঘরে আসি মেরুসুতা কন্যাকে দেখিয়া।
কাঁদয়ে বিলাপ করি গৌরী কোলে নিয়া ॥
দ্বিজ কৃষ্ণ কিশোর ভাবিয়া নিস্তারিণী।
রচিল পুস্তক দুর্গালীলা-তরঙ্গিণী ॥

মেনকার আক্ষেপ।

কান্দে রাণী গৌরী আমায় পরাণ পুতলি (ধুয়া)

(পয়ার)

কান্দে রাণী মেনকা পার্ব্বতী নিয়া কোলে।
এই কি আছিল মোর উমার কপালে ॥
সোণার পুতলি বাছা অঙ্গে যেন ননী।
ভুবনে এমন রূপ নাহি সুবদনী ॥
তাহার কপালে একি বুড়া হবে বর।
দেখিলে মরিবে বাছা মনে পেয়ে ডর ॥
নিকটে যাইতে পারে সাধ্য কার বাপে।
কি জানি কখন বাছা ধরি খাবে সাপে ॥
কনক পুতলি বাছা সুন্দরী দেখিয়া।
দারুণ দুরন্ত সাপে খাইবে গিলিয়া ॥
এই কি পাগল হবে আমার জামাই।
ল্যাঙ্গট হইল দেখি লাজে মৈরা যাই ॥

এ হেন গৌরীকে আমি পাগলে না দিব
পার্ব্বতী করিয়া কোলে সাগরে মরিব ॥
কি বলিব গিরিরাজে নাহি কি নয়ন।
কি কারণে এহি কন্যা বুড়া বরে দান ॥
নারদ কহিল মোরে যেমন পার্ব্বতী।
মহেশ তাহার মত উপযুক্ত পতি ॥
কি বুঝিয়া অলপ্পেয়া এ কার্য্য ঘটায়।
কে তারে কহিয়াছিল ঠেকি কন্যাদায় ॥
শুনি মুনিগণে নহে মিছা কথা কয়।
যত কৈল মিছা হৈল কিছু সত্য নয় ॥
সেরূপ দেখিলে বাছা মরিবে ডরিয়া।
কি বলিয়া হেন বরে দিব চক্ষু খাইয়া ॥
কহ গিরিরাজাকে করুন কন্যাদান।
আমি উমা নাহি দিব থাকিতে পরাণ ॥
ঘটক নারদ বর আর গিরিরাজ।
বিবাহ যৌতুক কন্যা দেবতা সমাজ ॥
আসিয়াছে যত দেবী দেবগণ সনে।
হেন বিপরীত কোথা দেখ কোনজনে ॥
লক্ষ্মী সরস্বতী যেন তেন নারায়ণ।
শচী যেন তেন পতি সহস্র লোচন ॥
সাবিত্রী যেমন তার মত প্রজাপতি।
চন্দ্র যেন রূপবান্ রোহিণী তেমতি ॥
সর্ব্বদেব দেবী যত সব ভালে ভালে।
কি হেতু পাগল পতি গৌরীর কপালে ॥

দেবের দেবতা শিব সর্ব্বলোকে কয়।
সে শিব হইবে আর এ শিব সে নয়॥
মায়ের রোদনে উমা ভাবিছেন মনে।
মা করে শিবের নিন্দা কি করি এখনে॥
একবার দক্ষালয়ে তেজিয়াছি প্রাণ।
এখন ইহার আমি কি করি বিধান॥
দেবগণে শুনিলেন মেনকার কথা।
মরিবে মেনকা কন্যা না দিবে সর্ব্বথা॥
ব্যস্ত হৈলা নারায়ণ আদি দেবগণ।
প্রজাপতি গেলা যথা দেব পঞ্চানন॥
কিশোর কহিছে শিব জগত কারণ।
যে জন যেমন ভাবে তাহারে তেমন॥

রাজরাজেশ্বর শিব।

(পয়ার)

বিধাতা কহেন আসি শুন পঞ্চানন।
এ রূপ তোমার প্রভু যোগীর মোহন॥
এ বেশে সন্তোষ নহে রমণীর মন।
রাজরাজেশ্বর বেশ করহ ধারণ॥
এ রূপ দেখিয়া কান্দে হেমন্তবনিতা॥
ডুবিয়া মরিতে চাহে লইয়া দুহিতা॥
অতএব হেন রূপ করহ ধারণ।
দেখিলে যে রূপ ভুলে রমণীর মন॥

শুনি হর হৈলা রূপ রাজরাজেশ্বর।
বাঘছাল হইলেক উত্তম অম্বর॥
ফণিতে বেষ্টন ছিল শিরে জটাজূট।
নানামণিযুক্ত হৈল কনক মুকুট॥
বিভূতি হইল অঙ্গে সুগন্ধি চন্দন।
ফণিগণ হৈল অঙ্গে রত্ন আভরণ॥
হাড়মালা হইলেক মণিময় হার।
কনক কুণ্ডল হৈল ফুল ধুতুরার॥
ইন্দু কুন্দ রজত নিন্দিত কলেবর।
ভুবনমোহন রূপ হইলা শঙ্কর॥
একমুখ অশেষ ভূষণে বিভূষণ।
হইল মোহন বেশ যত শিবগণ॥
নবীন কিশোর শিব শশীখণ্ড ভালে।
দেখিয়া কামিনী-মন ভুলে কামজালে॥
আপনে গেলেন ব্রহ্মা মেনকা গোচর।
দেখেন সুমেরুসুতা কান্দিয়া ফাঁফর॥
বিধাতা কহেন রাণি কান্দ কি কারণ।
দেখ বর মহেশ্বর ভুবনমোহন॥
সর্ব্বদেবে সেবে শিব সকলের সার।
এ কন্যার শিব বিনে বর নাহি আর॥
যেন কন্যা তেন মত পাইয়াছ জামাই।
তবে কেন কান্দ রাণী বুঝিতে না পাই॥
শ্বেত শিব উমা তব কাঞ্চন বরণ।
উত্তম হইবে শোভা হইলে মিলন॥

আসনে বসিয়া শিব আছেন অঙ্গনে।
চল স্ত্রীআচার কর নিয়া রামাগণে॥
শান্ত হৈলা রাণী শুনি ব্রহ্মার বচন।
বর বরিবারে পুন ডাকে নারীগণ॥
রাণী বলে চল সবে বিধাতাবচনে।
সত্য মিথ্যা যাহা হয় দেখিবে নয়নে॥
রামাগণে বলে চল যাই আর বার।
কি জানি কেমন আর হয় বা এবার॥
পুন রামাগণ বর বরিতে চলিল।
দুর্গালীলা তরঙ্গিণী কিশোর রচিল॥

বর বরণ।

(পয়ার)

পুনরপি জয় দিয়া চলে রামাগণ।
মেনকার সঙ্গে বর করিতে বরণ॥
বাজিছে মাদল ঢোল সঙ্গে কুতূহলে।
এবার কেমন হবে রামাগণে বলে॥
রাণীর ভয়েতে কেহ কিছু নাহি কয়।
বসনে বদন ঢাকি সকলে হাসয়॥
যেহি মাত্র রামাগণ আইল অঙ্গনে।
ভুলিল নয়ন মন শিব দরশনে॥
কি করিবে বরণ ভুলিয়া গেল মন।
যে অঙ্গ হেরয়ে যেহি ডুবয়ে নয়ন॥

চিত্রের পুতলি হেন চাহিয়া রহিল ।
স্ত্রীআচার কর্ম্ম যত সকল ভুলিল ॥
নারদ কহেন রাণী এআর কেমন ।
জামাতা দেখিয়া বুঝি ভুলিলেক মন ॥
হাসিয়া বলিছে রাণী করিতে বরণ ।
ঘিরিল শিবের চারিপাশে নারীগণ ॥
কেহ বা মুকুট তুলি আঁচড়য়ে চুল ।
অঙ্গ পরশিতে কেহ হইছে আকুল ॥
সূত্রে ধরি অঙ্গ জোঁখে দিয়া জয় জয় ।
পুষ্পমালা দিয়া কেহ বাহুতে বান্ধয় ॥
হাত ধোয়াইয়া দুগ্ধ মেনকা খাইল ।
পরস্পর রামাগণ কহিতে লাগিল ॥
কেহ বলে রাজকন্যা বড় ভাগ্যবতী ॥
সেহি ধন্য নারী ভবে এহি যার পতি ॥
কেহ বলে যাহার এমন পতি ঘটে ॥
ইচ্ছা হয় সেবা করি থাকিয়া নিকটে ॥
কেহ বলে কাঞ্চন প্রতিমা উমা যেন ।
হেন বর না হইলে শোভা হবে কেন ॥
কেহ বলে নারীর ভাগ্যেতে মিলে বর ।
নানাকথা নারীগণ কহে পরস্পর ॥
যথাবিধি স্ত্রীআচার করি সমাপন ।
অন্তঃপুরে রামাগণ করিলা গমন ॥
ঘরে যাইতে হরপানে ফিরি ফিরি চায় ।
যাইতে বাসনা ঘরে মন নাহি যায় ॥

নন্দী পুন মহেশ তুলিয়া নিল ঘরে।
রামাগণ অন্তঃপুরে গেল তার পরে॥
পার্ব্বতীর করে সবে বেশ বিন্যাসন।
দুর্গালীলা তরঙ্গিণী কিশোর রচন॥

পার্ব্বতীর বেশ বিন্যাসন।

(চন্দ্রাবলী ছন্দ)

যত নারীগণ　　　　হরষিত মন
উমার করিছে বেশ।
গন্ধ তৈল দিয়া　　　　ভঙ্গি বিনাইয়া
কবরি বান্ধিল কেশ॥
তাতে স্বর্ণ ঝাঁপা　　　　দিয়া স্বর্ণ চাঁপা
বেষ্টিত বকুল মালে।
দোথরি মুকুতা　　　　হেমগুণযুতা
সিঁথিপাটী দিল ভালে॥
ত্রিনয়ন মাঝে　　　　সিন্দুর সুসাজে
তিলক অলকা জাল।
নয়নে কজ্জল　　　　অধিক উজ্জ্বল
নাসায় বেসর ভাল॥
পক্ক বিম্বুবর　　　　ওষ্ঠাধর পর
বেসর সুন্দর দোলে।
বদন সুন্দর　　　　জিনি শশোধর
হেরি নারীমন ভুলে॥

শ্রবণে কুণ্ডল করে ঝলমল
গণ্ডযুগ আলো হয়।
গলে রত্ন মাল হীরামণি জাল
অমূল্য রতন চয়॥
তাড় বহুমূলে অঙ্গুরী অঙ্গুলে
কেয়ূর কঙ্কন শঙ্খ।
ঝাঁপা তাড়কোলে দুবাহুতে দোলে
বাজুবন্দ বঙ্ক বঙ্ক॥
কটিতে কিঙ্কিনী গুরু নিতম্বিনী
রক্তবাস পরে তায়।
চরণে নূপুর গুজ্জরী ঘুঙ্গুর
বঙ্ক বঙ্করাজ পায়॥
গলিত কাঞ্চন দলিত বরণ
নাসা তিলফুল জিনি।
বিম্বু ওষ্ঠাধর পরম সুন্দর
শ্রবণে জিনে গৃধিনী॥
মৃণাল কোমল ভুজ নিরমল
কট্টি মৃগপতি জিনি।
পীন পয়োধর উরু গুরুতর
রামরম্ভা সুবলনী॥
করপদতল রক্তজবাদল
অঙ্গুলি চাঁপার কলি॥
নখর সুন্দর জিনি শশোধর
দন্ত মতিপাতি দলি॥

স্থির সৌদামিনী হেন অনুমানি
বিচিত্র উড়নী গায়।
বেশ বিন্যাসন করি রামাগণ
অচল নয়নে চায়॥
যে অঙ্গ হেরয় নয়ন ভুলয়
অন্যস্থানে নহে যায়।
ত্রিলোক জননী মহেশ মোহিনী
কিশোর চরণ চায়॥

শিব পার্ব্বতীর বিবাহ।

(পয়ার)

বিবাহের লগ্নকাল হৈল উপস্থিত।
আগমন সভাতে যতেক নিমন্ত্রিত॥
গিরিগণ একদিকে সুমেরু সহিত।
কিরিটী মুকুট মাথে অতি সুশোভিত॥
আর দিকে দেবগণ সহ নারায়ণ।
ইন্দ্র চন্দ্র আদি পরি নানা আভরণ॥
আর দিকে মুনিগণ যতেক ব্রাহ্মণ।
আর দিকে নৃত্য গীত বাদ্যকরগণ॥
চতুর্দ্দিকে কত কত দেখে দাঁড়াইয়া।
মধ্যে কুশাসনে গিরি উত্তরাস্য হৈয়া॥
বামদিকে বরাসন পূর্ব্বমুখ করি।
তার দক্ষে প্রজাপতি সঙ্গে বেদ চারি॥
অট্টালিকা উপরে দেখয়ে নারীগণ।
বিবাহ দেখিছে সবে যে পারে যেমন॥

নন্দী আনি মহেশকে আসনে বসায়।
কন্যাকে আনিতে গিরি পঞ্চজন যায়॥
গাম্ভারি কাষ্ঠের পীঠে বস্ত্র আচ্ছাদিয়া।
তাহাতে পার্ব্বতী কন্যা আনে বসাইয়া॥
আসন উপরে দাঁড়াইলা পশুপতি।
প্রদক্ষিণ জ্যাতিয়া করায় ভগবতী॥
পুষ্প দেন হরষে আপনি পুরন্দর।
শঙ্কর শঙ্করী পূজে শঙ্করী শঙ্কর॥
নানা বাদ্য নৃত্যগীত বেদ উচ্চারণ।
কেহ বা প্রণমে কেহ করিছে স্তবন॥
শিরপরে ছত্র ধরে দেব শশোধর।
নারীগণ জয়ধ্বনি দিছে নিরন্তর॥
পাথরে রাখিয়া জল মেনকা সুন্দরী।
তাহে দাঁড়াইয়া ঘরে দেখে চক্ষু ভরি॥
সাতবার গৌরী শিব প্রদক্ষিণ করে।
দিলা পুষ্প বরমালা দেব মহেশ্বরে॥
পার্ব্বতীর গলে মালা দিলা পঞ্চানন।
শুভক্ষণে দোঁহা দোঁহে হইল দরশন॥
স্থাপিলা পার্ব্বতী গিরিবর সন্নিধানে।
হৃষ্টমনে মহেশ্বর বসিলা আসনে॥
সম্প্রদান কালে পুছে গিরি হিমালয়।
তিন পুরুষের নাম কহিবারে হয়॥
শুনি অধোমুখেতে ভাবেন পঞ্চানন।
আমি কহি কহিছেন মরালবাহন॥

নীলকণ্ঠ পুত্র উগ্রকণ্ঠ নামধর।
শ্রীকণ্ঠ তাহার পুত্র শুন গিরিবর॥
তাহার তনয় এহি শিব ত্রিনয়ন।
শুনিয়া হাসিলা দেব দেব পঞ্চানন॥
শুনি গিরি পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া আচমন।
নানা রত্নে মহেশকে করিলা বরণ॥
গিরিদত্ত আচমনী নিয়া পঞ্চানন।
আচমন করি কৈলা ভূতলে ক্ষেপণ॥
সেই জলে করতোয়া নদী উপজিল।
বেগধারা হৈয়া দক্ষ সাগরে মিলিল॥
শিবকরে উমাকর করিয়া অর্পণ।
কন্যা সম্প্রদান কৈলা পর্ব্বতরাজন॥
স্বস্তি বলি মহাদেব করিলা গ্রহণ।
জয় জয় শব্দ হয় সকল ভুবন॥
প্রজাপতি গ্রন্থি বাঁধে উভয় বসনে।
দক্ষিণা কাঞ্চন গিরি দিলা পঞ্চাননে॥
যৌতুক দিলেন বহুবিধ রত্নধন।
অযুতেক রথ দিলা রচিত কাঞ্চন॥
দশাযুত গজ দিলা হয় বহুতর।
দাস দাসী দিলা বহু তৈজস বিস্তর॥
বহুবিধ দিল কত বস্ত্র আভরণ।
নানাধনে সভাজনে করিলা পূজন॥
বরকন্যা কোলে করি নিলা গৃহ মাঝ।
সভা প্রণামিয়া উঠিলেন গিরিরাজ॥

নিজ নিজ বাসস্থানে গেল সর্ব্বজন।
স্ত্রীআচার করে ঘরে যত নারীগণ॥
ভোজন করিলা ক্ষীর দেব দেবেশ্বর।
শয়ন করিলা দিব্য পালঙ্ক উপর॥
পার্ব্বতী সহিতে শিব করিলা শয়ন।
আনন্দে ঘরেতে রহে সীমন্তিনীগণ॥
বাসরে রহিলা শিব পার্ব্বতীর সনে।
কিশোর কিঙ্করে স্থান চাহে এচরণে॥

বাসি বিবাহ।

(পয়ার)

প্রত্যূষ বিহান হৈল রজনী প্রভাত।
উঠিয়া বসিলা দোঁহ গৌরী গৌরীনাথ॥
পার্ব্বতী কহেন প্রভু শুন দয়াময়।
শ্বশুর আলয়ে বাস উপযুক্ত নয়॥
সেহি বটে শুনিয়া কহিলা পঞ্চানন।
স্ত্রীআচার করিতে আইল আয়োগণ॥
শয্যা হইতে উঠিলেন পার্ব্বতী শঙ্কর।
আয়োগণে দিলা গিরি ধন বহুতর॥
জয় জয় দিয়া শয্যা তোলে রামাগণ।
অঙ্গনে হইল বাসি বিহা আয়োজন॥
একাসনে দাঁড়াইলা পার্ব্বতী শঙ্কর।
স্নান করাইছে সবে হরিষ অন্তর॥
জয় জয় দিয়া সবে করাইয়া স্নান।
উত্তম বসন করাইছে পরিধান॥

করে ধরি নারীগণে শঙ্করী শঙ্করে।
জল ধারা দিয়া সপ্ত প্রদক্ষিণ করে ॥
পুনরপি ঘরে গেলা উমা উমাপতি।
স্ত্রীআচার করে সুখে যতেক যুবতী।
নানাবাদ্য বাজে কত দুন্দুভি বাজন।
জয়ধ্বনি করিছে যতেক নারীগণ ॥
বাহিরে আসিয়া শিব আসনে বসিলা।
সর্ব্বজন আসি শিবে প্রণাম করিলা ॥
বিদায় হইছে যত আগমিত জন।
নানাধনে গিরি সবে করে সন্তোষণ ॥
হেম হীরা মতি রত্ন বস্ত্র অলঙ্কার।
হয় গজ রথ গাভী যথাযোগ্য যার ॥
অকাতরে গিরিরাজ করে বিতরণ।
ধন্য ধন্য প্রশংসা করয়ে সর্ব্বজন ॥
ত্রিলোক হেমন্ত রাজে করে পুরস্কার।
গিরীশ সমান দাতা কেহ নাহি আর ॥
তুষ্ট হৈয়া নিজস্থানে গেলা সর্ব্বজন।
ভরিল গিরির যশ এতিন ভুবন ॥
দেব দেবী প্রতিজনে পূজিলা রাজন।
প্রশংসা করেন সবে আনন্দিত মন ॥
ব্রহ্মা ইন্দ্র নারায়ণ শিবে প্রণমিয়া।
পাণি পুটে কহিছেন বিনয় করিয়া ॥
সতী শোক সর্ব্বভাবে হইল মোচন।
দেবগণে সদয় থাকিবে পঞ্চানন ॥

শুনি হাসি কীর্ত্তিবাস আশ্বাস করিলা।
প্রণাম করিয়া সবে বিদায় হইলা॥
নিজ নিজ স্থানে সবে করিলা গমন।
সসম্পদে পরিবারে হৈয়া তুষ্টমন॥
গিরিগণে গিরিরাজ করিলা সম্মান।
সুমেরু সহিতে গেলা নিজ নিজ স্থান॥
মুনি ঋষি ব্রাহ্মণ গেলেন নিজালয়।
নানাদানে বিদায় করিলা হিমালয়॥
নর্ত্তক গায়ক যত বাদ্যকরগণ।
বিদায় হইয়া সবে করিলা গমন॥
আগমিত যত সব হইয়া বিদায়।
গিরিকে প্রশংসা করি নিজস্থানে যায়॥
সগণে মহেশ রহিলেন হিমালয়।
অষ্টাহে মঙ্গল অষ্ট সমাপন হয়॥
সর্ব্বেশ্বরীসুত মন ভজ পঞ্চানন।
শিব শিবা ইচ্ছা হৈল কৈলাশ গমন॥

———o———

কৈলাশ গমন।

(পয়ার)

হিমালয়ে কহিলেন দেব পঞ্চানন।
যাত্রা করি দেহ যাব কৈলাশ ভুবন॥
হিমালয় বলে এহি স্থানে কর বাস।
মহেশ বলেন আমি যাইব কৈলাশ॥

শিবের নিতান্ত মন কৈলাশ যাইতে।
আজ্ঞা দিলা গিরিরাজ যাত্রা করাইতে ॥
মেনকা শুনিলা যাবে গৌরী গৌরীপতি।
কন্যাকে কহেন রাণী করিয়া মিনতি ॥
শুন মা মহেশ সনে রহ এহি স্থান।
পার্ব্বতী কহেন মাতা এ নহে বিধান ॥
বিবাহ হইলে তার সেহি বাসস্থান।
পিতৃঘরে থাকিলে মা না রহে সম্মান ॥
দেখ মা তুমিত নহে আছ পিতৃবাস।
বিদায় করহ আমি যাইব কৈলাশ ॥
তোমার নন্দিনী আমি জানিহ তোমার।
আনিহ আসিব আমি পুন আর বার ॥
নিতান্ত জানিলা গৌরী করিবে গমন।
শুনিয়া আইল যত পুরবাসি জন ॥
নানাজনে নানামত করে অনুরোধ।
মিষ্টভাষে করে গৌরী সবাকে প্রবোধ ॥
নিশ্চয় জানিলা সবে উমার গমন।
যতনে রমণীগণ করে আয়োজন ॥
স্থাপিলা মঙ্গল ঘট সমুখে আসন।
বাম দক্ষে বসিলা পার্ব্বতী পঞ্চানন ॥
গিরিরাজ আসিয়া করিলা আশীর্ব্বাদ।
বিনয়ে কহেন শিবে করি কাকুবাদ ॥
এহি প্রাণ সমা সুতা জন্ম মোর ঘরে।
সমর্পণ করিলাম আপনার তরে ॥

অপরাধ শত শত করিয়া মার্জ্জন।
যতনে করিবা তুমি তনয় পোষণ॥
গিরিবাণী শুনিয়া কহেন পঞ্চানন।
আজি হৈতে যজ্ঞভাগ পাইবা রাজন॥
আমি দেই বর ইথে না কর সংশয়।
গিরি বলে তোমার আজ্ঞাতে সব হয়॥
রামাগণ সবে আসি আশীর্ব্বাদ করে।
আইয়তে থাকহ উমা পতির আদরে॥
চিরজীবি হোক পতি জন্মুক সন্তান।
সর্ব্বসুখে থাক হৌক সম্পদ কল্যাণ॥
পাকা পঞ্চ হরিতকী মেনকা আনিয়া।
গৌরীর আঁচলে দিলা যতনে বাঁধিয়া॥
কহিলা অমৃত ফল খাওয়াইবে শিবে।
এ ফল খাইলে বাছা অমর হইবে॥
দিব্য রথ আনিলা মৈনাক যাবে সনে।
সঙ্গে জয়া বিজয়া চলিলা দুই জনে॥
যৌতুকের যত সব রাখি গিরি বাসে।
রথে চড়ি শিব শিবা চলিলা কৈলাশে॥
যাত্রাকালে মোহে কান্দে মেনকা সুন্দরী।
বিলাপ করিয়া কান্দে যত সহচরী॥
খেলার সঙ্গিনী সব করয়ে রোদন।
জনে জনে হিমসুতা করেন সান্ত্বন॥
খেদ না করিহ কেহ আমার কারণ।
আনিলে আসিব আমি হবে দরশন॥

সকলে সান্ত্বিয়া উমা মায়ে প্রণমিয়া।
জনে জনে করে ধরি বিদায় হইয়া॥
স্বগণে শিবের সনে কৈলাশে চলিলা।
গিরিপুর বাসী সবে শোকেতে মহিলা॥
পাছে পাছে যায় যত পুরবাসিজন।
যাবত রথের ধ্বজা হয় দরশন॥
কতক্ষণে রথধ্বজ হয় অদর্শন।
ফিরি ঘরে গেল যত গিরিপুর জন॥
স্বগণে পার্ব্বতী সনে দেব পঞ্চানন।
উপনীত হইলেন কৈলাশ ভুবন॥
মৈনাক ফিরিয়া আইলা আপন ভবন।
কৈলাশের মঙ্গল পুছয়ে সর্ব্বজন॥
কৈলাশ সম্পদ সব মৈনাক কহিলা।
শুনি রাণী পুরবাসী সনে তুষ্ট হৈলা॥
কৈলাশে রহিলা শিব পার্ব্বতী সহিত।
পরম আনন্দ শিব শিবা হরষিত॥
শিবের বিবাহ কথা শুনে যেইজন।
মঙ্গল করেন তার গৌরী পঞ্চানন॥
মনোগত তার যত পরিপূর্ণ হয়।
শমন শঙ্কট ভয় অনাশে তরয়॥
দ্বিজ কৃষ্ণ কিশোর ভাবিয়া নিস্তারিণী।
রচিল পুস্তক দুর্গালীলা তরঙ্গিণী॥

ইতি শ্রীদুর্গালীলা তরঙ্গিণ্যাং শিব-পার্ব্বতী বিবাহ বিবরণে ত্রয়োদশ তরঙ্গঃ সমাপ্তঃ।

চতুর্দ্দশ তরঙ্গ ।

শিব পার্ব্বতীর বিহার ।

(পয়ার)

নন্দীকে ডাকিয়া কহিছেন মহেশ্বর ।
পুরদ্বারে থাক তুমি হইয়া তৎপর ॥
ভৈরবগণেরে কহ দূরে থাকিবার ।
আসিতে না দিবে বিনে আজ্ঞায় আমার
শিবের আজ্ঞায় নন্দী দ্বারেতে রহিলা ।
ভৈরব বেতাল সব দূরস্থায়ী হৈলা ॥
মহেশ মহেশী দোঁহে আনন্দিত মন ।
মদনতরঙ্গরঙ্গে মাতিলা দুজন ॥
জগত জননী সনে জনক বিহার ।
উচিত বিশেষ নহে বর্ণন তাহার ।
কিঞ্চিত কহিতে হয় প্রস্তাব কারণ ।
নিরাতঙ্কে উভয়ের কামানন্দ মন ॥
দেবমানে পঞ্চদশ বৎসর যাবত ।
দিবা নিশি ভেদ নাহি রসানন্দে রত ॥
সহিতে না পারে ধরা উভয়ের ভার ।
গোরূপা সূর্য্যের স্থানে করিলা গোচর ॥
পৃথিবী কহেন শুন শুন দিনপতি ।
শিবশিবা কৈলাসে করেন মহারতি ॥

দেবমানে পঞ্চদশ বৎসর হইল।
শ্রমজ্ঞান নাহি কার শরীর অটল॥
উভয়ের ভার আমি না পারি সহিতে।
রসাতলে যাই আমি আসিছি কহিতে॥
পৃথিবীকে আশ্বাস করিয়া দিবাকর।
বিশেষ কহিলা সব ব্রহ্মার গোচর॥
শুনি বিধি ডাকিলা সকল দেবগণ।
কহিলেন বিশেষিয়া সর্ব্ব বিবরণ॥
শুন দেবগণ চল কৈলাসে সকলে।
শিবশিবা ভারে ধরা যায় রসাতলে॥
আমাদিগে দেখি হবে লজ্জাবলম্বন।
রক্ষা পায় ধরা হয় রতি সমাপন॥
এ বলিয়া দেব নিয়া গেলেন কৈলাশে।
দেবগণ দেখি কেহ লজ্জা নহে বাসে॥
ভাবেন বিধাতা কি করিব অতঃপর।
জগতের মাতা পিতা উমা মহেশ্বর॥
তিনলোক প্রসবিতা হইলেন যিনি।
সন্তানকে কেন লজ্জা করিবেন তিনি॥
অতএব মনে ভাবি কমলআসন।
লজ্জারূপা ভগবতী করেন স্তবন॥
দ্বিজ কৃষ্ণকিশোর ভাবিয়া নিস্তারিণী।
রচিল পুস্তক দুর্গালীলাতরঙ্গিণী॥

ব্রহ্মা পার্ব্বতীকে স্তব করেন।

(পয়ার)

নমো দেবী বিশ্বময়ী বিশ্বের জননী।
নগেন্দ্রনন্দিনী মাতা শঙ্করঘরনী॥
তোমার আজ্ঞায়ে সর্ব্বসৃষ্টি বিস্তারণ।
অকালে করুণাময়ী না কর হনন॥
তুমি সৃষ্টি কর মাতা আমি উপলক্ষ।
তুমি বিনে নহি তৃণ উৎপাটন শক্য॥
সংসার সকল তুমি হৈয়াছ প্রসব।
তুমি শক্তিযুক্ত শম্ভু বিনে হই শব।
আপন সৃজন মাতা না কর সংহার।
রক্ষ রক্ষ বিশ্বময়ী রক্ষ এ সংসার॥
দয়া করি কর মাতা লজ্জাবলম্বন।
লজ্জা বিনে নহে মাতা সৃষ্টির রক্ষণ॥
বিনা লজ্জা কেহ কারে না করে মাননা।
করিবে বিহার সবে আপনা আপনা॥
তুমি যদি না করিবে লজ্জার রক্ষণ।
ভুবনে না হবে কারো লজ্জার ধারণ॥
নির্লজ্জ হইল যদি সকল ভুবন।
কিরূপে হইতে পারে ধর্ম্ম আচরণ॥
পৃথিবী কাতরা হইয়া রসাতলে যায়।
কিঞ্চিৎ বিশ্রাম মাতা করিতে জুয়ায়॥
তুমি ব্রহ্মময়ী তব অনন্ত আকার।
সকল ভুবনে মাতা তোমার বিহার॥

এ বিহার ভারে ধরা হৈয়াছে বিকল।
ধরিতে না পারে আর যায় রসাতল॥
অনেক যতনে মাতা পৃথিবী স্থাপন।
রসাতল গেলে হয় সর্ব্ব বিনাশন॥
অতএব লজ্জাযুক্তা হও ভগবতী।
দেব উপকারে মাতা রক্ষ বসুমতী॥
দুর্গম দুস্তরে দুর্গা তুমি সে তারিণী।
দয়াময়ী দনুজ দলনী কাত্যায়নী॥
লজ্জাবলম্বন কর জন্মাও সন্তান।
দুরন্ত দুস্তরে দেবে পায় পরিত্রাণ॥
তুমি বিশ্বময়ী মাতা বিশ্ব অন্তর্যামী।
অগোচর কি আছে যে নিবেদিব আমি॥
ব্রহ্মার স্তবনে কৈলা লজ্জাবলম্বন।
দুর্গালীলা তরঙ্গিণী কিশোর রচন॥

কার্ত্তিকের জন্ম।

(পয়ার)

ব্রহ্মার স্তবনে মাতা লজ্জিতা হইয়া।
ত্রস্ত হৈয়া উঠিলেন রতি ক্ষান্ত দিয়া॥
শক্তিবীর্য্যে হৈল মহা ভৈরব উৎপত্তি।
দ্বারে পুত্র রাখি পুরে গেলা ভগবতী॥
শিববীর্য্য পতন হৈল ততক্ষণ।
ব্রহ্মা কহিছেন ধর দেবতা পবন॥

রজযুক্ত না হইলে না হবে সন্তান।
রজযুক্ত কর তুমি করিয়া সন্ধান॥
ব্রহ্মার আজ্ঞায় তেজ উড়ায় পবন।
ত্রিভাগ শিবের বীর্য্য হইল তখন॥
এক ভাগ তেজ রহিলেক সেই স্থান।
অদ্যাপি পারদ কুণ্ড আছে বর্ত্তমান॥
একভাগ বায়ু করে অনলে ক্ষেপন।
সেহি ভাগে উপজিল উত্তম কাঞ্চন॥
আর ভাগ তেজ বায়ু উড়ায় ত্বরায়।
রজযুক্ত করিবারে চাহিয়া বেড়ায়॥
হেন কালে চন্দ্রের বনিতা ছয় জন।
স্নান তরে সরোবরে যায় শরবন॥
পুনর্ব্বসু পুষ্যা আর কৃত্তিকা রোহিণী।
মৃগশিরা আর্দ্রা ছয় চন্দ্রের কামিনী॥
ঋতুবতী সেই দিন কৃত্তিকা আছিল।
যোনিপথে বায়ু তেজ গর্ত্তগত কৈল॥
ধরিতে কৃত্তিকা তেজ গর্ব্ভে না পারিল॥
কাষ্ঠকোষে ততক্ষণে নিক্ষেপ করিল॥
ক্রমাগতে দশদণ্ড হইল পূরণ।
জন্মিল সুন্দর পুত্র সর্ব্ব সুলক্ষণ॥
পুত্র দেখি কৃত্তিকা তুলিয়া নিল কোলে।
যতনে দিলেক স্তন বদন কমলে॥
আর পঞ্চজনে স্তন মুখে দিতে মন।
বুঝিয়া বালক হইলেক ষড়ানন॥

শিবের সন্তান যদি উৎপত্তি হ।ল
অকস্মাৎ তারকের মুকুট খসিল॥
অসম্ভব হবে শক্র মনে নহে গণে।
করিছে তুমুল রণ মুচকন্ধ সনে॥
বিধাতা জানিলা শিবসন্তান উৎপত্তি।
কৃত্তিকার স্থানে হৈতে নিলা শীঘ্রগতি॥
ব্রহ্মলোকে নিলা ব্রহ্মা শিবের তনয়।
সর্ব্বদেবগণে দেখি হরিষ হৃদয়॥
দেবগণে বলে শুন কমলআসন।
কৈলাসে বালক নহে দিবা এহিক্ষণ॥
কি জানি সুন্দর পুত্র ভুবনমোহন।
না দেন ভবানী যদি করিবারে রণ॥
তবে বল কিরূপে তারক হবে নাশ।
তারক বধিয়া পরে যাবেন কৈলাশ॥
বিধাতা বলেন ভাল এহি যুক্তি হয়।
ব্রহ্মলোকে রহিলেন শিবের তনয়॥
কার্ত্তিকী পূর্ণিমা দিনে শিবসুত হয়।
যে শুনে জন্ময়ে তার উত্তম তনয়॥
অপুত্রে শুনয়ে যদি হৈয়া ভক্তিমতি।
অবশ্য জন্ময়ে তার সন্তান সন্ততি॥
দুর্গানাম ভবার্ণব তরিতে তরণী।
দ্বিজরায় বলে তারো ত্রিলোক জননী।

কার্ত্তিকের বীর-সজ্জা।

(পয়ার)

শিবস্থত ব্রহ্মলোকে শুনি নারায়ণ।
দেখিতে আইলা হরি গরুড় বাহন॥
প্রণমিয়া ব্রহ্মা দিলা আদরে আসন।
বালক দেখিয়া তুষ্ট কমল লোচন॥
ব্রহ্মা কহিছেন নাম করহ করণ।
বালকের নাম রাখিছেন নারায়ণ॥
কৃত্তিকা হইতে যেই হৈল উপাদান।
কার্ত্তিকেয় নাম তেই জানিবে প্রধান॥
শরবনে জন্ম শরজন্ম তেকারণ।
ছয় মুখ হেতু নাম হৈল ষড়ানন॥
তারকের অরি নাম তারকস্থদন।
কুমার স্কন্দাদি নাম পার্ব্বতীনন্দন॥
নাম রাখি বৈকুণ্ঠে গেলেন লক্ষ্মীপতি।
অস্ত্রশস্ত্র শিক্ষা করায়েন প্রজাপতি॥
মানসে উত্তম অস্ত্র করিয়া স্থজন।
পার্ব্বতীনন্দনে সব করান গ্রহণ॥
মহাবল পরাক্রম শিবের তনয়।
অস্ত্রশস্ত্রে পণ্ডিত হইলা অতিশয়॥
আরদিন প্রজাপতি কহেন কুমারে।
অসুর সহিতে হবে যুদ্ধ করিবারে॥
তারক অসুর বধ হবে তোমা হনে।
বল শুনি যাইতে পারিবা কি না রণে॥

কার্ত্তিক বলেন যাব আনহ বাহন।
আমার বীরত্ব পারে করিতে ধারণ॥
উড্ডীয় গমন শক্ত গতি শীঘ্রতর।
বলবান হয় হয় গমন তৎপর॥
শুনি বিধি মানসে করিয়া আরাধন।
সুন্দর ময়ূর পাখী করিলা সৃজন॥
নীলগিরি সম পাখী মহাবলধান।
দেখিয়া কার্ত্তিক হৈলা সন্তোষিত মন॥
বিধিকে কহেন দেহ করি আয়োজন।
বধিতে তারকাসুর করিব গমন॥
শুনি বিধি তুষ্ট হৈয়া ইন্দ্রকে কহিলা।
সর্ব্বদেবগণ সনে বাসব আইলা॥
স্বগণে কমলানাথ আইলা আপনে।
সর্ব্বদেব সমারোহ ব্রহ্মার সদনে॥
হেম সিংহাসনে বসাইয়া ষড়ানন।
অভিষেক করিছেন ব্রহ্মা নারায়ণ॥
সর্ব্বতীর্থজলে স্নান করায়ে কুমার।
বীর আভরণ সব দিছেন অপার॥
ভুবন মোহন রূপ পার্ব্বতী তনয়।
পুরুষ ত্রিলোকে যার রূপ তুল্য নয়॥
তিন লোকে রূপের তুলনা নাহি আর।
সকলে উপমা সেহি সে উপমা কার॥
বীরধটী কটী আটি করে পরিধান।
কিরিটী কুণ্ডল দিব্য কবচ শোভন॥

সাজিলেন ষড়ানন দেব সেনাপতি।
মহাবল পরাক্রম শিখী পরে গতি ॥
সর্ব্বদেবতেজে দিব্য শক্তি নির্ম্মাইয়া।
ষড়াননে দিলা ব্রহ্মা যতন করিয়া ॥
যেমন পুরুষ বীর তেমনি বাহন।
দক্ষকরে শক্তি বামে ফলক ধারণ ॥
পৃষ্ঠে ধনু তূণ বাণ সাজে মহাবল।
দেব সেনাপতি বীর সমরে অটল ॥
সবাহনে সগণে সাজিয়া দেবগণে।
ষড়ানন সঙ্গে চলে তারকের রণে ॥
দ্বিজ কৃষ্ণ কিশোর ভাবিয়া নিস্তারিণী।
রচিল পুস্তক দুর্গালীলা তরঙ্গিণী ॥

যুদ্ধে গমন।

(চৌপদী)

চলে ষড়ানন শিখি আরোহণ
রণ রঙ্গ মন দেবের আগে।
যত দেবগণ চলে সবাহন
সহ নারয়াণ পশ্চাত ভাগে ॥
গরুড়ে মুরারি চক্র গদাধারী
রণ অনুসারি বৈষ্ণব গণে।
সবে চারিকর পরম সুন্দর
বিষ্ণু অস্ত্রধর যুঝিতে মনে ॥

ঐরাবতপর দেব পুরন্দর
ধনুর্বজ্র কর সুরগণ সনে।
হয় গজ রথ আচ্ছাদিত পথ
যুদ্ধ মনোরথ তারক সনে॥
মহিষ বাহন চলিলা শমন
স্বসৈন্য স্বগণ কিঙ্করচয়।
বরুণ পবন ধনদ হুতাশন
সশঙ্কিত মন স্বসৈন্যময়॥
শনি ভূমিসুত নানাবাণ যুত
অযুত অযুত দেবতা যত।
সাজিল অমর করিতে সমর
বেগ খরতর সমর রত॥
করে ধনুর্ব্বাণ উড়িছে নিশান
ডাকে হান হান মার অসুরে।
রণবাদ্যচয় সঘনে বাজয়
উপনীত হয় তারকপুরে॥
মুচকুন্দ সনে সমর অঙ্গনে
তারক আপনে সমর করে।
রাজার পশ্চাতে অস্ত্র শস্ত্র হাতে
আইল সাক্ষাতে দেখে অমরে॥
কোপে অতিশয় অসুর দুর্জ্জয়
মনে করে ভয় দেবতা কহি।
মুনিমণি নাথ করি জোড়হাত
বলিছে শ্রীনাথ তরাইলে তরি॥

তারকের যুদ্ধ

(পয়ার)

মুচকন্দ পশ্চাতে দেখিয়া দেবগণ।
ধাইল অসুর সেনা করিবারে রণ॥
ধর ধর মার মার ডাকে অনিবার।
মার দেবগণ রণে রক্ষা নাহি আর॥
শেল শুল জাঠা টাঙ্গি মারে ঘন ঘন।
পরশু পট্টিশ শক্তি করে বরিষণ॥
ধনু ধরি হানে কেহ বাণ খরশান॥
নানাবাণ বীরভাগে করিছে সন্ধান॥
দেবগণ পশি রণ মারিছে অসুর।
বাণ সারি বাণ মারি কাটিছে প্রচুর॥
চক্রে নারায়ণ কত করিছেন ক্ষয়।
বজ্রাঘাতে মঘবান মারে বীরচয়॥
দণ্ডে যম করিছেন অসুর বিনাশ।
বরুণ নাশিছে কত হানি নাগপাশ॥
কোটী কোটী কার্ত্তিক মারিছে শক্তি ঘায়।
স্থির হৈতে নারে সেনা ভঙ্গ দিয়া যায়॥
সৈন্যক্ষয় দেখি কোপে তারক দুর্ব্বার।
সর্ব্বদেব সনে রণ করে অনিবার॥
তারক দেখিয়া কোপে পার্ব্বতীকুমার।
শিখীপরে আগুসরে রণ করিবার॥
পাথসাঠে শিখি উড়াইছে বীরগণ।
চঞ্চু্ঘাতে মারে কত অসুর জীবন॥

পদনখে হানিয়া মারিছে কত শত।
কোটী কোটী অসুর হইছে রণে হত॥
মহাবাতে ভাঙ্গে যেন কদলীর বন।
পদ্মবন ভাঙ্গে যেন উন্মত্ত বারণ॥
হেনমতে হইছে অসুরসেনা ক্ষয়।
রণভূমে রক্তনদী বেগধারা বয়॥
কোপে বীর তারক টানিয়া শরাসন।
কার্ত্তিক উপরে করে বাণ বরিষণ॥
বাণ নিবারিয়া বীর পার্ব্বতীনন্দন।
তারক উপরে করে শক্তি নিক্ষেপন॥
বায়ুভরে চলে শক্তি উঠিল গগন।
ঝলকে ঝলকে মুখে জ্বলে হুতাশন॥
শক্তি নিবারিতে বীর মারে যত বাণ।
শক্তিতেজে হয় অর্দ্ধপথে সমাধান॥
অবারিত মহাশক্তি না হৈল বারণ।
গর্জ্জিয়া তারকবুকে হইল পতন॥
বুকেতে পড়িয়া শক্তি পৃষ্ঠে হইল পার।
রথপরে পড়ে বীর দেখি অন্ধকার॥
তারক বধিয়া শক্তি আইল ত্বরায়।
সরথে তারক নিয়া সারথি পলায়॥
তারক পড়িল রণে অসুরে দেখিয়া।
ভঙ্গ দিয়া চতুর্দ্দিকে যায় পলাইয়া॥
তারক বিনাশে দেবগণে জয় জয়।
ধন্য ধন্য প্রশংসয়ে মহেশতনয়॥

সর্ব্ব দেবগণ আসি হৈলা এক স্থান।
বহুবিধ ষড়াননে করিলা সম্মান॥
তোমার প্রসাদে আজি দূর হৈল ভয়।
ভুবন বিজয় তুমি মহেশ তনয়॥
আর যদি কোন দুষ্ট অসুর জন্ময়।
তাহাকে নাশিবে হৈয়া দেবের সহায়॥
অঙ্গীকার করিলেন পার্ব্বতীনন্দন।
শুনি তুষ্ট হৈলা ইন্দ্র আদি দেবগণ॥
মুচকন্দ রাজা আসি দেবে প্রণমিলা।
সমাদর করি দেবে আলিঙ্গন দিলা॥
ধন্য ধন্য রাজা কৈলা দেব উপকার।
তারক বিনাশ হৈল প্রসাদে তোমার॥
কার সাধ্য এতকাল করে হেন রণ।
ধন্য ধরাপতি রাজা তুমি মহাজন॥
তোমার গুণের ধার না যায় শোধন।
বর লহ মহীপতি যেহি ইচ্ছা মন॥
রাজা বলে বহুদিন হৈল করি রণ।
দিবানিশি অনিবারে করি জাগরণ॥
নিদ্রা যাই মনে হয় শুন দেবগণ।
ভস্ম হয় অকালে যে করিবে চেতন॥
দেবে বলে তথাস্তু চেতন যবে হয়।
দেহ তেজি ভূপতি আসিবে দেবালয়॥
বিদায় হইলা রাজা দেবে প্রণমিয়া।
পর্ব্বতগভরে রহে শয়ন করিয়া॥

ইতঃপর কার্ত্তিকের কৈলাসে গমন।
দুর্গালীলাতরঙ্গিণী কিশোর রচন॥

কার্ত্তিকের পরিচয়।

(ত্রিপদী)

তারক হইল হত নির্ভয় দেবতা যত
সহ ইন্দ্র ব্রহ্মা নারায়ণ।
জনক জননী স্থানে কার্ত্তিকেয় সম্প্রদানে
চলিলেন কৈলাশ ভুবন॥
শিবশিবা একাসনে বসি রস আলাপনে
হেনকালে আইল দেবগণ।
বিষ্ণুকোলে ষড়ানন সঙ্গে সর্ব্ব দেবগণ
ইন্দ্র আদি কমলআসন॥
কার্ত্তিক সমুখে দিয়া শিবশিবা প্রণমিয়া
পরিচয় দেন নারায়ণ।
এই যে ভবানী ভব জনক জননী তব
প্রণাম করহ ষড়ানন॥
পুত্র দেখি ভগবতী হইয়া সন্তোষ অতি
কোলে নিয়া মুখে দিলা স্তন।
বসিয়া মায়ের কোলে মহানন্দ কুতুহলে
দুগ্ধ খান তারকসূদন॥
স্তনপদ্ম হৈতে মার তেজিত প্রথম ধার
ত্রিস্রোতা হইল নদী তায়।

স্রোত খর বেগবতী মহাভয়ঙ্কর অতি
দক্ষিণ সাগর সঙ্গ পায় ॥
উমাকোলে ষড়ানন দেখি দেব নারায়ণ
আনন্দে ভাবেন মনে মন।
ইতোধিক ভাগ্য নাই কোলে বসি ক্ষীর খাই
পাই যদি কার্ত্তিক যেমন ॥
বিষ্ণুর বুঝিয়া মতি স্বীকার করিলা সতী
নারায়ণে দিতে স্তন পান।
মানসেতে আরাধন মানসেতে সমাপন
অন্য কেহ না পায় সন্ধান ॥
শৈলসুতা পঞ্চানন প্রণমিয়া দেবগণ
নিজস্থানে গেলা সর্ব্বজন।
শিব শিবা তুষ্টমন পেয়ে পুত্র ষড়ানন
সুখে বাস কৈলা স্বভুবন ॥
অনেক তপস্যাপর উমা পেয়ে মহেশ্বর
বিহার বাসনা বহু হয়।
উভয় আনন্দ মতি প্রেম পুলকিত অতি
কার্ত্তিক পাঠাইলা হিমালয় ॥
শঙ্কর শঙ্করী সনে বিহার অনেক স্থানে
যখন যেমন মনে লয়।
ভক্তিমুক্তি বিধায়িনী দুর্গালীলাতরঙ্গিণী
কৃষ্ণকান্ত রায়ানুজে কয় ॥

——o——

শিব পার্ব্বতীর বিহার।

(তোটক ছন্দ)

সদা শঙ্কর শঙ্করী রঙ্গ মনে।
ক্ষণে হেমঘরে ক্ষণে পুষ্পবনে॥
কভু উদ্যানে কাননে সিন্ধুতটে।
কভু ঘোর বিপিনে নদীনিকটে॥
কভু পর্ব্বত গহ্বরে বৃক্ষতলে।
কভু শিখরে বিহরে ভূমণ্ডলে॥
কভু কৈলাশে কাশীতে গঙ্গাতীরে।
কভু শ্রীশৈল সমীপ বনে ফিরে॥
কভু ফুল বকুল রচিত মালা।
গলে দিয়া হেরিছেন শৈলবালা॥
কভু অশেষ কুসুমে হার করি।
উমা গলে দিয়াছেন ত্রিপুরারি॥
হয় উভয় উভয় মন সুখ।
হেরে দুজনে দুজন রঙ্গে মুখ॥
গাঁথি উভয়ে সুন্দর পুষ্পহার।
দিচ্ছে প্রেম পুলকে গলে দোঁহার॥
দোঁহ দোঁহার নয়নতারা যেন।
সদা হেরেন নেত্রে মিলি নয়ন॥
ক্ষণ কাল কেহ কারো ছাড়া নহে।
ক্ষণে রঙ্গে বসি রসকথা কহে॥
ক্ষণে গগনে ভুবনে কেলি করে।
দোঁহ মন মগন আনন্দ ভরে॥

বহুস্থান বিহরি গেলা কাশীতে।
বসি অন্তগৃহে উমা সহিতে॥
পুছে শঙ্করী কহত ত্রিনয়ন।
স্থান আছে কি আর কাশী সমান॥
শিব কহেন একাম্রবন আছে।
পুরুষোত্তমবাসের ক্ষেত্র কাছে॥
শুনি শঙ্করী সেস্থানে গিয়াছিলা।
বিহরিলা যেখানেতে রাসলীলা॥
শিব শঙ্করী বিহার গুপ্ত কথা।
রাসলীলা বিরচিব ব্যক্ত যথা॥
কাশী হৈতে চলে উমা পঞ্চানন।
গেল শ্রীশৈল সমীপ রম্যবন॥
অতি সুন্দর কানন মনোহর।
জগদীশ্বরী দেবর তার হর॥

গণেশ জন্ম।

(পয়ার)

শ্রীশৈল সমীপ দিব্য মনোরম বন।
নানাজাতি তরুলতা কুসুম শোভন॥
শাল তাল পিয়াল হিন্তাল হরিতকী।
বক বিল্ব বকুল চম্পক আমলকী॥
কাঞ্চন পনস আম্র পলাশ খর্জ্জুর।
নারিকেল আম্রাতক গুবা বিজপুর॥

বহুবিধ ফল ফুল শোভিত কানন।
দেখিয়া হরষ হৈল মহেশের মন॥
দিব্য মনোরম পুর করিয়া নির্ম্মাণ।
পার্ব্বতী সহিতে করিলেন অবস্থান॥
নানাফুল বনে হৈতে আনিয়া যতনে।
নানা আভরণ হার নির্ম্মাণ আপনে॥
ভবানীর অঙ্গে ফুল আভরণ দিয়া।
আনন্দে হেরেন হর নয়ন ভরিয়া॥
আরদিন মহেশ গেলেন দূরবনে।
তুলিতে কুসুম পার্ব্বতীকে দিতে মনে॥
অনেক কুসুম বনে দেখি মনোহর।
আনন্দ মগনে ফুল তুলিছেন হর॥
যাতি যূতি লবঙ্গ মালতী শেফালিকা।
শ্বেত রক্ত নীল পীত তোলেন মল্লিকা॥
চাঁপা নাকেশ্বর জবা অশেষ প্রকার।
কাঞ্চন রঙ্গন রক্ত সেমন্তি অপার॥
শঙ্কর তোলেন ফুল ভৈরব সহিত।
অনেক কুসুম দেখি হৈয়া আনন্দিত॥
ভৈরব সহিত শিব গিয়াছেন বনে।
পার্ব্বতী আছেন ঘরে পথ নিরীক্ষণে॥
হরিদ্রা সতৈল অঙ্গে করিয়া লেপন।
স্নান করিবারে তারা করিছেন মন॥
শূন্য ঘর রাখি স্নানে যাবেন কেমনে।
শিবের বিলম্ব হৈল ঘরে আগমনে॥

একাকিনী ঘরে বসি শরীর মলিয়া।
গুটিকা করিলা দেবী হরিদ্রা তুলিয়া॥
করে করি বসি মনে হইল স্মরণ।
স্তনপান প্রার্থনা করিছে নারায়ণ।
হরিদ্রাতে করিলেন পুত্তলি নির্ম্মাণ।
লম্বোদর চারিকর তৃতীয় নয়ন॥
পরম সুন্দর কৈলা সর্ব্ব অঙ্গ দিয়া।
স্তন পাশে নিলা মনে বিষ্ণুকে ভাবিয়া॥
ইচ্ছায় হইল তাহে বিষ্ণু অধিষ্ঠান।
পুত্তলি হইয়া পুত্র করে স্তন পান॥
পুত্র দেখি শঙ্করী আনন্দ অতিশয়।
স্তনপানে বলবান্ হইল তনয়॥
পুত্রকে কহেন বাছা রাখ পুরদ্বার।
আমি যাই সরোবরে স্নান করিবার॥
আমি না আইলে কারো আসিতে না দিবে।
পুরে কেহ নাহি দ্বার যতনে রাখিবে॥
শূল হাতে দিয়া পুত্র রাখি পুরদ্বারে।
সরোবরে গেলা গৌরী স্নান করিবারে॥
হেন কালে হইছে শিবের আগমন।
সর্ব্বেশ্বরীতনয়ে তারহ পঞ্চানন॥

গণেশের গজমুণ্ড।

(পয়ার)

দ্বারে পুত্র রাখি স্নানে গেলেন ভবানী।
হেন কালে বনে হইতে আইলা শূলপাণি॥

পুরে যাইতে উদ্যত হইলে পঞ্চানন।
শূলহাতে গৌরীসুত করিছে বারণ॥
অরে বেটা তোরা কেটা থাকিস কোথায়।
পুরে যাইতে চাহিস কাহার অভিপ্রায়॥
বালকের বিক্রম দেখিয়া পঞ্চানন।
কোপ করি করিলেন শূল নিক্ষেপন॥
শিবের সংহার শূল নিস্তার কি তায়।
শূলাঘাতে শিশুমুণ্ড ভস্ম হৈয়া যায়॥
মুণ্ডভস্ম হৈয়া গেল অশির হইল।
শূলহাতে দেহ দ্বারে দাঁড়ায়ে রহিল॥
রুধিরেতে শোণভদ্র নদের উৎপত্তি।
পুর মধ্যে প্রবেশ করিলা পশুপতি॥
স্নান করি ঘরে উমা আইলা ত্বরিত।
দেখেন দ্বারেতে পুত্র মস্তক বর্জ্জিত॥
দেখিয়া কুপিলা দেবী নগেন্দ্রনন্দিনী।
কোপে কাঁপে কলেবর সংহার কারিণী॥
কহেন শঙ্করে কহ কহ পঞ্চানন।
কে করিল পুত্রে মোর মস্তকছেদন॥
শীঘ্র কহ শুনি আমি হেন শক্তি কার।
ক্ষণেকে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড করিব সংহার॥
কোপ দেখি বিনয়ে কহেন পঞ্চানন।
আমি নহে জানি এ যে তোমার নন্দন॥
পুর প্রবেশিতে মোরে করিতে বারণ।
কোপ হৈল করিয়াছি শূল নিক্ষেপন॥

ক্ষমা কর কোপ আমি জিয়াই কুমার।
তোমার পুত্রকে মারে হেন শক্তি কার॥
কিঞ্চিত তোমার দয়া যার তরে হয়।
ত্রিভুবন মধ্যে তার কারো নাহি ভয়॥
তোমার পুত্রের কেন হইবে মরণ।
ক্ষমা কর বালক বাঁচিবে এইক্ষণ॥
শিবের কথাতে দেবী কহেন কোপিয়া।
ভাল চাহ দেহ পুত্র শীঘ্র বাঁচাইয়া।
নন্দীকে কহেন হর মুণ্ড আনি দেহ।
উত্তর শিরসি নিদ্রা যায় যদি কেহ॥
মহেশের আজ্ঞাতে চলিল নন্দীবর।
করে করি লইল পরশু খরতর॥
মুণ্ডের কারণ বনে করিছে ভ্রমণ।
দেখিল উত্তর শিরে গজের শয়ন॥
উত্তর শিয়রে যেহি শয়ন করয়।
তার মুণ্ড ছেদনে পাতক নহে হয়॥
অতএব গজমুণ্ড কাটি নন্দীবর।
শিবের সম্মুখে আনি দিলা শীঘ্রতর॥
বাম করে মুণ্ড ধরি দেব ত্রিলোচন।
বালকের স্কন্ধে মুণ্ড করিলা যোজন॥
ত্রিনয়ন করি কৈলা জল অভ্যুক্ষণ।
স্কন্ধে মুণ্ড জোড়া লাগি পাইল চেতন॥
জানিলেন মহাদেব পুত্র নারায়ণ।
কোলে নিয়া কহিছেন বিনয় বচন॥

শুন বাছা অপরাধ হৈয়াছে আমার।
বিনা অপরাধে মুণ্ড নাশিছি তোমার।
অতএব বর দেই শুনহে তনয়।
সগণে তোমার স্থানে হব পরাজয়॥
এই হেতু বাণ যুদ্ধে ভঙ্গ পঞ্চানন।
অথবা শিবকে জয় করে কোনজন॥
পুত্র কোলে করি পুরে গেলা শূলপাণি।
গজমুণ্ড দেখি সুতে কহেন ভবানী॥
পরম সুন্দর পুত্র আছিল আমার।
গজমুণ্ড দিয়া কৈলা বিকৃতি আকার॥
মহেশ কহেন এই স্বরূপ ইহার।
কহিলেন বিমর্শিনীকরিয়া বিস্তার॥
সর্ব্বদেব অগ্রে হবে ইহার পূজন।
তুষ্ট হৈয়া কোলে উমা লইলা নন্দন॥
কোলে করি বালক করান স্তন পান।
যে শুনে তাহার হয় উত্তম সন্তান॥
রায়কৃষ্ণমঙ্গলতনয় দ্বিজে কয়।
দুর্গালীলা তরঙ্গিণী সুধারসময়॥

———:———

কৈলাস গমন।

(পয়ার)

পুত্র দেখি পার্ব্বতী শঙ্কর তুষ্ট মন।
পরম সুন্দর শিশু গজেন্দ্রবদন॥
উভয়ের প্রিয়পুত্র স্থস্থির সুমতি।
লম্বকর্ণ নাম রাখিলেন ভগবতী॥

লালন করেন পুত্র প্রিয় ভক্তিমান।
করতালি দিয়া কভু অঙ্গনে নাচান ॥
ক্ষণে কোলে করিয়া করান স্তন পান।
পুত্র নিয়া সুখবাস যেমন বিধান ॥
কত দিন এহি রূপে করিয়া বিহার।
ইচ্ছা হৈল উভয়ে কৈলাস যাইবার ॥
বনে বনে স্থানে স্থানে কিফল ভ্রমণ।
করিব সম্পদ সুখ কৈলাস ভুবন ॥
ভাবিয়া তনয় নিয়া শঙ্করী শঙ্কর।
সগণে চলিলা দোঁহে কৈলাস শিখর ॥
পথে হৈতে হিমপুরে পাঠাইয়া দূত।
সঙ্গে করি নিলা প'প ষড়ানন সুত ॥
লম্বকর্ণ কার্ত্তিক অগ্রেতে চলি যান।
পশ্চাতে পার্ব্বতী শিব করিলা পয়াণ ॥
দুই পুত্র করে করে করিয়া ধারণ।
মহেশ মহেশী যান কৈলাস ভুবন ॥
পথে উমা জিজ্ঞাসেন কহ মহেশ্বর।
কোন পুত্র হইবেক গণের ঈশ্বর ॥
মহেশ কহেন এহি বুঝি অনুভবে।
গণের ঈশ্বর এই লম্বকর্ণ হবে ॥
শুনি ততক্ষণে কহিছেন ষড়ানন।
লম্বকর্ণ গণেশ হইবে কি কারণ ॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র আমি না হইব গণেশ্বর।
কোন গুণে গণেশ হইবে লম্বোদর ॥

বিকৃতি আকার যার গজের বদন।
অল্পবল প্রধান হইবে কি কারণ॥
মহেশ বলেন এ বলের কর্ম্ম নয়।
যাহার যেমন পুণ্য সে তেমন হয়॥
কার্ত্তিক কহেন পিতা কহ শুনি তাই।
কি পুণ্য হইলে গণনাথ হৈতে পাই॥
শঙ্কর কহেন করে পৃথিবী ভ্রমণ।
সাড়ে তিন কোটী তীর্থ করে দরশন॥
প্রদক্ষিণ ধরণী করিলে তিন বার।
গণনাথ হৈতে তার হয় অধিকার॥
কার্ত্তিক কহেন ভাল এহি কথা হয়।
দেখি ধরা প্রদক্ষিণ কে আগে করয়॥
মহাবল কার্ত্তিক দেবের সেনাপতি।
ময়ূর বাহন তাহে বায়ুভরে গতি॥
প্রণাম করিয়া মাতা পিতার চরণে।
পথ হৈতে চলিলেন পৃথিবী ভ্রমণে॥
লম্বোদর পুত্র নিয়া পার্ব্বতী শঙ্কর।
গণসনে উপনীত কৈলাস শিখর॥
দ্বিজ কৃষ্ণকিশোর ভাবিয়া নিস্তারিণী।
রচিল পুস্তক দুর্গালীলাতরঙ্গিণী॥

কৈলাস পুর।

(লঘু ত্রিপদী)

কৈলাস শিখর উমা মহেশ্বর
আইলা লম্বোদর সনে।
যত শিব গণ আসি জনে জন
প্রণাম করে চরণে॥

বিভব বিস্তার বাসনা দোঁহার
হৈল পুরী মনোরম।
অমরা ভুবন ব্রহ্ম নিকেতন
বৈকুণ্ঠ না হয় সম॥
পুর বহির্ভাগ কল্পতরু বাগ
বেষ্টিত ভুবন বন।
রত্ন তরুবর মণি ফলধর
পত্র প্রবালবরণ॥
পুষ্প মনোহর হীরক সুন্দর
নিত্য নববেশ তায়।
করিলে প্রার্থনা পূরায় কামনা
তরুতে যে যেহি চায়॥
রত্ন বদ্ধমূল নিত্য ফল ফুল
অটল অমল তায়।
দেখিতে উজ্জ্বল করে ঝল মল
শোভার নাহিক পার॥
রতন প্রাচীর বেষ্টিত পুরীর
নানা মণি লাগে তায়।
চত্তর বিস্তর হাজার হাজার
থরে থরে শোভা পায়॥
রজত কাঞ্চন গৃহ বিরচন
স্তম্ভ মরকত মণি।
মুকুতার ঝরা সারি সারি করা
অঙ্গন শিলা গাথনী॥

ফটীক প্রবাল সারি করা ভাল
গৃহের বেদীর ঠাট।
দ্বারে মতিজাল মণি রত্ন মাল
হেম রচিত কপাট॥
শ্বেত নীল পীত লোহিত অসিত
পাথরে শোভিছে পুর।
নানামণি তায় তেজে শোভা পায়
ছটা প্রকাশিছে দূর॥
পশ্চিমে ভাণ্ডার নানা ধনাগার
সংখ্যা না তাহার হয়।
তিন লোকে ধন দাতা পঞ্চানন
বিনে আর কেহ নয়॥
দীঘি সরোবর তড়াগ বিস্তর
বাঁধা মণিময় ঘাট।
থাকে থাকে থাকে মণি লাখে লাখে
সুন্দর সোপান পাট॥
কত স্থানে স্থান উড়িছে নিশান
ধ্বজ চামর বিতান।
জড়িত জড়িত ঝম ঝমকিত
উপমা রহিত স্থান॥
কৈলাস সমান আর নাহি স্থান
সীমা কি বর্ণিব তার।
কিঞ্চিত বর্ণন করিল রচন
রত্নমণি জায়া যার॥

কৈলাস বিভব।

(ত্রিপদী)

অন্তঃপুর মনোহর শ্রীমণিমন্দির ঘর
মণি বেদী তার মধ্যে সাজে।
হেম সিংহাসন পর বসি উমা মহেশ্বর
দোঁহরূপে ভুবনে বিরাজে॥
সেবা করে অষ্টসখী অভিপ্রায় উপলখি
মাহেশ্বরী কৌমারী বৈষ্ণবী।
ভুবনমোহিনী তার পরিচর্য্যা করে আর
একজনে অষ্টম ভৈরবী॥
নানা আভরণ পরে স্বর্ণদণ্ড অসি ধরে
কারো করে চামর ব্যজন।
তাম্বুল আধার স্বর্ণ কর্পূর গুবাক পর্ণ
দেয় কেহ করিয়া যতন॥
ভৃঙ্গারে যোগায় জল পরিচর্য্যা কুতূহল
অপর নায়িকা বহুতর।
স্নান জল আনয়নে এক তীর্থ একজনে
সাড়ে তিন কোটী নিরন্তর॥
আর কত শত শত সেবা পরিচর্য্যারত
সুন্দরী মোহিনী সখীচয়।
ক্ষেমবতী প্রতিজনে সৃষ্টি স্থিতি বিনাশনে
নয়ন ভঙ্গীতে কত হয়॥

অন্তঃপুরে দ্বার যত　　ভৈরবী প্রহরী তত
খড়্গ চর্ম্ম শূল শক্তি ধরে।
ভুবনমোহিনী সব　　রূপসীমা কিবা কব
কটাক্ষে যোগীর মন হরে॥
অপর পুরের দ্বার　　ভৈরব প্রহরী তার
শেল শূল নানা অস্ত্র ধরে।
সুবেশ সুন্দর কায়　　মহাবলবান তায়
কোপিলে ভুবন নাশ করে॥
ভৈরব বেতাল তাল　　নন্দী ভৃঙ্গী মহাকাল
অসংখ্য ভৈরব স্থানে স্থান।
দ্বারে দ্বারে কত শত　　কুষ্মাণ্ড বটুক কত
কার শক্তি করে পরিমাণ॥
প্রধান ভৈরব যত　　একে পরিচর্য্যা রত
প্রেত ভূত হাজারে হাজার।
লক্ষ লক্ষ ভয়ঙ্কর　　খড়্গশূলশক্তিধর
রক্ষক পুরের চারিদ্বার॥
পর্ব্বত বাহির স্থানে　　সাড়ে তিন কোটী মানে
রক্ষানিষ্ঠ উন্মত্ত ভৈরব।
সবে সদানন্দময়　　নাহি কারো লাজ ভয়
দিগম্বর ভয়ানক সব॥
স্থানে স্থানে নৃত্য গীত　　বাদ্য সুমঙ্গল রীত
জয় জয় কোলাহল রব।
দুঃখ শোক বিবর্জ্জিত　　আনন্দ পুর্ণিত চিত্ত
পরিপূর্ণ মহা মহোৎসব॥

বাজে গাল করতাল প্রথম ভৈরব কাল
শিবগুণ গায় নিরন্তর।
দুঃখের নিতান্ত নাশ মহানন্দ সুপ্রকাশ
বাস যথা পার্ব্বতী শঙ্কর॥
কুবের ভাণ্ডার নাথ লক্ষ লক্ষ যক্ষ সাথ
প্রহরী সুখের নাহি পার।
সদা নিত্যানন্দময় তুলনা নাহিক হয়
চিন্তনে আনন্দ হয় যার॥
স্মরিলে পাপের নাশ ঘুচয়ে কালের ত্রাশ
মহাকাল অধিকারী যার।
সর্ব্বেশ্বরী সুতে কয় দুর্গা কথা সুধাময়
শুনিলে অপারভবে পার॥

কৈলাস বিহার।

(পয়ার)

সিংহাসনে বসি উমা শঙ্কর সহিতে
গজানন পুত্র কোলে মন হরষিতে॥
নানাকথা আলাপ করেন দুইজন।
নিকটে থাকিয়া সব শুনে গজানন॥
কোলে হৈতে নামি লম্বোদর ভক্তি মনে।
প্রণাম করেন পিতা মাতার চরণে॥
পুনঃ পুনঃ প্রদক্ষিণ করিয়া বেষ্টন।
প্রণাম করিয়া শিবে করে নিবেদন॥

কহ পিতা পিতামাতা যে করে ভজন।
কি পুণ্য জন্ময়ে কিবা ফল পায় জন॥
মহেশ কহেন বাছা শুন কহি সার।
মাতা পিতা হৈতে প্রধান নাহি আর॥
যাহা হৈতে হইয়াছে শরীর ধারণ।
অবলে সবল করে করিয়া পোষণ॥
দেবরূপ জানি সেবা করিবে তাহার।
ভুবনে বিপদ ভয় সে হয় নিস্তার॥
প্রদক্ষিণ করে যেহি জনক জননী।
হয় ফল প্রদক্ষিণে যে ফল অবনী॥
প্রণামেতে হয় সর্ব্বদেব নমস্কার।
সর্ব্বতীর্থ দরশনে ফল হয় তার॥
পুন প্রণমিয়া কহিছেন গজানন।
তবে আমি গণেশ না হই কি কারণ॥
পুত্রের কথাতে হর সন্তোষ হইলা।
অভিষেক করি পুত্র গণেশ করিলা॥
গজানন হইলেন গণের ঈশ্বর।
বিঘ্নদাতা যত সবহৈল অনুচর॥
বিবাহ দিলেন গজাননে পঞ্চানন।
হৈল অষ্ট গজানন গণেশ নন্দন॥
বৎসর অতীতে ঘরে আইলা ষড়ানন।
দেখিছেন খেলা করে শিশু অষ্টজন॥
জিজ্ঞাসিলা শিশু তোরা সন্তান কাহার।
শিশুগণে কহে মোরা গণেশকুমার॥

কে হইল গণেশ পুছেন ষড়ানন ।
লম্বকর্ণ গণনাথ কহে শিশুগণ ॥
শুনি কোপে কার্ত্তিক না গেলা অন্তঃপুরে ।
ফিরি গেলা সিন্ধুতীরে আরোহি ময়ূরে ॥
যে থানে সাগর সনে গঙ্গার সঙ্গম ।
তার তীরে পুরী নির্ম্মাইলা মনোরম ॥
সেইখানে ষড়ানন করিলা-বসতি ।
কার্ত্তিক ফিরিয়া গেলা শুনিলা পার্ব্বতী ॥
আপনি যাইয়া দেবী কুমার আনিলা ।
কৈলাস পশ্চিম দ্বারে দ্বারপাল কৈলা ॥
দক্ষিণ দ্বারেতে রহিলেন গণপতি ।
উত্তরে বৃষভ পূর্ব্বে নন্দী মহামতি ॥
অতুল্য বিভব কার কৈলাস ভুবন ।
দুই পুত্র সঙ্গে সুখে উমা পঞ্চানন ॥
নিজ সখী সঙ্গে জয়া সুমেরুনন্দিনী ।
বিজয়া তেমনি সখী সঙ্গের সঙ্গিনী ॥
আনন্দ ভুবন নিত্য কৈলাস ভুবন ।
যেথানে আনন্দময়ী নিত্য বিহারণ ॥
ইতঃপর হিমালয়ে শুন বিবরণ ।
দুর্গালীলা তরঙ্গিণী কিশোর রচন ॥

ইতি শ্রীদুর্গালীলা তরঙ্গিন্যাং কার্ত্তিকগণপতিজন্মবিবরণে
চতুর্দ্দশতরঙ্গঃ সমাপ্তঃ

পঞ্চদশ তরঙ্গ।

মেনকার স্বপ্ন।

(ঝম্পক)

রজনী প্রভাতে মেনকারাণী
শয়নে স্বপনে দেখে ভবানী ॥
কন্যার মোহেতে নয়নে নীর।
কহিছে রাজনে হৈয়া অস্থির ॥
শুন গিরিরাজ একি স্বপন।
দেখিয়া আমার ঝুরে নয়ন ॥
স্বপনে শিয়রে বসি ভবানী!
ধরিয়া আমার হাত দুখানি ॥
কহে মা আমারে না কর মনে।
আমারে ভুলিয়া আছ কেমনে ॥
সেহি হৈতে প্রাণ কাঁদে আমার।
কিঞ্চিত করুণা নাহি তোমার ॥
তুমিত পাষাণ নাহিক দয়া।
যাহ কৈলাসে আন অভয়া ॥
বিহা দিয়া আর না চাহ ফিরি।
আমিত অবলা কান্দিয়া মরি ॥
উমা না দেখিয়া বিদরে প্রাণ ॥
মোর দিব্য লাগে কুমারী আন ॥
নয়নের তারা তারা বিহনে।
সদা ঝুরে বারি মোর নয়নে ॥
যাহ ত্বরা করি আনো কুমারী।
গৌরী বিনা প্রাণ ধরাইতে নারি

মুনিগণে কহে শুনি বা কত।
শ্মশানে শঙ্কর থাকে সতত॥
কেহ বলে উমা হৈয়াছে কালী
দিগম্বরী সদা যেন পাগলী॥
কেহ কহে উমা লাজ না করে।
দাঁড়াইয়া থাকে পতির পরে॥
কেহ বলে উমা না বান্ধে কেশ।
মুক্তকেশী সদা পাগলী বেশ॥
পাগল শঙ্কর উমা পাগলী।
আহা বাছা মোর কাঞ্চন কলি॥
শুনি প্রাণে মোর উপজে ভয়।
এ সকল কথা প্রাণে কি সয়॥
চল গিরি ব্যাজ না কর আর।
ত্বরা ঘরে আনো উমা আমার॥
মেনকার বাণী শুনি রাজন।
আনিতে কুমারী করিলা মন॥
কিশোরে করুণা করমা তারা।
আশ বাস পাশ করিয়া সারা॥

পার্ব্বতীর হিমালয়ে আগমন

(পয়ার)

রথ সনে গিরিরাজ করিলা গমন।
কন্যাঘরে আনিবারে কৈলাস ভুবন॥

কৈলাস সম্পদ দেখি আনন্দ উদয়।
গণপতি সঙ্গে পুরে গেলা হিমালয়॥
পার্ব্বতী পিতাকে দেখি কৈলা নমস্কার।
আজ্ঞা দিলা মহেশ আসনে বসিবার॥
বসিয়া কহেন গিরি শুন পঞ্চানন।
বারেক আমার পুরে করেন গমন॥
পার্ব্বতীকে দেখিতে সকলে ইচ্ছা করে।
আসিয়াছি আমি তোমা উমা নিতে তরে॥
মহেশ কহেন আমি না যাব এখন।
উমা কন মোরে আজ্ঞা দেহ পঞ্চানন॥
ভাবেন মহেশ যদি করিব বারণ।
কি জানি করিলে কোপ করিব কেমন॥
ভাবি ভয়ে অভিপ্রায় দিলা পঞ্চানন।
তিন দিন থাকি পুন আসিবা ভুবন॥
আজ্ঞা পেয়ে উমা কৈলা রথে আরোহণ।
সঙ্গে দুই পুত্র কার্ত্তিকেয় গজানন॥
প্রিয় সখী চলে জয়া বিজয়া সুন্দরী।
নানা বেশে চলে শত শত সহচরী॥
হিমালয় রথে রথ সারথি চালায়।
কৈলাস হইতে রথ হিমালয়ে যায়॥
উমা আইলা দেখি যত নাগর নাগরী।
ত্বরাত্বরি যায় নিজ কার্য্য পরিহরি॥
ডাকাডাকি করিয়া ধাইছে নারীগণ।
হেদে দেখ উমা আইল বাপের ভুবন॥

আইসো সখি গৌরী দেখি আছে বা কেমন
শুনেছি হৈয়াছে দুটী সুন্দর নন্দন॥
চিনে কি না চিনে উমা আমাদে এখন।
ঘিরিল উমার রথ যত নারীগণ॥
নারীগণ দেখি উমা নামিলা ভূমিত।
আগে দুই পুত্র পাছে সখীর সহিত॥
কেহ কেহ কহে গিরিরাণীর গোচর।
দেখ রাণি গৌরী নিয়া আইলা গিরিবর॥
বাহির হইলা রাণী শুনি সুমঙ্গল।
আইলা পার্ব্বতী ঘরে জয় কোলাহল॥
প্রণাম করিল উমা মায়ের চরণ।
কোলে নিয়া কৈলা রাণী বদন চুম্বন॥
কার্ত্তিক গণেশ মাতামহী প্রণমিলা।
কোলে নিয়া সুখে রাণী মুখে চুম্ব দিলা॥
সহচরী সখী যত পার্ব্বতীর সনে।
মেনকারে প্রণাম করিলা জনে জনে॥
সবাকারে আদর করেন গিরিরাণী।
আলিঙ্গন দিয়া কহে প্রিয়ভাষ বাণী॥
সকল সহিতে প্রবেশিলা গিরিপুর।
দুঃখ শোক দুর্ভাবনা সব গেল দূর॥
আনন্দ ভুবন পুন হৈল হিমালয়।
জয় জয় কোলাহল মহানন্দময়॥
শরৎকাল সিতপক্ষ সপ্তমী তিথিতে।
আগমন অভয়ার পিতার পুরীতে॥

দ্বিজ কৃষ্ণকিশোর ভাবিয়া নিস্তারিণী।
রচিল পুস্তক দুর্গালীলাতরঙ্গিণী॥

আগমন উৎসব।

(ত্রিপদী)

পার্ব্বতী হেমন্তে আইলা গিরিবাসী তত্ত্ব পাইলা
শুনি সবে আনন্দ অপার।
নানা দ্রব্য উপহার করে করে সবাকার
সত্বরে আইলা দেখিবার॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যত যক্ষ রক্ষ নাগ কত
সিদ্ধ যোগী ঋষি মুনি দ্বিজ।
সবার আনন্দ মন ইচ্ছা উমা দরশন
প্রফুল্ল হৃদয় সরসিজ॥
নগর নাগরী যত কিন্নরী নাগিনী কত
বিদ্যাধরী অপ্সরী রাক্ষসী।
যক্ষিনী যোগিনী নারী গিরিপুরে সারি সারি
কত কত পরম রূপসী॥
মুনিপত্নী দ্বিজজায়া আইলা সম্বাদ পায়া
উমাকে করিতে আশীর্ব্বাদ।
মহামহোৎসব যেন লোক যাত্রা হয় হেন
ক্ষণেক নাহিক অবসাদ॥
আনন্দিত রাজা রাণী কহে সবে প্রিয় বাণী
দেয় নানা বস্ত্র আভরণ॥

পার্ব্বতী তনয় সনে দেখি সবে তুষ্ট মনে
করিছে মধুর আলাপন॥
উমা কারো হাত ধরে কারো বা প্রণাম করে
কারো পুছে আছ বা কেমন।
কেহ বা কুশল কয় কেহ আসি প্রণময়
আশীর্ব্বাদ করে কোন জন॥

কার্ত্তিকেয় গজানন কোলে কোলে রামাগণ
যতনে করিছে দরশন।
গিরিঘরে সুমঙ্গল নৃত্য গীত কোলাহল
আনন্দময়ীর আগমন॥

হেমগিরি গিরিরাণী পরম আনন্দ মানি
প্রতিজনে করেন আদর।
ধন বস্ত্র আভরণ দেন সর্ব্ব জনে জন
হেরি উমা হরিষ অন্তর॥

পার্ব্বতীকে সখী সনে সন্তোষে আনন্দ মনে
কার্ত্তিক গণেশে সন্তোষণ।
সপ্তমীতে আগমন অষ্টমীতে জাগরণ
রাত্রি গেল উদয় তপন॥

প্রভাতে নবমী হয় মহানন্দ হিমালয়
জয় জয় মঙ্গলাচরণ।
দেবগণে রাজ্য নাশ অসুরে পাইয়া ত্রাস
ভ্রমণ করেন বনে বন॥

দুর্গাকথা সুধাময় শ্রবণে ভুবন জয়
বিপদ সমূলে হয় নাশ।
ভক্তি মুক্তি বিধায়িনী দুর্গালীলাতরঙ্গিণী
কহে দ্বিজ শ্রীনাথের দাস॥

———০———

দেবের বিপদ।

(পয়ার)

শুম্ভাসুর নিশুম্ভ হইল বলবান।
তিন লোক জয় করি ভুবনে প্রধান॥
স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল করিছে অধিকার।
ত্রিলোকের যজ্ঞভাগ ভোগ আপনার॥
দিকপাল নিজগণ অসুর সকল।
কাহাকে না করে ভয় নাহি তুল্যবল॥
দেবগণ নিজ নিজ পদ হারাইয়া।
বনে বনে নানা স্থানে ফিরেন ভ্রমিয়া॥
অসুরে হরিল রাজ্য না দেখি উপায়।
কি করিব কি হইবে ভাবেন সদায়॥
অসুরের ভয়ে নহে বাহিরে গমন।
পর্ব্বতে কাননে বনে করেন ভ্রমণ॥
কত দিন স্থানে স্থানে ফিরি বনে বন।
হিমালয় শিখরে মিলিলা দেবগণ॥
সর্ব্বদেব একস্থানে বসিয়া বিরলে।
কি হবে মন্ত্রণা করে মিলিয়া সকলে॥
কি করিব কিসে তরি অসুরের দায়।
বিনা দুর্গা নাহি আর নিস্তার উপায়॥
তিনি ব্রহ্মময়ী সর্ব্বঘটে অধিষ্ঠান।
বিনা দুর্গা না হবে দুস্তর পরিত্রাণ॥
বিধি বিষ্ণু আদি করি যত দেবগণ।
উদ্দেশেতে ব্রহ্মময়ী করেন স্তবন॥

দ্বিজ কৃষ্ণকিশোর ভাবিয়া নিস্তারিণী
রচিল পুস্তক দুর্গালীলাতরঙ্গিণী ॥

দেবস্তুতি।

(পয়ার)

নমো ব্রহ্মময়ী পরমার্থ পরাৎপরা।
পতিতপাবনী দুর্গা দুরদৃষ্টহরা ॥
দুস্তারতারিণী দুঃখ সমূলনাশিনী।
দনুজদলনী দয়াময়ী নিস্তারিণী ॥
সর্ব্বভূতে ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা লজ্জা মায়া।
তুষ্টি পুষ্টি কান্তি ভ্রান্তি মাতা সুতা জায়া ॥
শ্রদ্ধা ভক্তি জ্ঞান শক্তি দয়ারূপা যিনি।
ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্ম ফলদাতা তিনি ॥
যিনি করিছেন সৃষ্টি পালন সংহার।
ব্রহ্মাদি আমরা তিন গুণ তিন যাঁর ॥
চন্দ্রে শীতকরী যিনি তপনে তাপিকা।
সলিলে শীতল যিনি অগ্নিতে দাহিকা ॥
যাঁহার ইচ্ছায় হয় শরীর ধারণ।
প্রণমহ প্রণমহ তাঁহার চরণ ॥
জননীরূপিণী যিনি করেন ধারণ।
ভূমিগত প্রণমহ তাঁহার চরণ ॥
শক্তিরূপে যাঁর ভবভুবনে বিহার।
তাঁহার চরণে করি কোটি নমস্কার ॥

কন্যারূপা হৈয়া যাঁর বালিকাবিহার।
তাঁহার চরণপদ্মে করি নমস্কার॥
ভুবন মোহেন যিনি হইয়া কামিনী।
সংসারসাগরে যিনি নিস্তারকারিণী॥
যাঁহার দয়াতে তরি বিপদ শমন।
ভূমিগত প্রণমহ তাঁহার চরণ॥
স্বর্গদা মোক্ষদা যিনি ভোগদা সংসারে।
সুতদা সুখদা যিনি কর্ম্ম অনুসারে॥
যাঁহার আশ্রয়ে সবে করি অহঙ্কার।
তাঁহার চরণপদ্মে করি নমস্কার॥
মঙ্গলামঙ্গলদাতা দয়াপ্রকাশিনী।
যিনি তিনলোক চৌদ্দভুবনধারিণী॥
যিনি করিছেন কোটি ব্রহ্মাণ্ড ধারণ।
প্রণমহ ভূমিগত তাঁহার চরণ॥
যাঁর তেজধারী সুরাসুর নাগ নর।
যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর গন্ধর্ব্ব কিন্নর॥
তৃণ শৈল আদি চরাচরে যাঁর বল।
শতেক প্রণাম তাঁর চরণ কমল॥
সর্ব্বরূপে যেহি দেবী সর্ব্বঘটে থাকে।
দুস্তার নিস্তার তার নতি করি তাকে॥
অশেষ বিনয়ে স্তুতি করে দেবগণ।
দুর্গালীলাতরঙ্গিণী কিশোর রচন॥

——:০:——

কৌশিকীরূপ।

(পয়ার)

পর্ব্বতগহ্বরে দেবগণে স্তুতি করে।
সখী সঙ্গে উমা যান স্নানে সরোবরে॥
দেখেন পথের পাশে সর্ব্বদেবগণ।
জিজ্ঞাসিলা কারে কেন করহ স্তবন॥
দেবগণে বলে মা ঠেকেছি ঘোর দায়।
তোমার চরণ বিনে না দেখি উপায়॥
শুম্ভাসুর নিশুম্ভ জিনিল দেবগণ।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল সে করিছে শাসন॥
দেবের দুর্গতি কত নিবেদিব আর।
তিন লোকে রৈতে স্থান নাহি দেবতার॥
মনুষ্যের ঘরে যদি কোন দেব যায়।
অসুরের ডরে স্থান নহে তথা পায়॥
শুনি দেবী কোপে হৈলা অসিতবরণ।
দেহ হৈতে কৌশিকী হৈলা ততক্ষণ॥
নবীন নীরদ কান্তি নীলমণি জিনি।
পরমসুন্দরী দেবী ভুবনমোহিনী॥
দেবগণে আশ্বাসিয়া হেমন্ত শিখরে।
একদেশে বসিলেন কেশরী উপরে॥
স্নান করি উমা গেলা বাপের ভুবন।
কৌশিকী রহিলা ইচ্ছা অসুর নাশন॥
চণ্ড মুণ্ড নামে শুম্ভ নিশুম্ভের চর।
ভুবন ভ্রমিয়া যায় রাজার গোচর॥

পথক্রমে হেমন্ত শিখর পথে যায়।
পরম সুন্দরী নারী দেখিবারে পায়॥
রূপ দেখি চণ্ড মুণ্ডে লাগে চমৎকার।
তিনলোকে এমন সুন্দর নাহি আর॥
ত্বরা করি যাইয়া কহে রাজার গোচর।
শুন মহারাজ তুমি জগত ঈশ্বর॥
হিমশৈলে দেখিলাম পরম কামিনী।
কেশরী উপরে বসিয়াছে একাকিনী॥
তিন লোকে এমন কামিনী নাহি আর।
এ নারীর পতি হৈতে উচিত তোমার।
তিনলোকে যত রত্ন তোমার আলয়।
এ হেন রমণীরত্ন লইতে জুয়ায়॥
তুমি কিবা তবানুজে যদি লহ তায়।
ধন্য ধন ভবন সম্পদ বল কায়॥
শুনি শুম্ভাসুর দূত সুগ্রীব ডাকিল।
কহিয়া আনিতে নারী নিকটে পাঠাইল॥
দুর্গালীলাতরঙ্গিণী দুর্গার বিহার।
রচিল পুস্তক কৃষ্ণমঙ্গলকুমার॥

দেবী দূতে কথা।

(পয়ার)

আসিয়া সুগ্রীব করি দেবী দরশন।
অপরূপ দেখিয়া মোহিত হৈল মন॥

নিকটে বসিয়া হাসি হাসি কথা কয়।
একা নারী বনে কেন উপযুক্ত নয়॥
শুন হিত কহি তুমি পরম কামিনী।
মহাসুখ ভোগ কর মোর কথা মানি॥
শুম্ভাসুর নিশুম্ভ ভুবনে দণ্ডধর।
ভাগ্য মানি মোর সঙ্গে চল তার ঘর॥
তুমি তিনলোকমাঝে সুন্দরী যেমন।
ত্রিলোক সম্পদ ভোগ করহ তেমন॥
শুম্ভ কিবা নিশুম্ভকে করহ ভজন।
ভাল বলি মোর সঙ্গে করহ গমন॥
শুনি হাসি কহে দেবী শুন কহি সার।
শিশুকালে আছে এক প্রতিজ্ঞা আমার॥
যে জন করিবে মোরে যুদ্ধে পরাজয়।
আমা হৈতে যে অধিক বলবান হয়॥
যে পারে আমার দর্প করিতে দমন।
সেহি হবে পতি তারে করিব বরণ॥
দূতে বলে একি কহ কুমতি তোমার।
অবলা কোমলা হৈয়া হেন অহঙ্কার॥
ত্রিলোকবিজয়ী শুম্ভ নিশুম্ভ তেমনি।
তার সঙ্গে বল কর হইয়া রমণী॥
ইন্দ্র জিনি ঐরাবত পারিজাত লয়।
সূর্য্যলোক জিনি লয় উচ্চৈঃশ্রবা হয়॥
ব্রহ্মলোক জিনি লয় পুষ্পক বিমান।
পদ্মরাগমণি লয় কুবেরের স্থান॥

কিঙ্কিনী মণি লয় জিনিয়া সাগর।
অম্লানপদ্মের মালা রত্ন বহুতর॥
স্বর্ণছত্র লইয়াছে বরুণ জিনিয়া।
মৃত্যুরুৎক্রান্তিদা শক্তি যম পরাজিয়া॥
নিশুম্ভ বরুণ জিনি নাগপাশ লয়।
সমুদ্র জিনিয়া লয় নানা রত্নচয়॥
অগ্নিশুদ্ধ বস্ত্র লয় জিনি হুতাশন।
ত্রিলোকবিজয়ী শুম্ভ নিশুম্ভ তেমন॥
তিনলোকে বীর নাহি রণে আগু হয়।
অবলা গৌরব কর এত যোগ্য নয়॥
দেবী কন কি করিব বালিকাসময়।
করিছি প্রতিজ্ঞা তার অন্যথা না হয়॥
সত্য বটে মহাবল রাজা রাজভাই।
কহ বলে জিনিতে পারিলে ঘরে যাই॥
দূত বলে যাই আমি কহিব সম্বাদ।
না মানিলে পাছে বেনো ঘটিবে প্রমাদ॥
এত কহি দূত শীঘ্র করিল গমন।
শুম্ভাসুর নিশুম্ভকে কহে বিবরণ॥
শুনিয়া দূতের কথা কোপে দুই জন॥
দুর্গালীলাতরঙ্গিণী কিশোররচন॥

ধূম্রলোচন বধ।

(চামর ছন্দ)

দূতবাণী শুনি কোপে কহে শুম্ভ তর্জ্জিয়া।
কে আছুরে মেয়েটারে আন কেশে ধরিয়া

এতো রাগে মোর আগে নারীকুলে জন্মিয়া।
যে কেহ সহায় হয় আনো তারে বধিয়া॥
রাজবাণী শুনি কহে বীর ধূম্রলোচন।
আমি ধরি আনি যদি আজ্ঞা কর রাজন॥
কহে রায় সৈন্যসনে যাহ কহ আসিতে।
আইসে ভাল ক্ষতি নাহি ফল নাহি নাশিতে॥
বল করি কেশে ধরি আন মোর গোচর।
যে হয় সহায় মার দেবতা কি কিন্নর॥
আজ্ঞা শিরে ধরি বীর চলে অতি সত্বর।
ষাইট হাজার সেনা হয় হস্তী বিস্তর॥
ধানুকি পদাতি ঢালি একচাপে ধাইল।
ত্বরা করি নারীপাশে হিমালয়ে আইল॥
কহে ধূম্রলোচন শুনহ বরসুন্দরী।
রাজাদেশ চল তুমি সহজে বিনয় করি॥
নহে কেশে ধরি নিব আজ্ঞা আছে আমাকে।
গৌরব নাশিয়া ধরি নিয়া যাব তোমাকে॥
শুনি হাসি কহে দেবী কি করিব তাহাতে।
পার ধরি দিতে যদি দেহ নিয়া রাজাতে॥
শুনি ধূম্রলোচন উঠিলা কেশ ধারণে।
হুহুঙ্কারে ভস্ম হৈল সর্ব্বসৈন্যে সগণে॥
সসৈন্যে ধূম্রলোচন হৈল ভস্ম হুঙ্কারে।
দূত এক ফিরি যায় তত্ত্ব দিতে রাজারে॥
ভস্ম হৈল ষাইট হাজার সৈন্য শুনিয়া।
কোপে শুম্ভ ডাকে সেনা কে আছরে বলিয়া॥

শুনি চণ্ড মুণ্ড দুই ভাই আগে আইল।
দুর্গালীলাতরঙ্গিণী দ্বিজ রায় রচিল॥

চণ্ড মুণ্ড বধ।

(চামর ছন্দ)

অরেরে কেবা কোথারে ডাকিছে সেনা ভূপতি।
এমন অহঙ্কার করে মোর তরে যুবতী॥
অরেরে চণ্ড মুণ্ড তোরা দুই ভাই কি বল।
পারিস্ যদি কেশে ধরি আনরে চল চল॥
করিয়া কর জোড় চণ্ড মুণ্ড কহে ভূপতি।
দেবেতে হৈতে বহু বল ধরে সে কি যুবতী॥
ক্ষণেক রহ ধরি আনি দিব ত্বরা রমণী।
এ কোন্ তুচ্ছ কর্ম্ম ক্ষুদ্র হেন সে মনে গণি॥
কহিছে রায় ক্ষুদ্র নয় বলবতী সে বটে।
নহিলে কেন হেন দর্প করে মোর নিকটে॥
স্বদলবল সনে চল ধরি আনো সত্বরে।
করয়ে যদি বল তবে বধ কর সমরে॥
সহায় তার কেহ আর হয় যদি নাশিবে।
করিয়া নারীদর্প চূর্ণ তূর্ণ ঘরে আসিবে॥
চলিল বহু সৈন্য সঙ্গে চণ্ড মুণ্ড সাজিয়া।
ঘিরিল দেবীচারিপাশে বীরদর্প করিয়া॥
দেখিয়া দেবী কোপিলা ললাট হইতে সত্বরে।
চামুণ্ডা ভয়ঙ্করী হৈলা কপাল অসি করে॥

নীরদকান্তি বিবসনী মুণ্ডমালাধারিণী।
প্রচণ্ড চণ্ড অট্ট অট্ট ঘোরনাদনাদিনী॥
কপালে অগ্নি ধক ধক রবিশশীনয়নী।
নৃমুণ্ডমাল গলে দোলে বদনকরালিনী॥
রসনা লহ লহ করে প্রকাশিতদশনা।
চিকুর মুক্ত পৃষ্ঠদেশ ঢাকে শীঘ্রগমনা॥
কহেন দেবী মহাপশু চণ্ড মুণ্ড সগণে।
সমরযাগে কাটো আগে মহাপশু দুজনে॥
শুনিয়া কৃষি রণে পশি নাশে দেবী অসুর।
পদাতি গজবাজী রথসনে রথীকে চূর॥
ধরিয়া করে গজবাজী মুখে দিছে পূরিয়া।
খাইছে সেনাপতি কত শত শত চর্ব্বিয়া॥
অসুরসেনা বাণ মারে শেল শূল মুদ্গার।
প্রকাশ মুখে মনোসুখে পুরে দেবী উদর॥
কাহার মুণ্ড কাটি সুখে পান করে রুধির।
সারথি রথ রথী সনে ভক্ষিছে কোন বীর॥
মুষল খড়্গ ভিন্দিপাল মারে কেহ তোমর।
বদন ভরি ভক্ষিছে না যায় কিছু অন্তর॥
কাটিয়া চণ্ড মুণ্ড বাম করে ধরিয়া।
দেবীর আগে দিলা আনি যুদ্ধে জয় করিয়া॥
কহেন দেবী চণ্ড মুণ্ড কৈলা তুমি সংহার।
চামুণ্ডা নাম সংসারে প্রচার হৈল তোমার॥
নিপাত হৈল চণ্ড মুণ্ড সর্ব্ব সৈন্য সংহতি।
শুনিয়া দূত মুখে কোপে জ্বলে শুম্ভ ভূপতি॥

কহিছে কৃষ্ণকিশোর ভাবরে মন ভবানী।
বিফল কেন কর রণ ব্রহ্মময়ী না জানি॥

সৈন্যসমারোহ।

(ত্রিপদী)

চণ্ড মুণ্ড হৈল নাশ রাজার হৈল ত্রাস
সাজ বলি ডাকে সেনাগণ।
রাজাদেশে সৈন্য সাজে রণজয়বাদ্য বাজে
রণসাজে সাজে সর্ব্বজন॥
পরে বীর বীরধটী মল্লবেশ আটি কটী
কবচ কুণ্ডল আভরণ।
কিরীটি মুকুট মাথে অস্ত্র শস্ত্র ধরে হাতে
হয় হস্তী রথে আরোহণ॥
নানা বর্ণে সাজে রথ গগনধরণীপথ
আচ্ছাদিয়া সাজে সৈন্য ঠাট।
করে বীর লম্ফ ঝম্ফ পদভরে মহীকম্প
কেহ কেহ মারে মালসাট॥
নানাবর্ণে হয় গজ বিচিত্র রথের ধ্বজ
নিশান উড়িছে তরতর।
হিহিহি ঘোড়ার রব ঘোর ডাকে গজ সব
রথচক্র ঘন ঘর ঘর॥
ছিয়াশীতি মহারথী যোগান অনেক রথী
গজবাজী পদাতি অপার।
সাজিল নিশুম্ভ শুম্ভু সেনায় চৌরাশী কম্বু
সঘনে ডাকিছে ধর মার॥

একশত কলা মান ডাকে সেনা হান হান
পঞ্চাশতকোটী মহাবীর।
শিঙ্গা বাঁশী কড়াপড়া টিকারা দগড় জোড়া
বাজে ধু ধু দামামা গভীর ॥
পশ্চিম সমুদ্রতীর যদবধি বিন্দুগির
তাবৎ সৈন্যের পরিমাণ।
এক এক বীর তার মহাঘোর চমৎকার
সমুখ হইলে হরে প্রাণ ॥
সকল সেনার পতি কালকেয় মহামতি
রাজার নিতান্ত প্রিয়তর।
শুম্ভের পুষ্পকরথ নিশুম্ভের ঐরাবত
আরোহিয়া চলিল সমর ॥
দশদিক আচ্ছাদন সাজে সৈন্য অগণন
দেখিয়া ভুবন কম্পমান।
সেনারব কোলাহল যেমন সিন্ধুর জল
প্রলয় সময়ে করে ধ্বান ॥
চলে রণে বীরভাগ নারীকে মারিতে রাগ
ক্ষণেকে ঘিরিল সবে বন।
দেখি দেবী মহামায় বিভূতি করিলা তায়
দেহেতে উপজে দেবীগণ ॥
কমণ্ডলু করি করে বিধাতার কলেবরে
ব্রহ্মাণী হংসেতে আরোহণা।
মহেশের রূপ ধরি হৈলা দেবী মহেশ্বরী
শূলধারী বৃষভবাহনা ॥

কৌমারী কুমারকায় বৈষ্ণবী বিষ্ণুর প্রায়
ময়ূরগরুড়আরোহিতা।
বারাহী বরাহ যেন নৃসিংহ শরীর হেন
নারসিংহী হৈলা উপনীতা॥
ইন্দ্রাণী গজের পরে মহাবজ্র করে ধরে
ইন্দ্রতুল্য সহস্রনয়না।
যেরূপ দেবতা যেই সেইরূপ শক্তি সেই
সেইরূপ বাহন ভূষণা॥
হৈলা চণ্ডী ভয়ঙ্করা করে দণ্ড অসি ধরা
অপরাজিতার উপাদান।
শিবদূতী কালীবেশ আপাদ বিমুক্ত কেশ
করে ধরে কপাল কৃপাণ॥
কাত্যায়নী দশকর আরোহি কেশরী পর
নানা অস্ত্র করিয়া ধারণ।
আর কত শত শত দেবীর বিভূতি যত
নায়িকার রণরঙ্গ মন॥
উভয় উভয় মুখ উপজে সমরসুখ
প্রবৃত্ত হইছে মহারণ।
ভক্তিমুক্তিবিধায়িনী দুর্গালীলাতরঙ্গিণী
দ্বিজ কৃষ্ণকিশোর রচন॥

শুম্ভের সেনাক্ষয়।

(পয়ার)

ধাইল অসুর রণে হান হান ডাকে।
ধনু ধরি ঘন বাণ মারে ঝাঁকে ঝাঁকে॥

শেল শূল হানে কেহ মুষল মুদ্গর ।
পরশু পট্টীশ গদা ভূষণ্ডী তোমর ॥
ভিন্দিপাল চক্র বজ্র খড়্গ খরসান ।
ধনু টানি হানে কত পূরিয়া সন্ধান ॥
কেহ বলে ধর ধর কেহ বলে মার ।
নারী করে অহঙ্কার বল করে কার ॥
দেবীগণ পশি রণে সৈন্য করে নাশ ।
কারো কাটে কারো ছিঁড়ে কারো করে গ্রাস ॥
গজ বাজী রথ রথী করিছে চর্ব্বন ।
অসি চক্রাঘাতে কত করে নিপাতন ॥
শেল শূল শক্তিতে করিছে বিদারণ ।
ব্রহ্মাণী মন্ত্রেতে করে জল নিক্ষেপণ ॥
মহেশ্বরী শূলাঘাতে মারিছে অসুর ।
বজ্রাঘাতে ইন্দ্রাণী করিছে চূর চূর ॥
চক্রগদাঘাতে সেনা মারিছে বৈষ্ণবী ।
সমাংস রুধির খাইয়া নাচিছে ভৈরবী ॥
তুণ্ডাঘাতে দশনে বারাহী সেনা মারে ।
নারসিংহী নখদন্তে অসুর বিদারে ॥
চণ্ডিকা অসুর সেনা করিছেন ক্ষয় ।
অপরাজিতার হাতে অনেক পড়য় ॥
শিবদূতী করে ধরি পূরিছে বদনে ।
গজ বাজী রথ রথী পদাতিক সনে ॥
কাত্যায়নী বিনাশ করিছে সেনাচয় ।
কোটী কোটী সেনা মরে রক্ষা নাহি হয় ॥

কেশরী সমরে করে অসুর বিনাশ।
করপদনখে হানে কত করে গ্রাস॥
মহাঘাতে ভাঙ্গে যেন কদলীর বন।
প্রলয়অনলে যেন দহিছে কানন॥
মত্ত গজে ভাঙ্গে যেন কমলের বন।
তুলারাশি দহে যেন পড়ি হুতাশন॥
কোটী কোটী মরে কত ভঙ্গ দিল রণ।
পড়িছে অসুরসেনা রণে অগণন॥
কালকেয় সেনাপতি দেখিয়া রুষিল।
আগু হৈয়া কেশরী তাহারে ধরি খাইল
সর্ব্বসৈন্যে কালকেয় হইল পতন।
দেখি ধায় রক্তবীজ কিশোররচন॥

রক্তবীজ বধ।

(পয়ার)

রক্তবীজ সমরে হইল আগুয়ান।
দেবীর উপরে বাণ করিছে সন্ধান॥
খড়্গাঘাতে শিবদূতী করিলা ছেদন।
কোটী কোটী রক্তবীজ হইল ততক্ষণ।
তুল্যবল বীর্য্যবান সমরে প্রখর।
বহু রক্তবীজ ঘোর করয়ে সমর॥
রক্তবিন্দু ধরণীতে হইলে পতন।
তুল্যবল রক্তবীজ হয় ততক্ষণ॥

শূলশক্তিঘাতে কত হইছে পতন ।
অসিঘাতে কত শত করেন ছেদন ॥
একের বধিলে কত কোটী কোটী হয় ।
ভুবন ভরিল সব রক্তবীজময় ॥
না মরে অসুর হয় একে বহুতর ।
কাটিতে কাটিতে দেবী হইলা ফাঁপর ॥
ব্রহ্মাকে ডাকিয়া কহিছেন ভগবতী ।
পিপাসা হইল জল দেহ প্রজাপতি ॥
স্থির হৈয়া জল পান করিতে নারিব ।
হেন জল দেহ রণ করিতে থাইব ॥
শুনি ব্রহ্মা মায়াম্বু সৃজিলা ততক্ষণ ।
যোগিনী যোগায় মুখে করেন গ্রহণ ॥
কোন মতে রক্তবীজ না হয় সংহার।
দেখিয়া করিলা কালী বদন বিস্তার ॥
ভুবন ব্যাপিয়া কৈলা জিহ্বা বিস্তারণ।
জিহ্বার উপরে আনি করেন ছেদন ॥
জিহ্বায় পড়িছে রক্ত পূরিছে উদরে ।
কিঞ্চিত না পড়ে রক্ত ধরণীউপরে ॥
ধরণীতে না পড়িলে উৎপত্তি না হয় ।
যত কাটে তত রক্তবীজ হয় ক্ষয় ॥
কোটী কোটী জিহ্বাপরে করেন ছেদন ।
কোটী কোটী মুখে পূরি করেন চর্ব্বন ॥
দুই হাতে ধরি কত করিছেন গ্রাস ।
ক্রমে ক্রমে হইলেক রক্তবীজ নাশ ॥

দ্বিজ কৃষ্ণ কিশোর ভাবিয়া নিস্তারিণী।
রচিল পুস্তক দুর্গালীলাতরঙ্গিণী ॥

শুম্ভ নিশুম্ভ বধ।

(পয়ার)

সর্ব্বসৈন্যে রক্তবীজ হইল পতন।
নিশুম্ভ রাজার ভাই আশু নিল রণ ॥
আসিতে করেন কালী খড়্গের আঘাত।
মুণ্ড কাটা গেল হৈল নিশুম্ভ নিপাত ॥
নিশুম্ভের মুণ্ড দেহ কেশরী খাইল।
দেখি ভ্রাতৃশোকে শুম্ভ রণে আশু হৈল ॥
ডাকি বলে মহাবীর শুনহ কামিনী।
প্রতিজ্ঞা করিয়াছ তুমি হৈয়া একাকিনী ॥
এ সব সহায়ে তুমি কর অহঙ্কার।
পরবলআশ্রয়ে কি প্রতিজ্ঞা তোমার ॥
ভবানী বলেন মূঢ় শুন কহি সার।
এ জগতে একা আমি অন্য নাহি আর ॥
এ বলিয়া বিভূতি করিলা সম্বরণ।
সর্ব্বকায় এককায়ে হইল মিলন ॥
দেখি শুম্ভ করে করি কেশ আকর্ষণ।
বলে ধরি ভবানীকে তুলিলা গগন ॥
বাহুযুদ্ধ করে পঞ্চ সহস্র বৎসর।
ভবানী শুম্ভতে রণ শূন্যের উপর ॥

শুম্ভের সহিত রণে বহু দিন যায়।
প্রকাশ নহিল জনে দেবীর মায়ায়॥
পুনরপি ভূমিতে নামিয়া করে রণ।
উভয়ে করিছে নানা বাণ বরিষণ॥
উভয়ে উভয়পরে হানে খরতর।
সর্ব্ব সৈন্য নাশ মাত্র উভয়ে সমর॥
কোপে দেবী শূল হানে দিয়া বাহু টান।
শূল শব্দে ভুবন হইছে কম্পমান॥
গর্জ্জিয়া বেগেতে শূল উঠিল গগন।
অলক্ষিতে শুম্ভবুকে হইল পতন॥
বুকেতে পড়িয়া শূল পৃষ্ঠে হইল পার।
ভূতলে পড়িল শুম্ভ দেখি অন্ধকার॥
শুম্ভাসুর পড়িল ঘুচিল সর্ব্বভয়।
আনন্দিত দেবগণ বলে জয় জয়॥
সর্ব্বদেব মিলি করে দেবীর পূজন।
স্রোতপথে নদী সব করিল্া গমন॥
সুপ্রসন্ন হৈল দিক কারো নাহি ভয়।
দুর্গালীলাতরঙ্গিণী কিশোর রচয়॥

দেবানন্দ।

(পয়ার)

শুম্ভাসুর নিশুম্ভের হইল পতন
অবশেষ অসুর করিল পলায়ন।

দেবগণ আসিয়া প্রণমে দেবীপায়।
নমো ভগবতী নিস্তারিলা ঘোর দায়॥
তুমি বিনে দেবের উপায় নাহি আর।
ঘোর বিঘ্নে মহামায়া করিছ উদ্ধার॥
তোমার অধীন দেবে থাকিবে সদয়া।
ভয়হরা ভগবতী ভীতের অভয়া॥
ভবানী কহেন দেব ভয় নাহি আর।
মহানন্দে রাজ্য ভোগ কর যার যার॥
যদি কোন কালে দেবে কোন ভয় ঘটে।
করিবে আমার পূজা তরিবে সঙ্কটে॥
নন্দগোপ ঘরে জন্ম লভিব দ্বাপরে।
দুর্গাসুর বিনাশিব বিন্দুগিরিপরে॥
দ্বাদশ বৎসর না হইবে বরিষণ।
শাকাম্ভরি হব আমি শুন দেবগণ॥
হরিব পৃথিবীভার অবতার করি।
বিহারিব দ্বাপরে অশেষ লীলা করি॥
চিন্তা না করিও দেব করহ গমন।
স্বপদে সম্পদ ভোগ কর সর্ব্বজন॥
দেবে বর দিয়া দেবী হৈলা অন্তর্ধান।
বায়ুতে করিল যেন প্রদীপ নির্ব্বাণ॥
দেবগণ নিজ নিজ স্বপদ পাইয়া।
আনন্দে করেন ভোগ নির্ভয় হইয়া।
পার্ব্বতীর অঙ্গে দেবী হইলা মিলন।
হিমালয়শিখরে শুনহ বিবরণ॥

সর্ব্বেশ্বরীসুতে তারা কর পাশ নাশ
না দিও ভবানী ভবে আর গর্ভবাস ॥

কৈলাস গমন।

(পয়ার)

আনন্দে হেমন্ত ঘরে নবমী পোহায়।
মহেশ আইলা নিতে প্রাতে বিজয়ায় ॥
বৃষভবাহন হর হেমন্তে আইলা।
যাত্রা করি দেহ গিরিরাজাকে কহিলা ॥
হেমন্ত শিবকে পূজে উচিত বিধান।
শিবসঙ্গে গণ যত করিলা সম্মান ॥
পার্ব্বতীকে দিলে নানা বস্ত্র আভরণ।
বহু রত্নে তুষিলা দৌহিত্র দুইজন ॥
পার্ব্বতীর সখী যত প্রতি জনে জন।
দিলা গিরিরাজ দিব্য বস্ত্র আভরণ ॥
যৌতুকের যত ছিল হেমন্ত ভুবন।
সঙ্গে সব দিলা গিরি করিয়া যতন ॥
দিব্য রথ সাজাইয়া দিল গিরিবর।
চলিলা শঙ্করী শিব কৈলাসশিখর ॥
পুরবাসী শুনিল পার্ব্বতী যান ঘর।
নিজ কাজ তেজি সবে আইলা শীঘ্রতর ॥
মোহে রাণী মেনকা কাঁদয়ে দুঃখমন।
সান্ত্বনা করেন উমা না কর রোদন ॥

পার্ব্বতী বলেন আমি তোমা ছাড়া নয়।
আনিলে আসিব মনে না কর সংশয়॥
মাতা পিতা প্রণমিলা জগতজননী।
পুরবাসী জনে জনে কহি প্রিয়বাণী॥
বিদায় হইয়া কৈলা রথে আরোহণ।
সঙ্গে দুই পুত্র আর যত সখীগণ॥
আগে বৃষপরে হর ভৈরব সহিতে।
পাছে রথে ভগবতী চলিলা ত্বরিতে॥
সত্বরে পাইলা নিজ কৈলাসশিখর।
পুরে প্রবেশিলা সুখে শঙ্করী শঙ্কর॥
ষড়ানন গজানন তনয় লইয়া।
কৈলাসসম্পদ ভোগে সদানন্দ হৈয়া॥
মহেশ মহেশী দোঁহ সুখবিহারণ।
যখন যাহার মনে উপজে যেমন॥
ইতঃপর ব্রজভূমে বিহার দোঁহার।
আগম পুরাণ উক্ত ব্যক্ত কথা যার॥
ভ্রমবুদ্ধি দ্বেষ করে মূঢ় মূর্খ জন।
দ্বেষনাশ হেতু লীলা করিব রচন॥
প্রকৃতি পুরুষ এক বিনে ভিন্ন নয়।
বিরচিয়া কহে কৃষ্ণমঙ্গলতনয়॥

ইতি শ্রীদুর্গালীলাতরঙ্গিণ্যাং শুম্ভাসুরাদিবধবিবরণে
পঞ্চদশ তরঙ্গঃ সমাপ্তঃ

ষোড়শতরঙ্গ।

শিবের প্রার্থনা।

(পয়ার)

কৈলাস সম্পদ সুখ নাহি পারাপার।
ব্রহ্মলোক বৈকুণ্ঠ তুলনা নহে যার॥
একদিন অন্তঃপুরে বসি হেমাসনে।
শ্রীমণিমন্দিরে হর পার্ব্বতীর সনে॥
ভুবনমোহিনী গৌরী মনোহর হর।
রসাভাস নানাকথা আলাপ বিস্তর॥
ক্ষণে হর গৌরীকে করেন আলিঙ্গন।
ক্ষণে বা চুম্বন ক্ষণে অঙ্গ নিরীক্ষণ॥
ক্ষণে নিজ অঙ্গ নেহারেন পঞ্চানন।
পুন পার্ব্বতীর অঙ্গ করি দরশন॥
উভয় অঙ্গের শোভা দেখিয়া শঙ্কর।
পুরুষ হইতে নারী বড়ই সুন্দর॥
দেখিয়া মহেশ মনে ইচ্ছার উদয়।
পার্ব্বতীকে সম্বোধিয়া কহে দয়াময়॥
শুন প্রিয়া হয় এক বাসনা আমার।
তোমার হইলে দয়া সিদ্ধি হয় তার॥
তোমা হৈতে সর্ব্বসুখ হইল আমার।
প্রাণাধিকা তুমি মোর ধন তপস্যার॥
শুন কহি দয়াময়ি মনের বাসনা।
তুমি যদি কৃপা করি পূরাও কামনা॥

ভবানী বলেন প্রভু সে আর কেমন।
তব অভিমত আমি ছাড়া বা কখন॥
তব নিন্দা শুনি আমি তেজিয়াছি প্রাণ।
তব আজ্ঞা বিনা মোর কি আর প্রধান॥
যে আজ্ঞা করিবে তুমি না পারি লঙ্ঘিতে।
শুনিয়া কহেন শম্ভুনাথ হরষিতে॥
তুমি কান্তা হৈয়া বহুবিধ সন্তোষিলা।
ইচ্ছা হয় হই আমি তোমার মহিলা॥
পুরুষশরীর তুমি করহ ধারণ।
নারী হৈয়া করি আমি তোমাকে তোষণ॥
হাসিয়া কহেন উমা ভাল তাই হবে।
ভূভার হরিতে ভবে জন্ম নিব তবে॥
এহি মূল বিহারের হইল কারণ।
অপর শুনহ আর স্থূল বিবরণ॥
কে বুঝিতে পারে ব্রহ্মময়ীর বিহার।
কহিতে পারয়ে সীমা শক্তি আছে কার॥
কিঞ্চিত কহিতে মনে করেছি বাসনা।
কহে দ্বিজ রায় তারা পূরাও কামনা॥

দক্ষ প্রসূতির তপস্যা।

(পয়ার)

দক্ষালয়ে শরীর ছাড়িলা যবে সতী।
পশ্চাতে হইল জ্ঞানী দক্ষ প্রজাপতি

পুনরপি আরাধনা করে ভগবতী।
ব্রহ্মময়ী আর বার হইতে সন্ততি॥
কত দিনে দক্ষতপ কঠোর দেখিয়া।
বর দিতে আইলা দেবী সদয়া হইয়া॥
বর লহ দক্ষকে কহেন ভগবতী।
দক্ষ বলে হও পুন আমার সন্ততি॥
দেবী কন তব কন্যা হইয়া জন্মিব।
কন্যারূপে আর তব ঘরে না রহিব॥
তোমার চরিত্র মোর আছয়ে স্মরণ।
কিছু দিন করিব বালকবিহারণ॥
পুত্র হৈয়া তব ঘরে করিব বিহার।
কন্যারূপে তব ঘরে না রহিব আর॥
বর দিয়া ভবানী হইলা অন্তর্ধান।
দক্ষরাজা নিজালয়ে করিলা পয়াণ॥
সতীশোকে প্রসূতির আকুল জীবন।
কায়মনে ভবানীকে করে আরাধন॥
তপে তুষ্ট ভগবতী দিতে আইলা বর।
সিংহপৃষ্ঠে আরোহণা প্রসূতিগোচর॥
বর লহ প্রসূতিকে কহেন ভবানী।
প্রসূতি বলিছে হয়ো আমার নন্দিনী॥
একবার কন্যা হৈয়া ছিলা মোর ঘরে।
ছাড়ি গেলা কুমতি রাজার অনাদরে॥
সেই হৈতে সতত আকুল মোর মন।
ইচ্ছা করি করি তোমা লালন পালন॥

তথাস্তু বলেন দেবী জন্মিব উদরে।
কন্যারূপে কদাচ না রব তব ঘরে॥
রহিব তোমার ঘরে হইয়া নন্দন।
করিবে আমারে তুমি লালন পালন॥
বর দিয়া অন্তর্ধান হইলা ভগবতী।
প্রসূতি চলিয়া গেলা আপন বসতি॥
এই কহিলাম লীলা দ্বিতীয় কারণ।
অপর শুনহ কহি অন্য বিবরণ॥
অনন্ত মহিমা সীমা আমি কিবা জানি।
কহে দ্বিজ রায় ইচ্ছা পূরাও ভবানী॥

অদিতি কশ্যপের তপস্যা।

(পয়ার)

অদিতি কশ্যপ বসি আপনার ঘরে।
দুই জনে মনোসুখে প্রেমালাপ করে॥
কশ্যপ কহেন প্রিয়া শুন বিবরণ।
দক্ষ প্রজাপতি দেখ করিল কেমন॥
তপস্যা করিয়া ব্রহ্মময়ী কন্যা পাইল।
ভ্রমবুদ্ধি মূঢ়তা করিয়া হারাইল॥
চল তুমি আমি তাঁরে করি আরাধন।
আমাদের ঘরে জন্ম লভিতে কারণ॥
ভাল বলি অদিতি কশ্যপে দিলা সায়।
স্ত্রীপুরুষে ব্রহ্মময়ী আরাধিতে যায়॥

কায়মনপ্রাণে ভক্তি করিয়া দুজন।
নিরাতঙ্কে করে ব্রহ্মময়ী আরাধন॥
যজন মনন ধ্যান করে নিরন্তর।
তুষ্ট হৈয়া ভগবতী দিতে আইলা বর॥
বর লহ ভবানী কহেন দুইজনে।
বর চাহে প্রণাম করিয়া কায়মনে॥
তুষ্ট হৈয়া যদি বর দিবে মোর তরে।
জন্মলাভ কর মাতা আমাদের ঘরে॥
তথাস্তু বলেন দেবী কন্যা না হইব।
বালক হইয়া তব ঘরে জন্ম নিব॥
জন্মাবধি কিছুকাল থাকিব অন্তরে।
পুন আসি বিহার করিব তব ঘরে॥
বর দিয়া অন্তর্ধান হইলা তারিণী।
জলধর মাঝে যেন লুকায় দামিনী॥
বর পেয়ে অদিতি কশ্যপ গেলা ঘরে।
জন্মিবে করুণাময়ী জাঁনিয়া অন্তরে॥
এহি কহিলাম লীলা তৃতীয় কারণ।
চতুর্থ কারণে পৃথিবীতে আগমন॥
আগম পুরাণে বাণী সুস্পষ্ট লিখন।
সেহি অনুসারে ইচ্ছা করিতে রচন॥
দ্বিজ কৃষ্ণকিশোর ভাবিয়া নিস্তারিণী।
রচিল পুস্তক দুর্গালীলাতরঙ্গিণী॥

ব্রহ্মার প্রার্থনা।

(পয়ার)

কত দিনে দ্বাপর যুগের প্রায় শেষ।
মহাবল ক্ষত্রিয় ঘিরিল সর্ব্বদেশ॥
ভারাক্রান্তা হৈয়া ধরা গোরূপা তপনে।
কহিছেন বিবরণ নিস্তার কারণে॥
শুন দেব আমি আর সৈতে নারি ভার।
কিরূপে এ ঘোর ভারে পাইব নিস্তার॥
দেবগণে কৈলা যত অসুর নিপাত।
যতেক অসুর বিনাশিলা লক্ষ্মীনাথ॥
ভগবতী অসুর নাশিলা যতজন।
সেই সব ক্ষত্রিয় হইছে এহিক্ষণ॥
দুরন্ত ক্ষত্রিয়গণ মহাবলধর।
মহাযোদ্ধাপতি সব নাহি কারো ডর॥
তাহাদের ভারে আমি হৈয়াছি বিকল।
উদ্ধার না কর যদি যাই রসাতল॥
পৃথিবীকে আশ্বাস করিয়া দিবাকর।
কহিলা সকল কথা ব্রহ্মার গোচর॥
শুনি বিধি ব্যস্ত অতি গেলেন কৈলাসে।
নিবেদন পাণিপুটে ভবানীর পাশে॥
আজ্ঞা কর ভগবতী কি হবে উপায়।
ভারাক্রান্তা হৈয়া ধরা রসাতলে যায়॥
যতেক অসুরকুল হৈয়াছে হনন।
সেহি সব পৃথিবীতে ক্ষেত্রি এহিক্ষণ॥

তাদের ভারেতে ক্ষিতি হৈয়াছে বিকল।
সহিতে না পারে ভার যায় রসাতল॥
তুমি বিনে উপায় নাহিক ভগবতী।
দয়া করি ভার হরি রাখ বসুমতী॥
কহেন ভবানী শুন শুন পদ্মাসন।
নারীরূপে নারি ভার করিতে হরণ॥
জন্মিব ধরণীতলে পুরুষ হইয়া।
বিহার করিব বিষ্ণুদেহ প্রকাশিয়া॥
ছল করি হরিব ক্ষিতির যত ভার।
পরস্পর জিগীষাতে করিব সংহার॥
যুদ্ধ না করিব আমি ক্ষত্রিয় সহিত।
মায়াতে ভুবন সব করিব মোহিত॥
পরস্পর জিগীষাতে ক্ষেত্রী করি নাশ।
লীলা তেজি পুনরপি আসিব কৈলাস॥
কেশীপুরে জন্ম লভি করিব বিহার।
গোলক সম্পদ বেশ করিয়া প্রচার॥
চল তুমি কহ সব বিষ্ণুর গোচর।
তিনি হইবেন মোর জ্যেষ্ঠ সহোদর॥
অংশে অংশে জন্মলাভ করি দেবগণ।
হরিব ক্ষিতির ভার চল পদ্মাসন॥
আজ্ঞা পেয়ে বিদায় হইয়া প্রজাপতি।
বৈকুণ্ঠে চলিলা আশ্বাসিয়া বসুমতী॥
নারায়ণে কহিলা সকল বিবরণ।
অঙ্গীকার করিলেন দেব নারায়ণ॥

প্রজাপতি নিজস্থানে করিলা গমন।
দুর্গালীলাতরঙ্গিণী কিশোর রচন॥

দেবাদির জন্মলাভ।

(পয়ার)

কুরুকুলে জন্মে কলিরাজা দুর্য্যোধন।
গান্ধারীউদরে ধৃতরাষ্ট্রের নন্দন॥
হিংসার প্রধান একশত সহোদর।
ক্ষেত্রীকুল বিনাশের যে হবে তৎপর॥
পাণ্ডুপত্নী কুন্তী মাদ্রী গর্ভে জন্ম লয়।
পাণ্ডুপুত্র পঞ্চদেব অংশে পঞ্চ হয়॥
ধর্ম্ম অংশে যুধিষ্ঠির হয় ধর্ম্ম হনে।
বায়ু অংশে ভীম জন্মে দেবতা পবনে॥
বিষ্ণু অংশে ধনঞ্জয় ইন্দ্রের তনয়।
কুন্তীপুত্র তিন দুই মাদ্রীতে জন্মায়॥
অশ্বিনীকুমার অংশে জন্মে দুইজন।
সহদেব নকুল এহি ভাই পঞ্চজন॥
দেবীঅংশে দ্রৌপদী দ্রুপদরাজে হয়।
যার কোপে হবে সব ক্ষেত্রীকুল ক্ষয়॥
যদুকুলে বসুদেব কশ্যপ জন্ময়।
অদিতি দেবকী উগ্রসেনে জন্ম লয়॥
নন্দগোপ হইলেন দক্ষপ্রজাপতি।
প্রসূতি হইলা নন্দজায়া যশোমতি॥

উগ্রসেনসুত কংস বক্রদন্ত আর।
দেবকী রোহিণী দুই তনয়া তাহার॥
কংসের স্নেহের শ্রেষ্ঠা ভগিনী দুজন।
বসুদেব আবাহিয়া কৈলা সমর্পণ॥
আনন্দিত কংস রথে করিছে গমন।
ভগ্নীস্নেহে যায় বসুদেবের ভবন॥
পথে দৈববাণী শুনে কংস দুরাশয়।
তোমাকে বধিবে এহি দেবকীতনয়॥
দেবকী অষ্টম গর্ব্ভে হবে যে সন্তান।
সেহি পুত্রে কংস তব বিনাশিবে প্রাণ॥
দৈববাণী শুনি কংস তখনি কোপিল।
খড়্গধরি দেবকীকে কাটিতে চলিল॥
অনেক বিনয় করি বসুদেব কয়।
নারীবধ পাতক করিতে যোগ্য নয়॥
ক্ষমা কর ইহাতে যে হইবে সন্তান।
জন্মমাত্রে আনি দিব তব বিদ্যমান॥
যেহি মনে লয় তুমি করিবে তাহায়।
শুনি কংস না কাটিয়া কোপ ক্ষান্ত পায়
নিযুক্ত করিল শত শত অনুচর।
সর্ব্বদা ঘিরিয়া থাকে দেবকীর ঘর॥
নিজঘরে বসুদেব করেন বসতি।
গোকুলে করিলা সখা নন্দের সংহতি॥
দেবকীর গর্ব্ভে যত জন্ময়ে সন্তান।
জন্মমাত্রে আনি দেয় কংস বিদ্যমান॥

রজকের পাটে তারে আছাড়িয়া মারে।
শোক পায় বসু কিছু করিতে না পারে॥
ক্রমে ক্রমে ছয় পুত্র হইল বিনাশ।
জানি ব্রহ্মা তত্ত্ব দিতে গেলেন কৈলাস॥
কহিলা সকল ব্রহ্মা ভবানীগোচর।
আজ্ঞা কর তারা কি হইবে অতঃপর॥
কৃষ্ণলীলা বহুকথা বিস্তর কথন।
ভাগবত হরিবংশে বিশেষ লিখন॥
সংক্ষেপে কিঞ্চিত দুর্গালীলার কারণ।
দ্বিজ কৃষ্ণকিশোর করিল বিরচন॥

শিবশিবার জন্মানুষ্ঠান।

(পয়ার)

বিধাতা বলেন মাতা কি হবে এখন।
দেবকীর ষষ্ঠ গর্ভ্ভ হইল পতন॥
ভবানী বলেন যাহ কহ নারায়ণে।
দেবকী সপ্তম গর্ভে যান এইক্ষণে॥
আমি রোহিণীর গর্ভে যাই জন্মিবার।
আট মাস দুই গর্ভে বাস দুজনার॥
অষ্ট মাসে আমি যাব দেবকী উদর।
রোহিণীর গর্ভে যাবেন গদাধর॥
সপ্তমে অষ্টম গর্ভ দেবকীর হবে।
দুই গর্ভে দুই জন জন্ম নিব তবে॥

আজ্ঞা পেয়ে বিধি গিয়া নারায়ণে কন।
দেবকীর গর্ভে হরি করিলা গমন॥
শিবকে কহেন শিবা চল পঞ্চানন।
নারী হৈয়া জন্ম লহ সহিতে স্বগণ॥
গোলক বিভবে হবে করিতে বিহার।
না হইছে না হইবে হেন লীলা আর॥
গোপকুলে ব্রজভূমে গোপাঙ্গনা হৈয়া।
জন্ম লাভ কর তুমি স্বগণ লইয়া॥
আরো আরো যথা ইচ্ছা লভিবা জনম।
হইবা আমার নারী হৈয়া মনোরম॥
আমি যাই কৃষ্ণদেহ হৈয়া জন্মিবার।
তোমার সহিত হবে আনন্দ বিহার॥
শিবে আদেশিয়া দেবী জন্মিবার তরে।
অংশেতে প্রবেশ কৈলা যশোদা উদরে॥
পূর্ণ ব্রহ্মময়ী লীলা প্রচার কারণ।
রোহিণীজঠরে দেবী করিলা গমন॥
ক্রমে ক্রমে দোঁহ গর্ভে হয় আট মাস।
জানিল সকল লোকে গর্ভের প্রকাশ॥
ভবানী দেবকীগর্ভে করিলা গমন।
রোহিণীর গর্ভে গেলেন নারায়ণ॥
অষ্ট মাসে দোঁহ গর্ভ বদল হইল।
দুর্গার মায়াতে কোনো লোক না জানিল॥
বসুদেব সতত কংসকে করে ভয়।
গর্ভবতী রোহিণীকে রাখে নন্দালয়॥

দেবকীর ঘরে রাখে কংসের কিঙ্কর।
বসুদেব পুত্রশোকে কাতর অন্তর॥
ভাবে বসুদেব মিছা আমার সন্তান।
জাতমাত্রে কংস দুষ্ট বিনাশয়ে প্রাণ॥
কি করিব কি হইবে না দেখি উপায়।
ভাবে বরমিথে ভাল যদি প্রাণ যায়॥
পুত্রশোক আর কত কার প্রাণে সয়।
দ্বিজ রায় বলে আর না করিহ ভয়॥

কৃষ্ণের জন্ম।

(পয়ার)

দেবকীর দশ মাস গর্ভ পূর্ণ হয়।
কখন কি হবে সদা ভাবে কংসভয়॥
ভাদ্রমাস কৃষ্ণপক্ষ অষ্টমী রোহিণী
বুধবার অন্ধকার সুঘোর রজনী॥
মন্দ মন্দ জলদ করিছে বরিষণ।
গুড় গুড় ঘন ঘন ঘনের গর্জ্জন॥
ইতস্ততঃ লোক যত নিদ্রাতে কাতর।
অচেতনে নিদ্রা যায় কংসঅনুচর॥
শুভক্ষণে প্রসবিলা দেবকী তনয়।
চতুর্ভুজ পুত্র দেখি হইল বিস্ময়॥
শুনি বসুদেব আসি দেখিলা নন্দন।
নীলমণিকান্তি চারিবাহু সুলোচন॥

দেখিয়া বিস্ময় মানি বসুদেব কয়।
কে তুমি হইলা হেন দুর্ভাগাতনয়॥
আমা হেন ভাগ্যহীন নাহি অন্য আর।
যত পুত্র জন্মে কংস করয়ে সংহার॥
এ হেন সুন্দর রূপ রাজীবলোচন।
হেন দুর্ভাগার ঘরে আইলা কি কারণ॥
এখনি জানিলে দুষ্ট করিবে বিনাশ।
হেন দুষ্টস্থানে কেনো এরূপ প্রকাশ॥
হাসি কহে শিশু পিতা ভয় কর কারে।
কংসের কি শক্তি মোরে কি করিতে পারে॥
আমি ব্রহ্মময়ী পিতা জগতের সার।
তপস্যার ফল দিতে তনয় তোমার॥
আমার ইচ্ছায় হয় সৃষ্টি স্থিতি নাশ।
মমাশ্রয় জগত আমারে কারে ত্রাস॥
কালপূর্ণ হৈলে আমি বধিব মাতুল।
তিনকুলে জানিবে যেমন যদুকুল॥
বালকের কথা শুনি মানিয়া বিস্ময়।
বিনয় করিয়া পুন বসুদেব কয়॥
তুমি ব্রহ্মময়ী যদি হইলা তনয়।
দয়া করি হর মোর মনের সংশয়॥
দশভুজা যেরূপ পূজয়ে জগজ্জন।
সেইরূপ আমাকে করাও দরশন॥
শুনি দশভুজারূপ হইলা নন্দন।
কহে রত্নমণিনাথ তারো পঞ্চানন॥

কাত্যায়নী।

(পয়ার)

কাত্যায়নী হইলা বালক ততক্ষণ।
দশ করে অস্ত্র শস্ত্র করিয়া ধারণ॥
দক্ষে শূল খড়্গ চক্র শক্তি বাণ ধরে।
ঢাল ধনু পাশাঙ্কুশ ঘণ্টা বাম করে॥
জটাজূট মস্তকে কিরিটী সিঁথিপাটী।
ঘাগরী কিঙ্কিনী জাল পরে কটি আটী।
অতসীকুসুম জিনি কাঞ্চনবরণী॥
বিচিত্র বসনে করে কাঁচুলি কসনী।
নানা আভরণ অঙ্গে করে ঝলমল।
নাসায় বেসর শোভে শ্রবণে কুণ্ডল॥
হীরাচুনীমণিরত্নময় অলঙ্কার।
গলে দোলে লম্বমান গজমতিহার॥
চরণে নূপুর বঙ্করাজ মনোহর।
দক্ষপদ আরোহণ কেশরী উপর॥
বামপদ মহিষের স্কন্ধে আরোপণ।
নাগপাশে মহিষকে করিয়া বন্ধন॥
বামকরে মহিষাসুরের ধরে চুল।
দক্ষকরে তার বুকে আরোপিছে শূল॥
দক্ষিণে মূষিক পরে বসি লম্বোদর।
বামদিকে ষড়ানন শিখীর উপর॥
দক্ষিণে কমলা বামদিকে স্বরস্বতী।
দেখি বসুদেব ভূমিগত করে নতি॥

ব্রহ্মময়ী বালক প্রত্যয় হৈল মনে।
নিবেদন করে বসু অভয়াচরণে॥
জানিলাম ব্রহ্মময়ী তুমি সারাৎসার।
পুরুষ প্রকৃতি রূপ সকলি তোমার॥
কৃপা করি হৈলা যদি আমার তনয়।
দূর কর মোর তরে দুষ্ট কংস ভয়॥
অভয়া কহেন পিতা শুনহ কারণ।
হরিতে পৃথিবীভার মোর আগমন॥
যথাকালে দুষ্ট সব করিব সংহার।
প্রতীক্ষা করিতে হয় সময় তাহার॥
নন্দালয়ে কন্যা এক হৈয়াছে উৎপত্তি।
আমাকে লইয়া তথা চল শীঘ্রগতি॥
আমাকে রাখিয়া সেহি কন্যা আন ঘরে।
কন্যা হৈল কহ যত কংসঅনুচরে॥
আসিয়া মাতুল কংস করিব সংহার।
ক্রমে ক্রমে বিনাশিব পৃথিবীর ভার॥
এত কহি করিলেন মূর্ত্তি সম্বরণ।
পূর্ব্বরূপ বালক হৈলা সুলোচন॥
দেখি বসু দেবকীর হইল বিস্ময়।
বালক লইয়া বসু চলে নন্দালয়॥
সর্ব্বেশ্বরীসুতে কহে দুর্গার বিহার।
শিববাক্য আগম পুরাণ অনুসার॥

বসুদেব নন্দালয়ে যান।

(ত্রিপদী)

বালক লইয়া কোলে বসু নন্দালয়ে চলে
রজনী নিবিড় অন্ধকার।
যমুনার তীরে যায় তরঙ্গ দেখিতে পায়
ভাবিছে কিরূপে হবে পার॥
শিবারূপা দেবী তায় পার হন যমুনায়
পাছে পাছে বসুদেব চলে।
হাঁটু মাত্র জল তায় অনাসে হাঁটিয়া যায়
বালক পড়িল মধ্যজলে॥
ব্যস্ত হৈয়া বসু করে অমনি বালক ধরে
দ্বিভুজ হইলা সুলোচন।
যমুনা হইয়া পার কোলে করি সুকুমার
নন্দালয়ে করিলা গমন॥
নন্দঘরে রোহিণীর পুত্র জন্মে মহাবীর
শ্বেতবর্ণ পরম সুন্দর।
কন্যা হয় যশোদায় চেতন না পায় তায়
পুরবাসী নিদ্রাতে কাতর॥
পুরে বসুদেব যায় কেহ না চেতন পায়
মোহ মহামায়ার মায়ায়।
পুত্র যশোদারে দিয়া কন্যা তুলি কোলে নিয়া
বসুদেব নিজালয়ে যায়॥
পুন শিবা যমুনায় দেখি পাছে পাছে যায়
পার হৈয়া আসি নিজ ঘরে।

দেবকীরে কন্যা দিল প্রহরী চেতন হৈল
কন্যা হৈল কহে কংসভরে ॥
শুনি কংস মনে ভয় ভাবে কন্যা শত্রু নয়
কি জানি কেমন হয় পরে ।
মারিতে উচিত হয় বসুস্থানে কন্যা লয়
আছাড়ে রজকপাটপরে ॥
করে ধরে দুচরণ পাটে করে নিক্ষেপণ
ছুটি কন্যা উঠিলা গগনে ।
কহে কন্যা কংসস্থান যে তোর বধিবে প্রাণ
সে রহিল নন্দের ভবনে ॥
শুনি কংস দুরাশয় অধিক পাইল ভয়
ঘরে গেল দুঃখিত হইয়া ।
দুষ্টমতি দুরাশয় শত্রু বিনাশিতে হয়
যুক্তি করে মন্ত্রীগণ লৈয়া ॥
রজনী প্রভাত হয় পুরবাসী নন্দালয়
উঠে সবে পাইয়া চেতন ।
পুত্র যশোদার কোলে দেখে সবে কুতূহলে
রোহিণীর সুন্দর নন্দন ॥
নন্দ সনে গোপ সব করে মহামহোৎসব
জয় জয় দিচ্ছে রামাগণ ।
নন্দ হরষিত মন দ্বিজে দেয় নানা ধন
নারীগণে বস্ত্র আভরণ ॥
উৎসবেতে দিন যায় দশম দিন পায়
একত্র বসিল গোপগণ ।

পুত্র দেখি অনুপম　　কৃষ্ণ রাখিলেক নাম
বলরাম রোহিণীনন্দন॥
দিনে দিনে নন্দঘরে　　নানারূপ কেলি করে
রাম কৃষ্ণ ভাই দুই জন।
দুর্গাকথা সুধাময়　　কৃষ্ণকান্তানুজে কয়
দয়া কর নন্দের নন্দন॥

ব্রজ বিহার।

(পয়ার)

ভবানীর সখী জয়া বিজয়া দুজন।
ছিদাম সুবল হৈলা গোপের নন্দন॥
আর যত সখী হৈলা গোপের কুমার।
জন্মিলেন মহাদেব করিতে বিহার॥
নারীরূপে ভূতলে জন্মিলা পঞ্চানন।
অংশে হৈলা রুক্মিণী প্রভৃতি অষ্টজন॥
স্বয়ং শিব রাধা বৃকভানুর কুমারী।
যতেক ভৈরব সব হৈল ব্রজনারী॥
রাধাকে আয়ান গোপ করে পরিণয়।
শিবের ইচ্ছাতে অন নপুংসক হয়॥
দুর্ব্বাসামুনির শাপ রম্ভাকে আছিল।
তার গর্ভে কন্যা হৈয়া ভৈরব জন্মিল॥
ষোড়শ হাজার একশত কন্যা হয়।
পর্ব্বতগহ্বরে তারা কৃষ্ণ আরাধয়॥

ব্রজভূমে হৈল সব গোলোকসম্পদ।
সদা মহামহোৎসব নাহিক আপদ॥
বৃন্দাবন ভাণ্ডি আদি দ্বাদশ কানন।
নানাফলমূলযুক্ত গিরিগোবর্দ্ধন॥
ঘর ঘর নৃত্যগীত সদা সুমঙ্গল।
খেলে রাম কৃষ্ণ সঙ্গে বালক সকল॥
পুতনাবিনাশ ভঙ্গ যমলঅর্জ্জুন।
শকটভঞ্জন আদি নবনীহরণ॥
উদখলবন্ধ আদি বালকবিহার।
খেলা করে রাম কৃষ্ণ অশেষ প্রকার॥
গোপশিশুগণ সব প্রত্যহ বিহানে।
নন্দালয়ে আসি খেলে রামকৃষ্ণ সনে॥
ঘরে ঘরে করে কৃষ্ণ বাল্যবিহারণ।
মাতাপিতা সন্তোষ সন্তোষ পুরজন॥
ক্রমে ক্রমে বাড়ে কায় রসের উদয়।
ব্রজভূমে গোপ গোপী সদানন্দময়॥
কিশোরবয়স হৈল নন্দের নন্দন।
গোপশিশু সনে বনে করে গোচারণ॥
যমুনাপুলিনে সদা করেন ভ্রমণ।
কতদিনে রাধাসনে হইল মিলন॥
বাঁশীরবে ব্রজাঙ্গনা করি আকর্ষণ।
বৃন্দাবনে সুখমনে রস বিহারণ॥
অশেষ প্রকারে ব্রজে আনন্দবিহার।
না হইছে না হইবে হেন লীলা আর॥

ব্রজাঙ্গনা জনে জনে করিয়া রমণ।
বিহার করেন করি কলঙ্ক ভঞ্জন॥
রাধাকৃষ্ণ ব্রজভূমে অনেক বিহার।
ভাগবতে নানামতে আছয়ে প্রচার॥
বকাসুর ধেনুকাদি বৃষাসুর মারি।
কালীয় দমন করি বিপদ সংহারি॥
শিখীপুচ্ছ শিরে ধরি ভুবনমোহন।
যশোদাকে বিশ্বরূপ দিলা দরশন॥
বিধাতা করিয়াছিলা গোশিশু হরণ।
জানি কৃষ্ণ ব্রহ্ম দিলা গাভীশিশুগণ॥
ইন্দ্র করেছিলা ব্রজে ঝড় বরিষণ।
রক্ষা কৈলা কৃষ্ণ ধরি গিরিগোবর্দ্ধন॥
ভোজন বিহার আদি বনবিহারণ।
ব্রজাঙ্গনা সনে প্রেম অনেক মিলন॥
কৃষ্ণলীলা বহুবিধ আছয়ে প্রকাশ।
পুস্তকগৌরবে মাত্র বিরচিব রাস॥
শ্রীনাথচরণ ভাবি কহে দ্বিজ রায়।
রাধাকৃষ্ণস্মরণে যমের নাহি দায়॥

রাসবিহার।

(ত্রিপদী)

একদিন নিশিভাগে কৃষ্ণ গোপী অনুরাগে
বৃন্দাবনে করিলা গমন।
শরৎকাল পূর্ণমসী প্রকাশিত পূর্ণ শশী
মরীচিকা প্রকাশ কানন॥

নানাপুষ্প প্রকাশিত গন্ধে দিক আমোদিত
গেলা কৃষ্ণ সরোবরতীর।
টল মল করে জল স্থান রম্য সুশীতল
বহে মন্দ মলয় সমীর॥
প্রফুল্ল কুমুদ ফুল মধুপানে অলিকুল
গুন গুন গুঞ্জরি বেড়ায়।
মহানিশি সুখময় ঝাঁই ঝাঁই রব হয়
প্রাণী যত সব নিদ্রা যায়॥
সুস্থির নিরব কাল প্রকাশ মদনজাল
কৃষ্ণের আনন্দ হৈল মন।
করেন মুরারী গান মোহিত গোপীর প্রাণ
চলে সবে কৃষ্ণদরশন॥
বংশীরব অনুসারি বিপিনে গোপের নারী
রাধিকা প্রভৃতি সবে যায়।
পুরে পুরজন যত অচেতন নিদ্রাগত
কেহ কিছু উদ্দেশ্য না পায়॥
কৃষ্ণ দেখি গোপীগণ কামেতে কলিত মন
করেন চুম্বন আলিঙ্গন।
চারিপাশে গোপীগণ কামে বিমোহিত মন
মাঝে রাধাকৃষ্ণ দুইজন॥
চৌষট্টি গোপীর মাঝ এক কৃষ্ণ রসরাজ
সকলের ইচ্ছা রসকেলি।
কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গ মদন তরঙ্গ অঙ্গ
চুম্ব আলিঙ্গন বাহু মেলি॥

বুঝিতে গোপীর মন রাধাকৃষ্ণ অদর্শন
না দেখি আকুল গোপীগণ।
কাঁদে রাধাকৃষ্ণ তরে ক্ষণেক বিলাপ করে
হাহা কৃষ্ণ বলিয়া রোদন ॥
গোপীর বিলাপ শুনি শ্রীরাধিকা যদুমণি
গোপী মাঝে পুন প্রকাশিলা।
গোপীর বুঝিয়া মন যত গোপী ততজন
এক কৃষ্ণ অনেক হইলা ॥
প্রতিগোপী কৃষ্ণ সনে মদন মোহিত মনে
ইচ্ছামতে করেন বিহার।
লাজ ভয় করি দূর হৃদয় আনন্দপুর
রসকেলি যে ইচ্ছা যাহার।
করি কেলি সমাপন রসেতে মগন মন
করে করে করেন ধারণ।
প্রেমানন্দ অনুমত গোপী যত কৃষ্ণ তত
মাঝে মাঝে এক এক জন ॥
রাধাকৃষ্ণ মাঝে করি ঘিরি করে করে ধরি
চক্রাকারে নাচয়ে কথন।
ক্ষণে চুম্ব আলিঙ্গন ক্ষণে কামবিহারণ
মদনমোহিত প্রতিজন ॥
চৌদ্দ মনন্তর যায় কেহ না সম্বিদ পায়
ত্রিজগতে কৃষ্ণের মায়ায়।
করি রাস সম্বরণ গেলা কৃষ্ণ নিকেতন
গোপীগণ নিজ ঘরে যায় ॥

কেহ না চেতন পায়　　　রজনী পোহায়ে যায়
নিজ নিজ কাজ সব করে।
রত্নমণিপতি কয়　　　কৃষ্ণকথা সুধাময়
শ্রবণে ভবের ভয় তরে ॥

কৃষ্ণ কালী হন।

(পয়ার)

অশেষ প্রকারে কৃষ্ণ করেন বিহার।
মায়াতে মোহিত চিত করি সবাকার ॥
যমুনার তীরে কেলিকদম্বের তলে।
গোপী সঙ্গে রঙ্গরস করে নানা ছলে ॥
নাবিক হইয়া কভু যমুনার জলে।
পার করে প্রেমরঙ্গে গোপিকাসকলে ॥
পঞ্চভাবে ব্রজবাসী কৃষ্ণ আরাধয়।
যার মনে হয় যেহি ভাবের উদয় ॥
নন্দ যশোমতি আদি রোহিণী প্রভৃতি।
বাৎসল্য ভাবেতে চিত্ত নিষ্ঠ কৃষ্ণ প্রতি ॥
দাস্যভাব শ্রীদামাদি উদ্ধব অক্রুর।
শ্রীরাধার মহাভাব প্রধান মধুর ॥
যার ভাব ব্রজাঙ্গনা কিশোর চিন্তন।
সখ্যভাব সুবলাদি ব্রজশিশুগণ ॥
আপনি খাইয়া পাছে কৃষ্ণমুখে দেয়।
কান্ধে চড়ে ক্ষণে ক্ষণে কান্ধে চড়ি লয় ॥

হারেরে অরেরে ভাই বলে শিশুগণ।
প্রেমানন্দে কৃষ্ণের সন্তোষ সদা মন॥
আরদিন কৃষ্ণ গেলা গোচারণে বনে।
করিতে রাধার সঙ্গ প্রকাশিল মনে॥
বাঁশীরবে করিলা গোপিনী আকর্ষণ।
সখীগণ সঙ্গে রাধা গেলা বৃন্দাবন॥
জটিলা কুটিলা সব কহিলা আয়ানে।
দেখ বধূ গেল বনে কৃষ্ণঅন্বেষণে॥
কুলের কলঙ্ক কৈল নন্দের তনয়।
ঘুচিল যুবতীগণে লাজ মান ভয়॥
দণ্ড হাতে অনগোপ গেল বৃন্দাবন।
কৃষ্ণ সঙ্গে গোপিকা বধিব জনে জন॥
অন্তর্যামী কৃষ্ণ মনে জানিয়া কারণ।
কালীরূপ হৈলা নবজলদবরণ॥
মুক্তকেশী ভয়ঙ্করী শবের উপর।
বরাভয়খড়্গমুণ্ডযুক্ত চারি কর॥
গলে মুণ্ডমাল কটিতটে নরকর।
শ্রবণে কুণ্ডল শবশিশুগাঁথা সর॥
করালবদনা কালী ঈষদহসনা।
প্রকাশদশনা ভীমা লোলিতরসনা॥
মুক্তকেশী দিগম্বরী পূজে গোপীগণ।
সমুখে মঙ্গলঘট করিয়া স্থাপন॥
দধি দুগ্ধ ছানা ননী দিছে ক্ষীর সর।
ফলমূল নৈবেদ্য সামগ্রী বহুতর॥

বসিয়া রাধিকা পূজা করেন চরণে।
জয়ধ্বনি ঝাঁকে ঝাঁকে দিছে গোপীগণে ॥
ধূপ দীপ দিছে গোপী হৈয়া কুতূহলী।
চরণে কুসুম দিছে অঞ্জলি অঞ্জলি ॥
হেনকালে দণ্ডহাতে অনগোপ আইল।
দেখি চমৎকার মানি প্রণাম করিল ॥
জানিল কলঙ্ক সবে কহে অকারণ।
ব্রহ্মময়ী ভজন করয়ে গোপীগণ ॥
ভক্তিতে করিছে অন চরণে প্রণাম।
স্তুতি করি কহে কালী পূর মনস্কাম ॥
পূজা সাঙ্গ করি গোপী অনগোপ সনে।
প্রণাম করিয়া গেলা আপন ভবনে ॥
মূর্ত্তি সম্বরিয়া কৃষ্ণ দ্বিভুজ হইয়া।
ঘরে গেলা বংশীধারী ধেনু বৎস লইয়া ॥
নানারূপে রাধাকৃষ্ণ বিহার বিশেষ।
কৃষ্ণের মায়াতে কেহ না পায় উদ্দেশ ॥
দ্বাদশ বৎসর লীলা করি বৃন্দাবন।
বাসনা হইল মনে ভূভার হরণ ॥
দ্বিজ কৃষ্ণকিশোর ভাবিয়া নিস্তারিণী।
রচিল পুস্তক দুর্গালীলাতরঙ্গিণী ॥

ইতি শ্রীদুর্গালীলাতরঙ্গিণ্যাং ভগবতী ব্রজলীলাবিবরণে
ষোড়শ তরঙ্গ সমাপ্তঃ।

সপ্তদশ তরঙ্গ।

—:o:—

কৃষ্ণের মথুরা গমন।

(ত্রিপদী)

দৈববাণী যদবধি শুনিয়াছে তদবধি
করে কংস কৃষ্ণের হিংসন।
পুতনাদি বারে বারে রাম কৃষ্ণ মারিবারে
নানা দুষ্ট করিছে প্রেরণ॥
কৃষ্ণকে বধিতে যত গেল সব হৈল হত
ভয়ে কংস আকুল জীবন।
যুক্তি করি মন্ত্রী সনে রাম কৃষ্ণ আনয়নে
অক্রুর পাঠায় বৃন্দাবন॥
সরথে অক্রুর যায় যত্ন করি মথুরায়
আনিলেক কৃষ্ণ বলরাম।
ব্রজে গোপ গোপীযত শোক দুঃখে অবনত
নিরানন্দ হৈল ব্রজধাম॥
কংসদ্বারে মল্লগণ কৃষ্ণকে বধিতে মন
আগু হৈয়া বিরোধিলা দ্বার।
রাম কৃষ্ণ মল্ল যত দ্বারেতে করিয়া হত
কংস দুষ্ট করিলা সংহার॥
উগ্রসেন রাজা কৈলা মথুরা ভুবনে রৈলা
রাজ্যেতে করিয়া অধিকার।
কংসকারাগার হনে উদ্ধারিলা দুই জনে
জনক জননী আপনার॥

রাম কৃষ্ণ নিতে মন আইল যত গোপগণ
প্রিয়ভাবে করিলা বিদায়।
কৃষ্ণ শোকে গোপীগণ সদা আকুলিত মন
উদ্ধব পাঠাইলা মথুরায়॥
কৃষ্ণ ব্রজে নহে আইলা উদ্ধব সম্বাদ দিলা
শোকেতে উন্মাদ গোপীগণ।
কৃষ্ণ শোকে বিনোদিনী জটাধারী তপস্বিনী
তপে গেলা নৈমিষ কানন॥
রেবত রাজার সুতা সর্ব্ব সুলক্ষণযুতা
সত্যযুগে হৈয়াছে উৎপত্তি।
পতি হেতু পঞ্চানন কষ্টে করি আরাধন
পতিবর লইলা রেবতী॥
মহাবল রূপবান ভূমণ্ডলে সুপ্রধান
প্রার্থনা করিল পতিবর।
দ্বাপরের শেষে হবে বিষ্ণু জন্মিবেন যবে
বর দিয়াছিলা মহেশ্বর॥
সেহি কন্যা অনুপাম বিবাহ করিলা রাম
আনন্দ হৃদয় কুতূহল।
যদি রাম করে বল ক্ষিতি করে টলমল
সাগর উছলি উঠে জল॥
অনেক ক্ষত্রিয় মারি রাজসুতা সুকুমারী
রুক্মিণী কৃষ্ণেতে পরিণয়।
পাতালেতে প্রবেশিলা জাম্বুবতী বিহা কৈলা
জম্বুবান করি পরাজয়॥

সত্যভামা আদি ছয় ক্রমে কৈলা পরিণয়
কৃষ্ণের হৈল অষ্ট নারী।
মুচকন্দ নরবর স্বর্গ দিলা দিয়া বর
দুষ্ট কাল যবন সংহারি॥
রুক্মিণীর পুত্র হয় যায় সে সম্বরালয়
কামদেব পতি পায় রতি।
শিববাণী সত্যসার রতি পতি পাইল মার
অনুসার আজ্ঞাপশুপতি॥
কত দিনে কৃষ্ণ রাম তেজিয়া মথুরাধাম
দ্বারকাতে করিলা বসতি।
কৃষ্ণকথা সুধাময় শ্রবণে আনন্দ হয়
বিরচিল রত্নমণিপতি॥

দ্বারকাবিহার।

(পয়ার)

দ্বারকাতে রাম কৃষ্ণ নির্ম্মাইলা পুর।
হেম অট্টালিকা ঘর করিলা প্রচুর॥
মহাসুখ সম্পদ নাহিক পারাপার।
প্রতীক্ষা রহিলা কাল হরণ ভূভার॥
প্রাগ্ জ্যোতিষ নামে পুর কামাখ্যা সমীপ।
নরক অসুরবর তাহার মহীপ॥
ব্রহ্মার তনয়া শত ষোড়শ হাজার।
পর্ব্বত গুভরে ছিল কৃষ্ণ পাইবার॥

নারদের মুখে শুনি নরকরাজন।
আনিল সুন্দরী সব আপন ভুবন ॥
নরককে সম্বোধিয়া কন্যাগণ কয়।
এহিক্ষণ আমাদে না কর পরিণয় ॥
শিশু হৈতে করি মোরা কৃষ্ণআরাধন।
বিবাহ করিব হৈলে কৃষ্ণ দরশন ॥
শুনিয়া নরক রহে সেই প্রতীক্ষায়।
নারদ কহিলা কৃষ্ণে যাইয়া দ্বারকায় ॥
শুনি কৃষ্ণ গরুড়কে করিলা স্মরণ।
কাম সত্যভামা সনে কামাখ্যা গমন ॥
সগণে নরকাসুর সমরে সংহারি।
দ্বারকাতে নিলা কৃষ্ণ রম্ভার কুমারী ॥
তাহাদিগে কৃষ্ণ করিলেন পরিণয়।
আনন্দে বিহার সদা মহানন্দময় ॥
ষোড়শ হাজার একশত অষ্ট নারী।
সন্তোষ করেন কৃষ্ণ মদনবিহারী ॥
সন্তান ছাপ্পান্ন কোটী করি উৎপাদন।
বাসবের পারিজাত করিলা হরণ ॥
অতুল্য সম্পদ করি দ্বারকানগরে।
রাম কৃষ্ণ ভুবন জিনিয়া ভোগ করে ॥
দিনে দিনে ক্ষেত্রি যত প্রবল হইল।
মহাবলবান সব ভুবন ভরিল ॥
দ্বিজ রায় কহে করি সংক্ষেপ রচন।
ইতঃপর কহি শুন ভূভারহরণ ॥

ক্ষত্রিয়বিনাশপ্রবর্ত্ত।

(পয়ার)

হস্তিনাতে ধৃতরাষ্ট্র রাজা দণ্ডধর।
পুত্র দুর্য্যোধন আদি শত সহোদর॥
পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির আদি পঞ্চজন।
সকলে করয়ে সুখে বাল্যবিহারণ॥
মহাবল ভীম সনে কেহ নহে পারে।
বিষ দিয়া দুর্য্যোধন ফেলিল সাগরে॥
পাতালে যাইয়া ভীম চেতন পাইল।
বাসুকির বরে বল অধিক হইল॥
কতদিনে ভীম পুন আইল হস্তিনায়।
দুর্য্যোধন পাণ্ডব হিংসয়ে সর্ব্বদায়॥
দিনে দিনে সকলে হইছে বলাধান।
সূর্য্যের তনয় কর্ণ সভাতে প্রধান॥
দুর্য্যোধন সনে তার প্রীত অতিশয়।
শকুনির মন্ত্রণাতে পাণ্ডব হিংসয়॥
দ্রোণাচার্য্য গুরু করি অস্ত্রশিক্ষা করে।
অর্জ্জুন নিপুণ দেখি গুরু দয়া করে॥
কর্ণ দুর্য্যোধন শত সহোদর সনে।
যুধিষ্ঠির আদি পাণ্ডুপুত্র পঞ্চজনে॥
অশ্বত্থামা আদি সবে হৈয়া বলবান।
করিছে সতত সবে সমর সন্ধান॥
জতুগৃহে কুন্তী সনে পাণ্ডুসুতগণ।
স্থাপন করিয়া দুষ্ট দিল হুতাশন॥

মাতা সনে পঞ্চ ভাই করে পলায়ন।
জতুগৃহ হৈতে প্রবেশিল ঘোর বন॥
দ্রুপদতনয়া দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে।
আইল অনেক বীর দ্রুপদনগরে॥
লক্ষ্য বিন্ধি কন্যা নিল পার্থ বলবান।
যুদ্ধেতে অনেক ক্ষেত্রি হারাইল প্রাণ॥
শিববরে দ্রৌপদীর পতি পঞ্চজন।
মীমাংসা করিয়া দিলা ব্যাস তপোধন॥
পুন পঞ্চ সহোদর হস্তিনা আইলা।
ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরে অর্দ্ধরাজ্য দিলা॥
রাজসূয়যজ্ঞ করে পাণ্ডুর নন্দন।
দেখিয়া আকুল হিংসা করে দুর্য্যোধন॥
ছলে সারি খেলিয়া হরিল রাজ্য ধন।
দ্বাদশ বৎসর বনবাস কৈলা পণ॥
বৎসরেক অজ্ঞাত বসতি পণ করি।
অনেক বিদ্রূপ দ্রৌপদীর বস্ত্র ধরি॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া যায় ভাই পঞ্চজন।
সমরে সগণে বিনাশিব দুর্য্যোধন॥
দ্রৌপদীর সহিতে পঞ্চভাই গেলা বন।
স্থানে স্থানে অস্ত্র শিক্ষা করিলা অর্জ্জুন।
দ্বাদশ বৎসর বন বসতির পরে।
করেন অজ্ঞাতবাস বিরাট নগরে॥
ক্রমে ক্রমে বৎসর হইল সমাপন।
ভীম করিলেক বলে কীচকপাতন॥

গোগৃহে অনেক বীর বিনাশ হইল।
বিরাট আপন কন্যা অভিমন্যে দিল ॥
বিবাহে আইলা কৃষ্ণ বিরাটনগর।
উতযোগ করিছেন করিতে সমর ॥
দ্বিজ কৃষ্ণকিশোর ভাবিয়া নিস্তারিণী।
রচিল পুস্তক দুর্গালীলাতরঙ্গিণী ॥

ক্ষত্রিকুল ক্ষয়।

(পয়ার)

বিরাট নগর হৈতে কৃষ্ণ যাইয়া হস্তিনাতে
দুর্য্যোধনে অনেক কহিলা।
ভীষ্ম দ্রোণ আদি যত দুর্য্যোধনে কহে কত
যুধিষ্ঠিরে রাজ্য নাহি দিলা ॥
কৃষ্ণ গেলা ফিরি পুন করে যুদ্ধ আয়োজন
নিমন্ত্রণ ক্ষত্রিয়সকল।
একাদশ অক্ষৌহিণী দুর্য্যোধনে সবাহিনী
সেনা সব সমরে প্রবল ॥
পাণ্ডুপুত্রনিমন্ত্রণ পাইয়া আইল বীরগণ
সাত অক্ষৌহিণী বলবান।
পাণ্ডবসৈন্যের সনে পঞ্চ সহোদর রণে
সাজি কুরুক্ষেত্রেতে পয়াণ ॥
কুরু পাণ্ডবের দল আইল সমরস্থল
সেনা অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী।
কুরুদলে বীরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবে সহায় কৃষ্ণ
যার কৃপা পাইলে ভব জিনি ॥

কুরুক্ষেত্রে দুই দলে যুদ্ধ করে বাহু বলে
দিনে দিনে মরে সেনাগণ।
দশাহ করিয়া রণ ভীষ্ম হৈলা নিপাতন
পঞ্চদিনে দ্রোণের মরণ॥
দুই দিনে কর্ণ মরে শল্য রাজা দুপহরে
অর্দ্ধদিনে রাজা দুর্য্যোধন।
ক্রমে অষ্টাদশ দিনে পাণ্ডবে সমর জিনে
দুইদলে মরে সেনাগণ॥
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী গজরাজি সবাহিণী
রথী মহারথী সব হত।
রহে মাত্র পাঁচ ভাই ক্ষত্রিয়ে পুরুষ নাই
গান্ধারী দেখিতে সমাগত॥
একশত পুত্র মরে শোকে শাঁপে কৃষ্ণ তরে
তুমি মোর কৈলা বংশনাশ।
তোমার সন্তান যত আপনাআপনি হত
হবে কৃষ্ণ নিশ্চয় বিনাশ॥
শাঁপে কৃষ্ণ তুষ্ট মন মরিবে সন্তানগণ
বিফল থাকিলে কিবা হবে।
সর্ব্বদেহসংস্কার শ্রাদ্ধ পিণ্ড দান আর
ক্রমে পাণ্ডুসুতে করে তবে॥
যুধিষ্ঠির নরবর হস্তিনাতে দণ্ডধর
ক্ষণে নাহি ধর্ম্মের হেলন।
চারি ভাই মহাবলি সদানন্দ কুতূহলি
সুখে করে রাজ্যের পালন॥

করে অশ্বমেধ যাগ মরে বহু বীরভাগ
স্থানে স্থানে বাকী যে আছিল।
নির্ভার ধরণী হয় কৃষ্ণ গেলা নিজালয়
ভূমণ্ডল সুস্থির হইল॥
কৃষ্ণের সন্তান যত আপনা আপনে হত
কৃষ্ণ ভাবিছেন মনে মন।
যদুন্দিশ্চে আগমন হৈল সর্ব্ব সমাপন
নিজস্থানে উচিত গমন॥
নিশ্চয় ভাবিয়া মনে যুক্তি করি রাম সনে
দূত পাঠাইলা হস্তিনায়।
কৃষ্ণ কথা সুধাময় ভারতে বিস্তর কয়
সংক্ষেপে রচিল দ্বিজ রায়॥

দূত প্রেরণ।

(পয়ার)

কৃষ্ণের প্রেরিত দূত হস্তিনাতে যায়।
দ্বারীকে কহিছে তত্ত্ব দেহ উত্তরায়॥
দ্বারী কহে মহারাজ শুন নিবেদন।
দ্বারকা হইতে আইল দূত একজন॥
আজ্ঞা দিলা যুধিষ্ঠির আন শীঘ্রতর।
দ্বারী দূত আনিলেক রাজার গোচর॥
সিংহাসনে বসিছেন রাজা যুধিষ্ঠির।
দক্ষিণে ধরিছে ছত্র ভীম মহাবীর॥

বামেতে অর্জ্জুন করে ধরি শরাসন।
দক্ষ বামে সহদেব নকুল দুজন॥
সমুখেতে সৈন্য সব মন্ত্রীগণ যত।
দ্বারকার দূত আসি হইলেক নত॥
আদর করিয়া দূত বসায়ে সভাতে।
জিজ্ঞাসা করেন দূতে হস্তিনার নাথে॥
কহ শুনি দ্বারকার শুভ বিবরণ।
কৃষ্ণ বলরাম ভাই আছেন কেমন॥
কুশলে আছয়ে যত বালকসকল।
পুরবাসী সকলেত আছয়ে কুশল॥
দূত কহে মঙ্গলে আছেন সর্ব্বজন।
কৃষ্ণ করিবেন শীঘ্র স্বস্থান গমন॥
কহিতে আমাকে পাঠাইলা তব স্থান।
পৃথিবী তেজিয়া হবে কৃষ্ণের পয়াণ॥
যুধিষ্ঠির বলে কৃষ্ণ করিবে গমন।
তবে আর মিছা রাজ্যে নাহি প্রয়োজন॥
কৃষ্ণের সহিতে আমি করিব গমন।
কৃষ্ণ বিনে ধন জন বিফল জীবন॥
ভীম বলে কৃষ্ণ সঙ্গে নিশ্চয় যাইব।
কৃষ্ণ গেলে পৃথিবীতে কি সুখে রহিব॥
অর্জ্জুন বলেন যাব কৃষ্ণের সহিত।
কৃষ্ণ ছাড়া হৈয়া না রহিব কদাচিৎ॥
সহদেব নকুল বলিছে দুইজন।
আমরা কৃষ্ণের সঙ্গে করিব গমন॥

দ্রৌপদীকে যুধিষ্ঠির কহে বিবরণ।
কৃষ্ণসঙ্গে সবে যাব কি তোমার মন॥
দ্রৌপদী কহেন যাব কৃষ্ণের সহিত।
কৃষ্ণ বিনে কি ফল বিফল পৃথিবীত॥
শুনি কুন্তী কহেন যাইব কৃষ্ণ সনে।
কৃষ্ণ বিনে ফল নাহি শরীরধারণে॥
নিশ্চয় কৃষ্ণের সঙ্গে যাবে সর্ব্বজন।
পরীক্ষিতে করিলেন রাজ্যসমর্পণ॥
পুরবাসী প্রতিজনে বিদায় হইয়া।
দ্বারকা চলিলা সবে রথ আরোহিয়া॥
আইলা কৃষ্ণের পাশে ভাই পঞ্চজন।
কহে কৃষ্ণ তোমা সঙ্গে করিব গমন॥
অসার সংসার ঘোর মায়ার ভাণ্ডার।
নয়ন মুদিবামাত্র সব অন্ধকার॥
একাএকি যাতায়াত কেহ কারো নয়।
নিজ নিজ কর্ম্মফল সকলে ভোগয়॥
বিনা কৃষ্ণে জীবনধারণ অকারণ।
অতএব কৃষ্ণ সঙ্গে নিশ্চয় গমন॥
তবে কৃষ্ণ দূত পাঠাইলা বৃন্দাবন।
তত্ত্ব পেয়ে আইলা যত গোপগোপীগণ॥
নন্দ যশোমতি আইলা শুনি ততক্ষণ।
বসুদেব দেবকী করিলা আগমন॥
নৈমিষকাননে কৃষ্ণ দূত পাঠাইলা।
তত্ত্ব পাইয়া শ্রীরাধিকা দ্বারকা আইলা॥

সর্ব্ব সমারোহ হৈল দ্বারকাভুবন।
প্রভাতে করিবে কৃষ্ণ স্বস্থানগমন॥
কে বুঝে কৃষ্ণের মায়া বিহার কেমন।
দুর্গালীলাতরঙ্গিণী কিশোররচন॥

স্বস্থান গমন।

(পয়ার)

বিহানে স্বগণ সনে স্বস্থানগমনমনে
সিন্ধুতীরে কৃষ্ণের গমন।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ আনন্দপ্রকাশমন
সরথে আইলা সর্ব্বজন॥
সবিনয়ে প্রজাপতি কৃষ্ণকে করিয়া নতি
কহে রক্ষা করিলা সংসার।
হরিলা ধরার ভার বিপদ করিলা পার
তুমি বিনে কে করে নিস্তার॥
দেবেতে সদয় হৈয়া স্বস্থানে সগণ লৈয়া
এখন করহ আগমন।
অযুত সিংহের রথে নন্দী গগনের পথে
সত্বরে আইলা ততক্ষণ॥
পার্থতেজ রামে যায় দ্রৌপদী কৃষ্ণের কায়
জলধরে চপলা যেমন।
ধর্ম্মে যান যুধিষ্ঠির পবনেতে ভীমবীর
অশ্বিনীকুমারে দুইজন॥

কৃষ্ণসখা গোপ যত হইল ভৈরবী তত
তেজিয়া পুরুষকলেবর।
কৃষ্ণশক্তি যত জন স্বস্থানগমনমন
ভৈরব হইল শীঘ্রতর॥
রুক্মিণ্যাদি অষ্টজন রাধাঅঙ্গে সুমিলন
হৈলা রাধা দেব মহেশ্বর।
কৃষ্ণ হৈলা মহেশ্বরী মহেশ্বর সঙ্গে করি
আরোহিলা রথের উপর॥
ভৈরব ভৈরবী যত আরোহণ করে রথ
আনন্দিত হৈয়া সর্ব্বজন।
রাম বিষ্ণুকলেবর আরোহিয়া রথোপর
বৈকুণ্ঠেতে করিলা গমন॥
আর আর যত যত দেহ তেজি চলে তত
ইন্দ্রচন্দ্রলোকে যথা যার।
যেস্থানে উচিত যায় রথে অরোহিয়া যায়
পুণ্যফল যেমন যাহার॥
ভবানী শঙ্কর সনে ভৈরবী ভৈরবগণে
রথে চড়ি কৈলাসগমন।
কৈলাসনিবাসী যত আসিয়া প্রণমে তত
সহ কার্ত্তিকেয় গজানন॥
কৈলাসে শঙ্করী সনে শঙ্কর আনন্দমনে
বহুবিধ করেন বিহার।
ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মময় যখন যেমনে হয়
তুলনা নাহিক যার আর॥

ব্রজের বিহার মায় হরিতে ধরার ভার
মহাভাগবত পুরাণেতে।
তন্ত্রেতে অপরাক্ষণে কহিছেন পঞ্চাননে
দেখ যার সন্দেহ মনেতে ॥
ভক্তিমুক্তিবিধায়িনী দুর্গালীলাতরঙ্গিণী
শ্রীকৃষ্ণকিশোরদ্বিজে কয়।
শ্রবণে পাপের নাশ কাটিয়া কালের পাশ
ভবার্ণবে সে হয় বিজয় ॥

—— ০ ——

হরগৌরী।

(পয়ার)

সিংহাসনে বসি শিব পার্ব্বতীসহিত।
রসাভাস নানাকথা কন যথোচিত ॥
উভয়ের মন হৈল আনন্দমগন।
অঙ্গে অঙ্গে মিলন হইলা দুইজন ॥
দুই অঙ্গ মিলিয়া হইল এক কায়।
দক্ষিণ শঙ্কর বামঅঙ্গ মহামায় ॥
দক্ষিণের যত গিরি জিনি অধোকায়।
বামে হেম অধোতনু সৌদামিনীপ্রায় ॥
বামপদ গৌর তাতে রত্নঅলঙ্কার।
দক্ষপদ শ্বেত আভরণ নাহি তার ॥
বাম অঙ্গে আভরণ হীরা চুনী মণি।
অধোঅঙ্গে লম্বমান বিরাজিত ফণি ॥

বামকরে শোভে শঙ্খ কেয়ূর কঙ্কন।
দক্ষকরে সিঙ্গা ধরে ফণি আভরণ॥
বামনাসা কনকলতিকা মনোহর।
দক্ষিণেতে শ্মশ্রুমুখে পরম সুন্দর॥
বামশিরে চাঁচর চিকুর সিঁথিপটী।
দক্ষে জটাজূট দিব্য বাঁধা ফণি আঁটী॥
হরগৌরী এক কায় বসি সিংহাসনে।
উপজে আনন্দ যেহি ভাবি চাহে মনে॥
দ্বিজ কৃষ্ণকিশোর ভাবিয়া নিস্তারিণী।
রচিল পুস্তক দুর্গালীলাতরঙ্গিণী॥

—— o ——

আত্মপ্রার্থনা।

(পয়ার)

কহে কৃষ্ণকিশোর শুনগো ব্রহ্মময়ী।
কি শক্তি আমার তব গুণসীমা কই॥
কিঞ্চিত কহিতে মনে হইল উদয়।
তুমি বিনে তোমার চরিত্র কেবা কয়॥
তুমি মূলাধারে শক্তি কুলকুণ্ডলিনী।
বদনে উপজে বাণী তুমি বিধায়িনী॥
তব দয়া যার প্রতি প্রকাশ যেমন।
তার মুখে বাক্য ব্যক্ত হইছে তেমন॥
চৈতন্যরূপিণী তুমি জ্ঞানপ্রকাশিনী।
দয়াময়ী সরস্বতী মূঢ়তানাশিনী॥

তুমি যারে কর দয়া সেই মহাধীর।
সেহি ধরাতলে ধন্য বলবন্ত বীর॥
দয়া করি দীনজনে হরো মহাভয়।
জগতজননী তারো কাতর তনয়॥
দুর্গতিনাশিনী তুমি দুস্তারতারিণী।
কুমতি কুরীতি আমি কি বলিতে জানি॥
নিজগুণে কাতর কিঙ্করে কর পার।
জঠরযাতনাঘরে না সঁপিয়ো আর॥
সে যে ঘোর কারাগার ক্লেদপূর্ণ ঘর।
অধোমুখে বসি তাহে সদায় কাঁপর॥
হস্ত পদ নয়ন মেলিতে শক্তি নাই।
কথা কৈতে ইচ্ছা হয় কহিতে না পাই॥
ক্ষুধানলে দহে প্রাণ নাহিক আহার।
মায়ের আহার হেতু প্রাণ বাঁচিবার॥
শয়ন গমন মার উঠিতে বসিতে।
সর্ব্বদা বিফল প্রাণ না পারি নড়িতে॥
প্রসূতিমারুতে যবে করয়ে বাহির।
প্রাণ যায় যায় হেন করয়ে অস্থির॥
হেন ঘোর কারাগারে না ফেলিও আর।
নিজগুণে দয়াময়ী করহ উদ্ধার॥
বারে বারে ভবঘোরে করিয়া ভ্রমণ।
বিস্তর পেয়েছি দুঃখ জনম মরণ॥
এবার তোমারে তারা সঁপিয়াছি ভার।
করুণা করিয়া সুতে কর মা নিস্তার॥

কটাক্ষে করুণা যদি কর ব্রহ্মময়ী।
অনায়াসে এ পাপ শঙ্কটে ত্রাণ হই॥
ঘোর ঘন তোমার মায়ার অন্ধকার।
তব দয়া বিনে তরে শক্তি আছে কার॥
তুমি গুরু হৈয়া জনে কর উপদেশ।
সদয়া যাহারে তারে নাহি কোন ক্লেশ॥
প্রণাম তোমার পদে শতেক আমার।
দূর কর দয়া করি গর্ত্ত কারাগার॥
উদয় করিলা যেই কুলকুণ্ডলিনী।
রচিলাম সাধে তব লীলাতরঙ্গিণী॥
সপ্তদশ তরঙ্গেতে গ্রন্থ সমাপন।
রচিল পুস্তক ভাবি দুর্গার চরণ॥
শাকে বাণ বেদ সিন্ধু শশী পরিমাণ।
আকাশ নয়ন পক্ষ ক্ষিতি সংখ্যা সন॥

ইতি শ্রীদুর্গালীলাতরঙ্গিণ্যাং সপ্তদশতরঙ্গে গ্রন্থমিদং সমাপ্তম্।

——:০:——

পরপ্রার্থনা

(পয়ার)

দুর্গালীলাতরঙ্গিণী যে করে শ্রবণ।
গান করে কি বা গ্রন্থ পড়ে যেহি জন॥
তাহার করহ দুর্গা সম্পদ কল্যাণ।
দেহ নাশে পায় যেন তব পদে স্থান॥
সুতাসুত হয় তার বহুতর ধন।
মিত্রের মঙ্গল হয় শত্রুর পতন॥
পাপের বিনাশ হয় পুণ্যের প্রকাশ।
না থাকে তাহার আর শমনের ত্রাস॥
সর্ব্বজনে কল্যাণ করহ ভগবতী।
সুখে থাকে সহ সব সন্তান সন্ততি॥
যথাকালে মেঘগণ করে বরিষণ।
শস্যপূর্ণ বসুন্ধরা থাকে সর্ব্বক্ষণ॥
বেদযুক্ত বিপ্র সব থাকয়ে নির্ভয়ে।
কিশোর বাসনা মাতঃ পূরাও অভয়ে॥

